বাদ্সাজাদী

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
প্রণীত।

শনিবার, ২৫ শে অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল,
মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

প্রকাশক,
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৩২২ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌
৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তারিখ নির্দ্দেশক পত্র

DATE SLIP

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরত দিতে হবে।

Please return the book within 15 days.

পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহণের তারিখ Date of Retrun	পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহণের তারিখ Date of Return
1144	8/1/62				

—L.S.—D.S.—4/87—1,000 Copies.

পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহণের তারিখ Date of Retrun	পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহ তারি Date of Return

লেখকের (আকর) গ্রন্থ

সুহৃদ্বর

সুসঙ্গাধিপতি

শ্রীযুক্ত মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ

বাহাদুর বি, এ, মহোদযের কর-কমলে

প্রীতি-উপহার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

আজিজ	কালিফ্ (ইস্তাম্বুলের বাদসাহ)।
আল আমীন	ঐ খুল্লতাত।
জেলাল	আল আমীনের পুত্র।
মুতাজেদ	কালিফের উজীর।
আব্বাস	ঐ দেহরক্ষক।
আবদুল মালিক	সমরখন্দের সুলতান।
সায়েস্তা খাঁ	ঐ উজীর।
দানিয়েল	সায়েস্তাখাঁর পুত্র।
মমিন খাঁ	সমরখন্দের জনৈক ওমরাও।
আমজেদ	সমরখন্দের জনৈক সরদার।
মাসুদ	গ্রাম্যমণ্ডল।

ওমরাও, বালকগণ, অনুচরগণ, বক্ষিগণ, মাসুদীর পুত্রগণ, প্রহরিগণ, সর্দ্দার, হাব্সীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

হামিদা	আজিজের মাতা।
জুমেলা	সমরখন্দের সুলতানা।
আমীরণ	আল আমীনের কন্যা।
লিরিয়ান	আবদুল মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্রী, (পূর্ব্বতন সুলতান-কন্যা)।
জুম্মাবাই	সায়েস্তা খাঁর মাতামহী।
মাসুদী	মাসুদের স্ত্রী।

বালিকাগণ, মাসুদের কন্যাগণ, বাঁদীগণ, রমণীগণ ইত্যাদি।

বাদ্‌সাজাদী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ইস্তাম্বুল—প্রাসাদস্থ মন্ত্রণা-কক্ষ।

মুতাজেদ ও আজিজ।

মুতা। বৃদ্ধের একটী আরজি আছে, জাঁহাপনা।

আজিজ। অমন ক'রে বলছেন কেন উজীর?

মুতা। কেন বলছি, এখন জানতে পারবেন।

আজিজ। বলুন।

মুতা। আরজি রক্ষা হবে এই বিশ্বাসেই আমি আপনার কাছে দাঁড়িয়েছি।

আজিজ। বলতে আজ এত আড়ম্বর করছেন কেন, পিতৃবন্ধু?

মুতা। পিতৃবন্ধু? কি বললেন? আর একবার বলুন।

আজিজ। আমি বলেছি—আপনি শুনেছেন।

মুতা। শুনেছি। শুনে শিউরে উঠেছি।

আজিজ। কেন, কথা কি মিথ্যা বলেছি?

মুতা। ভৃত্য হয়ে সম্রাটকে মিথ্যাবাদী বলব?

আজীজ। উজীর! আপনার কথা হেঁয়ালির মত বোধ হচ্ছে

মুতা। আমি আপনার পিতৃবন্ধু নই।

আজিজ। একথা হলফ করে বললেও আমি বিশ্বাস করবনা।

মুতা। তবু আমি বলব। জাঁহাপনা! আমি আপনার পিতার শত্রু ছিলুম—পরম শত্রু—বন্ধু ছিলুম না।

আজিজ। (হাস্য) উজীর! আপনার মস্তিষ্কের অবস্থা বড ভাল বোধ হচ্ছে না।

মুতা। পূর্ব্বে মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছিল বটে, কিন্তু এখন জ্ঞান ফিরে এসেছে।

আজিজ। ভাল আরজি বলুন।

মুতা। আগে আপনার পিতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের মীমাংসা হক

আজিজ। বেশ আপনি পিতৃ-শত্রু। এখন কি বলবেন বলুন।

মুতা। বিশাল মোসলেম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর! কথা না শুনে সহসা একটা মত প্রকাশ করবেন না।

আজিজ। কি বিপদ! আপনিইত বলতে বলছেন।

মুতা। আমি বলতে বললেই আপনি বলবেন! আপনি সাম্রাজ্যের শেষ বিচারপতি। আগে আমার ইতিহাস শুনুন। শুনলেই বুঝতে পারবেন, আমি আপনার পিতার কে ছিলুম।

আজিজ। বলুন।

মুতা। আপনি জানেন, আপনার এক পিতৃব্য ছিলেন?

আজিজ। আমি কেন, ইস্তাম্বুলের একটা শিশু পর্য্যন্ত জানে।

মুতা। সে মিছে জানা। কেউ জানেনা! জানতুম শুধু তিন জন। তার মধ্যে একজন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। এক জন আছে কিনা আছে,

ইস্তাম্বুলের কেউ বলতে পারেনা। তৃতীয় আমিই মাত্র বেঁচে আছি। কিন্তু বেঁচে মরে আছি। লোকে জানে, আপনার পিতৃব্য বিদ্রোহী ছিলেন। বিদ্রোহিতার শাস্তি স্বরূপ তিনি দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছেন।

আজিজ। আমিও ত তাই জানি।

মুতা। ভুল, ভুল—সম্রাট ভুল। তিনি আপনার পিতার উপর ঘৃণায় দেশত্যাগ ক'রে চলে গেছেন।

আজিজ। কি রকম?

মুতা। বিদ্রোহী তিনি ছিলেন না। বিদ্রোহী ছিলেন আপনার পিতা। আর আমি সেই বিদ্রোহিতার সহায়তা করেছি।

আজিজ। আমার পিতা, পিতামহের জেষ্ঠ পুত্র—যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। তিনি কার উপর বিদ্রোহিতা করেছিলেন?

মুতা। ধর্ম্মের উপর। যে সে রাজার উপর নয়। আপনার পিতা এই বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যের একক উত্তরাধিকারী নন।

আজিজ। আমিত জানি তাই; আর তাই হওয়াই নীতি সঙ্গত। আমারও যদি অন্য কনিষ্ঠ সহোদর থাকতো, আমি বুঝতুম, তারা থাকতেও, সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার একমাত্র আমার।

মুতা। আপনার পিতামহ সাম্রাজ্য তাঁর দুই পুত্রকে ভাগ ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাগ্‌দাদের পশ্চিমভাগ দিয়ে যান আপনার পিতাকে, আর পূর্ব্বভাগ আপনার পিতৃব্যকে। পাছে এই ভাগ নিয়ে দুই ভা'য়ে মনোমালিন্য ঘটে, এই জন্য তিনি মস্‌জিদে দুই ভাইকে নিয়ে, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়ে এক প্রতিজ্ঞা পত্রে দু'জনের সাক্ষর গ্রহণ করেন।

আজিজ। বলেন কি! এ সবত কিছুই আমি জানিনা!

মুতা। তার পর শুনুন—এই হতভাগ্য ছিল সে প্রতিজ্ঞা-পত্রের সাক্ষী। আপনার পিতামহের মৃত্যুর পর আপনার পিতা সমস্ত সাম্রাজ্য আত্মসাৎ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আজিজ। আপনি জেনে শুনেও বাধা দেন নি?

মুতা। বাধা? তার এই বেইমানি কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলুম আমি।

আজিজ। তা হ'লে যথার্থই আপনি আমার হতভাগ্য পিতার পরম শত্রু।

মুতা। শুধু তাই নয়। উত্তরাধিকার নিয়ে যে সময় উভয় ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হয়, সেই সময় আমি মসজিদ থেকে, প্রতিজ্ঞা পত্র বার ক'রে দগ্ধ ক'রে ফেলি। পাছে, কালে আপনার খুল্লতাতের কোনও বংশধর সেই দলীলের সন্ধান পেয়ে আপনাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে। কিন্তু সম্রাট, আমি অর্থ-পদলোভে আপনার পিতার সাহায্য করিনি। সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হ'লে রাজ-শক্তি ক্ষুণ্ণ হবে বলে সাহায্য করেছিলুম।

আজিজ। বুঝেছি। এখন আপনার আরজি কি বলুন।

মুতা। এখন আমি অনুতপ্ত।

আজিজ। এখন অনুতপ্ত! এ কঙ্কাল-সার দেহ অনুতাপ-বহ্নির খাদ্য হবার যোগ্য নয়। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ দেহ অঙ্গারাবশিষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

মুতা। কিন্তু তা হয়নি। এখনও বেঁচে আছি। শুধু আপনার মুখ চেয়ে বেঁচে আছি।

আজিজ। আমার মুখ চেয়ে! আমি তোমার এ হীন বন্ধুতার কি কি পুরস্কার দিতে পারি বৃদ্ধ?

মুতা। যদি আমি—

আজিজ। যদি আমি কি? বলতে সঙ্কোচ করছ কেন—জলদি বল।

মুতা। যদি আপনার পিতৃব্যকে খুঁজে পাই?

আজিজ। পিতৃব্য বেঁচে আছেন?

মুতা। অনুমান, বেঁচে আছেন।

আজিজ। খুঁজে পাও—তখনি তাকে নিয়ে এস।

মুতা। সঙ্গে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছিল।

আজিজ। যে অবশিষ্ট থাকে, তাকেই তুমি নিয়ে এস। তখনই তাকে তার ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য অর্দ্ধেক রাজ্য দান করব। তাই কেন, সে যদি সমস্ত রাজ্য চায়, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমস্তই তাকে দিতে প্রস্তুত রইলুম। অধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য অচিরে প্রেত-পিশাচের আবাস ভূমি হয়। যাও—কেবল একটা কথা বলে যাও—আমার মা কি এই নিষ্ঠুর বেইমানী সমর্থন করেছিলেন?

মুতা। জাঁহাপনা! আপনার জননীর নামে অধর্ম্ম দেশত্যাগ করে। তিনিও আজ আপনার মতন সর্ব্বপ্রথম আমার কাছে এই অধর্ম্মের কাহিনী শুনেছেন।

আজিজ। কোন দিকে আমার পিতৃব্য চলে গিয়েছিলেন আপনি জানেন?

মুতা। তিনি বরাবর পূর্ব্বদিকে চলে গিছলেন। হয় তিনি হিন্দুস্থানে, নয় সমরখন্দের স্থলতানের অধিকারে। আপনার অধিকারে নেই।

আজিজ। তা হ'লে, আপনি বৃদ্ধ, কেমন ক'রে তাঁর সন্ধান করবেন?

মুতা। নইলে কে করবে? আমার পাপে অন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবে কেন?

আজিজ। আমার পিতারও ত পাপ।

মুতা। তাতে কি! আপনি নিষ্পাপ।

আজিজ। কে বল্লে? উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক আমি। তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি জীবিত থাকতে অন্যে করবে কেন?

মুতা। আপনি!

আজিজ। আমিই করব। আপনি নিমিত্তের ভাগী। প্রকৃত ফলভোগী তিনি। আমার পিতৃব্যের সম্পত্তি আপনি অপহরণ করেন নি, তিনিই করেছেন। আমিই তাঁর সন্ধানে যাব। আপনি আমার অনুপস্থিতিতে মাকে নিয়ে রাজ্য শাসন করুন।

মুতা। না, জাঁহাপনা—না।

আজিজ। চলে যাও—ক্ষিপ্ত! তিনি কি তোমার অনুরোধে আসবেন মনে করেছ? আসা কি, আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের নামে শত শপথ করলেও তিনি তোমার কথায় বিশ্বাস করবেন না। তোমার মুখই তিনি দর্শন করবেন না।

মুতা। ঠিক বলেছেন—ঠিক বলেছেন।

[মুতাজিদের প্রস্থান।

আজিজ। বৃদ্ধ জীবিত থাকতে থাকতে যে এ বিষম কথা জানতে পারলুম, এই আমার পরম ভাগ্য। এখন পিতৃব্যকে জীবিত ফিরিয়ে

আনতে পারি, তাহ'লে ওই হতভাগ্যের মরুময়-জীবন শেষ ক'রে দিনের জন্যও সরস হয়। আব্বাস।

(আব্বাসের প্রবেশ)

আজ রাত্রেই আমার জন্য অশ্ব সজ্জিত করতে বলে এস।

আব্বাস। এই রাত্রে কোথায় যাবেন জাঁহাপনা?

আজিজ। কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য আমাকে দূর দেশে যেতে হবে।

আব্বাস। একা?

আজিজ। একা।

আব্বাস। আপনাকে দূর দেশে যেতে হবে, আর গোলামকে ঘরে বসে বসে কেবল আপনার পথের কথা ভাবতে হবে? দয়া ক'রে গোলামকেও সঙ্গে নিন জাঁহাপনা।

আজিজ। আমি রাজ্য জয় করতে যাচ্ছিনি। আমি আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতৃব্যের সন্ধানে চলেছি।

আব্বাস। জাঁহাপনার জয় হোক। কিন্তু গোলাম সঙ্গে না থাকলে তাকে কে চিনিয়ে দেবে জাঁহাপনা?

আজিজ। তুমি তা'হলে তাকে জান?

আব্বাস। আমি যে শৈশব থেকেই তাঁর সঙ্গী ছিলুম।

আজিজ। তাহ'লে এখনি যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

আব্বাস। এক ব্যক্তি বাইরে জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা

করছে। সে বলে, হাজার ক্রোশ তফাত থেকে আপনার কাছে এক আবেদন এনেছে।

আজিজ। বল কি! তা যাবার মুখে আমি ওর কি করতে পারি?

আব্বাস। আবেদনও ত শুনতে পারেন।

আজিজ। কিছু কি তোমাকে আভাস দেয়নি?

আব্বাস। কিছু না। যা বলবার ও সব জাঁহাপনাকেই বল্‌বে।

আজিজ। বেশ, ওকে আমার কাছে দিয়ে তুমি উদ্যোগ আয়োজন ঠিক ক'রে এস।

আব্বাসের আম্‌জদকে আজিজের সমীপে আনয়ন ও প্রস্থান।

আজিজ। কোথা থেকে আসছ মিঞা?

আম। জাঁহাপনা! গোলাম কথা কইতে অশক্ত। হাজার ক্রোশ পথ চলে এসেছি তিলার্দ্ধ সময়ের জন্য পথে বিশ্রাম নিইনি। জাঁহাপনা, গোলামের কথা কইতে সামর্থ্য নেই। (পত্র বাহির করণ)

আজিজ। এতক্ষণ ধ'রে যে কথা কইলে, ততক্ষণে কোথা থেকে আসছ, অনেক বার যে বলতে পারতে মিঞা!

আম। পারতুম, কিন্তু পারলুম না। বলতে ঢের চেষ্টা করলম, মুখ থেকে বেরুল না।

আজিজ। বেশ, পত্র দাও। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) হুঁ! একি সুলতান-নন্দিনীরই হাতের পত্র?

আম। আমার সুমুখে—নিজে জাঁহাপনা! হাতে কলমে—গোলামের মুখ দিয়ে আর কিছুতেই কথা বেরুচ্ছেনা।

আজিজ। এ পত্রের মর্ম্ম তুমি জাননা?

আম। জানলে কি আর এতক্ষণ জাঁহাপনাকে না বলে চুপ করে থাকতুম।

আজিজ। তোমাদের স্থলতান-নন্দিনীর সঙ্গে উজীর পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে?

আম। হ'ক সম্বন্ধ, বিবাহ হতে দেবেন না—কদাচ দেবেননা। দিলে কদাচ তিনি প্রাণ রাখবেন না।

আজিজ। উজীর পুত্র কি লিরিয়ান বেগমের পাণি-গ্রহণের উপযুক্ত নয়?

আম। মর্কট, মর্কট। এক উপযুক্ত পাত্র আপনি। দুনিয়ার মধ্যে আর দ্বিতীয় নেই। কোথাকার কে সে? তার মুরদ কি, চেহারা কি! জাঁহাপনা! আজই রওনা হ'ন। আমার মনিব কন্যাকে উদ্ধার করুন। আজ না রওনা হ'লে তাকে উদ্ধার করতে পারবেন না।

আজিজ। কিন্তু এর মধ্যে যদি তার বিবাহ হয়ে যায়?

আম। হয়ে যায়—উজীরের বেটার গর্দ্দান নেবেন।

আজিজ। তার গর্দ্দান নিলে স্থলতান-নন্দিনীর লাভ কি? একবার তার বিবাহ হ'লে আর ত সে স্থন্দরী কালিফের পত্নী হ'তে পারবে না!

আম। বিবাহ কিছুতেই হতে দেবেন না। পত্নী আপনাকে করতেই হবে।

আজিজ। এ বিবাহে তার পিতৃব্যের আগ্রহই অধিক।

আম। তাঁর মগজ বিগড়ে গেছে, জাঁহাপনা।

আজিজ। এতে সমরখন্দে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা, বুঝেছ?

আম। হ'ক হ'ক—আমি তাতে সাঁতার কাটবো। রক্ত সাগর পার ক'রে আমি স্থলতানজাদীকে আপনার হাতে তুলে দেব। তবপর কি বলবো—আমি (ইঙ্গিতে মুখ দেখাইযা) আমি অশক্ত।

আজিজ। এখন বুঝছি, অশক্ত নও। তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক কইতে কইতে কথা বন্ধ কবছ। প্রভুভক্ত বীর! পাছে তোমাব মুখ থেকে তোমার বর্ত্তমান প্রভুর সম্বন্ধে অমর্য্যাদাব কথা বাহিব হয়, তাই তুমি অনেক মর্ম্ম-বেদনাব কথা রসনা-মূলেই আবদ্ধ ক'বে ফেলছ।

আম। (অবনতজানু) জাঁহাপনা! এখন বুঝেছি, আপনার তুলনা নেই। যখন ধরা পড়লুম, তখন বলি—বড় মর্ম্মবেদনা। শৈশব থেকে স্থলতান-নন্দিনী মাতৃহারা লিবিয়ানকে মানুষ কবেছি। সে সুখে থাকবে বলেই লিরিয়ানের পিতাব—আমার পূর্ব্ব প্রভুব—মৃত্যুব পব, তাঁব অন্যান্য ভায়েদের বঞ্চিত ক'রে এই আবতুল মালিককে স্থলতান কবেছি। মর্ম্মবেদনাটা কত বড় বুঝতে পারছেন না জাঁহাপনা? যে বাজ্যেব স্বাধীনতা রাখতে আপনার পিতার সঙ্গে কত বৎসব ধবে যুদ্ধ করেছি, দেহের শত স্থানে অস্ত্রাঘাত সহ্য করেছি, আজ আমি সেই বাজ্য আপনাব হাতে তুলে দিতে আপনার দ্বারস্থ।

আজিজ। তোমার প্রভু-কন্যা তাতে প্রস্তুত আছেন?

আম। প্রস্তুত।

আজিজ। তাতে স্থলতানের-জীবন নষ্ট হ'তে পারে, বুঝেছ?

আম। হ'ক। তিনি নিজেই বিপদ ডেকে আনছেন। সোনার কমল আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছেন। তাকে উদ্ধার করুন। তারপর তাকে

আপনার অন্তঃপুরে স্থান দিন। তার রূপে আপনার ঘর আলো হয়ে যাবে।

আজিজ। আমীর ওমরাওদেরও কি এ বিবাহে মত নেই?

আম। তাদের মতামতের উপরেই যদি নির্ভর করতে হবে, তবে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের শরণাপন্ন হলুম কেন জাঁহাপনা?

আজিজ। কে আছ?

(জনৈক ওমরাওএর প্রবেশ)

পিতা সমরখন্দ শেষ বার আক্রমণ করেছিলেন কবে?

ওম। জাঁহাপনা! সন তারিখ এ গোলামের মনে নেই। তবে এটা স্মরণ আছে, আপনি তার পর বৎসর ভূমিষ্ঠ হয়েছেন।

আজিজ। বেশ, এই শ্রান্ত বৃদ্ধের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। (প্রস্থান)

ওম। আইয়ে জনাব (আমজেদ ও ওমরাওয়ের পরস্পরের অভিবাদনের অভিনয়)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইস্তাম্বুল—প্রাসাদস্থ বিশ্রাম-কক্ষ।

আজিজ।

আজিজ। যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে একি ব্যাঘাত! আর ত আমার পিতৃব্যের অনুসন্ধানে যাওয়া হয়না! মনুষ্যত্বের সামান্য মাত্রও অভিমান থাকলে, আমাকে আজই সমরখন্দ যাত্রা করতে হয়। তাতে আমি কালিফ। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান প্রজার নালিশের বিচার করতে বিধিদত্ত আমার অধিকার। সুলতান-নন্দিনীকে বিপন্মুক্ত না করলে ধর্ম্মতঃ আমার কালিফ নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে। সহস্র রাজ্যজয়ে, ধরণীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হলেও আমার সে কলঙ্ক দূর হবে না।

(আব্বাসের প্রবেশ)

আব্বাস। জাঁহাপনা! আয়োজন ঠিক হয়েছে।

আজিজ। কোন পথে যাব আব্বাস?

আব্বাস। বরাবর পূর্ব্বমুখে যাওয়া যাক্। তার পর সন্ধান।

আজিজ। কার সন্ধান আগে করব? মুখের দিকে চাচ্ছ কি পিতৃব্যের সন্ধান করি, না পত্নীর সন্ধান করি?

আব্বাস। ওই লোকটা কি কোন রাজকুমারীর সংবাদ এনেছে?

আজিজ। সংবাদ কি? পাত্রী স্বয়ং নিমন্ত্রণ করেছেন।

আব্বাস। আপনি নারী সম্বন্ধে উদাসীন জেনেও আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন?

আজিজ। উদাসীন জানবার তার সময় হয় নি।

আব্বাস। জাঁহাপনার কি বিবাহে অভিরুচি হযেছে ?

আজিজ। অভিরুচি না হ'লেও যাওযা কর্ত্তব্য। কোন অপ্রিয় প্রণয়-প্রার্থীর হাত হ'তে উদ্ধার পাবার জন্য সুন্দরী আমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আজই রওনা না হ'লে তার উদ্ধার অসম্ভব।

আব্বাস। বডই সমস্যার কথা।

আজিজ। সুন্দরী নিতান্ত অত্যাচারিতা বোধ না করলে, পিতৃব্যের বিরুদ্ধে আমার সাহায্য প্রার্থনা করতো না।

আব্বাস। তার পিতৃব্য কি রাজা ?

আজিজ। স্বরাজ্যে রাজা, কিন্তু আমার প্রজা।

আব্বাস। কে তিনি, গোলাম কি জানতে পাবে ?

আজিজ। সমরখন্দের 'সুলতান আবদুল মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্রী লিরিয়ান বেগম।

আব্বাস। সুলতান ত আপনাকে রাজা স্বীকার করেন না।

আজিজ। স্বীকার করাবার এই শুভ সুযোগ।

আব্বাস। তাতে আর সন্দেহই নেই। কন্যাও শুনেছি ভুবন-বিশ্রুতা সুন্দরী। জাঁহাপনার বিবাহে অভিরুচি হ'লে, তুরস্কবাসীর একটা মর্ম্মান্তিক দুঃখের অবসান হয়।

আজিজ। সে কথা পরে। আগে আমার প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা। সুন্দরী পত্রে লিখেছেন—"যদি আমাকে চরণে স্থান দেবার যোগ্য

বিবেচনা করেন, স্থান দেবেন। না দেন, অন্ততঃ আত্মীয়ের উৎপীড়ন থেকে আমার উদ্ধার সাধন করুন।”

আব্বাস। তাহ’লেত আর দুটী অশ্বের কাজ নয়, লক্ষ অশ্বের প্রয়োজন।

আজিজ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজন। একদিনের বিলম্বে আয়োজন বৃথা হবে—যুবতীর বিবাহ রোধ হবে না।

আব্বাস। তৎপূর্ব্বে ওই বৃদ্ধের হস্তে পত্রের উত্তর প্রেরণ করুন। সুলতান-জাদীব উৎকণ্ঠা দূর হবে।

আজিজ। তা করছি।

আব্বাস। জননীকে একবার জিজ্ঞাসা করুন।

আজিজ। তাও করছি। তুমি অবিলম্বে আমীরদের দেওয়ানখাসে সমবেত কর।

[আব্বাসের প্রস্থান।

ঘটনা-চক্রে পড়ে দেখছি, পিতৃব্যের অনুসন্ধানে বিলম্ব হযে গেল। কি করব—সর্ব্বাগ্রে সমরখন্দ-জয়েই আমাকে নিযুক্ত হতে হবে। পিতৃব্যের প্রাপ্তি অনিশ্চিত। কিন্তু পিতা যে কায্য সম্পন্ন করতে পারেন নি, সেই সমরখন্দ বিজয়ের এমন অবসব যদি ত্যাগ করি, তাহলে আর বোধ হয়, এ জীবনে সে রাজ্য বশে আনতে পারবনা।

(হামিদার প্রবেশ)।

হামিদা। আজিজ!

আজিজ। এস মা! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমি তোমাকে স্মরণ করছিলুম।

হামিদা। তোমাকে একটা অনুরোধ করতে এসেছি।

আজিজ। অনুরোধ কেন মা, আদেশ বল্ল।

হামিদা। ক্ষণপূর্ব্বে রাজ্যের ওই হিতৈষী বৃদ্ধের কাছে যা শুনেছ, তা শুনে, তাকে অধাম্মিক মনে ক'রে যেন সামান্য মাত্রও অসম্মান দেখিযোনা।

আজিজ। কিন্তু বৃদ্ধ যে অসম্মানের কাজ করেছে!

হামিদা। কিছু না—তুমি তার কথার অর্থ বুঝতে পারনি।

আজিজ। স্পষ্ট বল্লে, বুঝতে পারলুম না?

হামিদা। না। ওই স্পষ্ট কথার ভিতরে অনেক গভীর অর্থ নিহিত আছে। সে এক কথায় বলাও যায় না, বুঝানোও যায় না।

আজিজ। যাক্, বোঝবার আমার দরকার নেই—তোমার আদেশ।

হামিদা। তবে এই মাত্র বলি, তুরস্কে যদি মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা তুমি ধর্ম্ম ব'লে মনে কর, তাহলে বৃদ্ধ তোমার পিতৃব্যের শত্রুতা করে অধর্ম্ম করেনি।

আজিজ। পিতৃব্যকে প্রাপ্যাংশ দান করলেই কি মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা যেতো?

হামিদা। তাতে আর সন্দেহই নেই। পশ্চিমের নানা দেশ থেকে অসংখ্য ধর্ম্মান্ধ কৃশ্চান সেই সময় তুরস্ক আক্রমণ করেছিল। সে সময় রাজ্য ভেঙ্গে গেলে, সে আক্রমণে মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেতো। তোমার পিতৃব্য কৃশ্চান বেগমের গর্ভজাত সন্তান। কৃশ্চানদের সঙ্গে তাঁর একটা স্বাভাবিক মমতার আকর্ষণ ছিল। সুতরাং তাদের আক্রমণে বাধা

দিতে তোমার পিতৃব্যের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তোমার পিতা একক সম্রাট ব'লে তারা কিছু করতে পারেনি—পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে গেছে। মুসলমান রাজ্যের প্রয়োজন নেই যদি বল, তাহ'লে আমিও তোমার সঙ্গে বলি বৃদ্ধ অপরাধ ক'রেছিল।

আজিজ। যাক, ও-ত আর বুঝবোনা বলেছি মা। তোমার আদেশ। তোমার আর এক আদেশ, এত কাল যা আমি অমান্য ক'বে এসেছি, আজ তা পালন করতে প্রস্তুত হয়েছি।

হামিদা। কি আদেশ আজিজ?

আজিজ। বিবাহের।

হামিদা। সে আদেশ তো আর আমি কব'তে পারি না।

আজিজ। কেন?

হামিদা। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

আজিজ। আমার বিবাহের?

হামিদা। না সম্রাট, আমার অনুরোধের। তোমার এখনকার অবস্থা বুঝে, আর আমি তোমাকে বিবাহ করতে বলতে পারিনা। উজীরের মুখে শুনলুম, তোমার পিতৃব্যের অনুসন্ধানে যাবার ইচ্ছা করেছ।

আজিজ। যাওয়া কি কর্ত্তব্য নয়?

হামিদা। কর্ত্তব্য নয়!—সকলের আগে কর্ত্তব্য। রাজ্যলোভে অনেকের অনেক রকম অধর্ম্মের কথা আমি শুনেছি, কিন্তু এ রকম অধর্ম্মের কথা শুনিনি। পিতৃব্যকে খুঁজেপেলে কি করবে?

আজিজ। তাঁর ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য অর্দ্ধেক রাজ্য তাঁকে দান করব।

সমস্ত তুরস্ক সাম্রাজ্য দিলে যদি পিতার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহ'লে তাই দেব।

হামিদা। ধর্ম্মাবতারের যোগ্য কথা। তবে যতদিন একা আছ আজিজ, ততদিন তোমার এ কথাব মূল্য আছে। এখন আমি বিশ্বাস করি, তুমি পিতৃব্যকে দেখতে পেলে সমস্ত সাম্রাজ্যও তাকে দিতে ইতস্ততঃ করবে না।

আজিজ। আর বিবাহ করলে?

হামিদা। সন্দেহ। বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ রাণী যদি মোহকর রূপের আবরণে নীচ স্বার্থপরাব ক্ষুদ্র হৃদয় লুকিয়ে রাখে, তাহ'লে ত পারবেই না। ভাবছ কি?

আজিজ। তুমি ঠিক বুঝেছ, পাববনা?

হামিদা। আমি কেন, আমার কথা শুনলে তুমিই বুঝতে পারবে। তুমি আজই তোমাব পিতৃব্যের অনুসন্ধানে বেরুতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলে না?

আজিজ। হযেছিলুম।

হামিদা। এখনও কি সে সঙ্কল্প আছে?

আজিজ। না। সঙ্কল্পে বাধা পড়েছে।

হামিদা। কিসে পড়ল?

আজিজ। সমরখন্দের পূর্ব্বতন সুলতান-নন্দিনী লিরিয়ান বেগম তার পিতৃব্য বর্ত্তমান সুলতানের আচরণে বিপন্না হ'য়ে আমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে আমাকে এক পত্র লিখেছে।

হামিদা। পিতৃব্যের কিরূপ আচরণে সুলতান-নন্দিনী বিপন্ন?

আজিজ। রাণীর ভাই এখন সমরখন্দের উজীর। সেই উজীরের দানিয়েল বলে এক পুত্র আছে। তার সঙ্গে সুলতান লিরিয়াম বেগমের বিবাহ দিতে চান।

হামিদা। অথচ সে যুবককে বিবাহ করতে যুবতীর ইচ্ছা নাই।

আজিজ। যুবক কুৎসিৎ।

হামিদা। তাহ'লে যুবতী শুধু আশ্রয় চায়নি? লজ্জা কি আজিজ! লিরিয়ানের সৌন্দর্য্যের কথা আমি শুনেছি। সেরূপ সুন্দরী কালিফের হারেমে স্থান পাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু সে যে তোমাকে ভালবেসেছে, তা তুমি জানলে কি করে?

আজিজ। তার পত্র প'ড়ে অনুমান করেছি। হাসলে যে মা? শুধু অনুমান করিনি। পত্রের ছত্রে ছত্রে তার প্রেমের গভীরতা অনুভব করেছি।

হামিদা। প্রেমের একটা বুদ্‌বুদ্ এক খানা চিঠি। এই পেয়েই তুমি তার প্রেমের গভীরতা নির্ণয় ক'রে ফেললে! তাকে দেখলে, তার সঙ্গে দুটো কথা কইলে সে প্রেম যে অতলস্পর্শ মনে হবে আজিজ! তার পর যখন এক বার মনে করবে, সে তোমার, অমনি মনে করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অভাগ্য পিতৃব্যের প্রতি এই মমতা, এই তোমার অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সেই অতলস্পর্শ প্রেমের মধ্যে এমন ডুবে যাবে যে বিধাতাও আলোড়নে তাকে আর উপরে ভাসিয়ে তুলতে পারবে না।

আজিজ। তা'হলে তোমার বিশ্বাস, সুলতান নন্দিনী যে ভালবাসা জানিয়ে পত্র লিখেছে, সেটা তার প্রতারণা?

হামিদা। বিশ্বাস একথা কেমন ক'রে বলব—অনুমান। সে যে তোমাকে না দেখে, শুদ্ধ মাত্র তোমার গুণগ্রামের কথা শুনে তোমাকে ভালবাসতে পারেনা, এ কথা আমি সাহস ক'রে বলতে পারিনা। তবে আমার মনে হয়, সে তোমাকে ভাল বাসেনি—তোমার মুকুটকে, তোমার ঐশ্বর্য্যকে ভাল বেসেছে।

আজিজ। তাহ'লে তার প্রেমের সত্যতা কেমন ক'রে বুঝব?

হামিদা। ঐশ্বর্য্য-মুকুট-হীন দীনবেশী আল-আজিজ যদি সে সুন্দরীর চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে, সুলতান-নন্দিনীর গর্ব্ব যদি কখনও দীন পথিক আজিজের পদতলে পথের ধূলার সঙ্গে পিষ্ট হ'তে কুণ্ঠিত না হয় তখন বুঝব—তার প্রেম অনাবিল—আনন্দময়ী প্রকৃতির সকল মধুরতার আশ্রয়। নইলে ঈশ্বরের নামে শত শপথে প্রতিজ্ঞা ক'রলেও আমি তাকে তোমার প্রেমার্থিনী বলতে পারব না।

আজিজ। আব্বাস!

(আব্বাসের প্রবেশ)

সমরখন্দের সেই বৃদ্ধ দূতকে খাস কামরায় উপস্থিত কর।

হামিদা। অপেক্ষা কর আব্বাস! রাজনন্দিনীর আবেদন কি অগ্রাহ্য করবে?

আজিজ। তা ভিন্ন আর কি করতে পারি?

হামিদা। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সদাশয় শক্তিমানের আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে বালিকা আশ্রয় পাবে না?

আজিজ। মা! আমি তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছিনা।

হামিদা। আশ্রয়-প্রার্থিনীকে আশ্রয়দানের অঙ্গীকারে আশ্বস্ত কর।

আজিজ। কেমন ক'রে ক'রব?

হামিদা। সে কি হজরতের প্রতিনিধি! অসংখ্য ভৃত্যের প্রভু তুমি, তাদের উপর বালিকা-রক্ষার আদেশ প্রদান কর। তোমার মর্য্যাদার ঘরের চাবী অঞ্চলে বেঁধে আমি আছি, আমাকে আদেশ কর।

আজিজ। মহিমময়ী, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপ-পরিবর্ত্তনে সন্তানের চিত্ত বিচলিত ক'র না। করলে, আমি আর কোনও কাজ ক'রতে পারব না।

তৃতীয় দৃশ্য।

সমরখন্দ—বোখারা।

রাজ-পথ।

বালক ও বালিকাগণ।

গীত।

খাঁদুর এবার খেঁদীর সাথে হবে বিয়ে।
তোরা কে যাবি কে যাবি কে যাবিরে, সঙ্গে কল্‌সী-দড়ী নিয়ে ॥
ছেঁড়া চ্যাটায় শুয়ে খাঁদু স্বপ্ন দেখেছে ;
আকাশ থেকে পরীর মাসী ঝরে পড়েছে,
ডানাটী গেছে কেটে, মাটীতে হেঁটে হেঁটে,
হোঁচট্ খেয়ে একটী চোটে নাকটী গেছে টোল্ খেয়ে ॥
বাজা বাজা জগঝম্প ডুগডুগী শানাই,
চল্‌লো খাঁদু শ্বশুর বাড়ী বিয়েের আন্‌তে সে দাওয়াই,
আম্‌রা পাছু পাছু যাই, কি জানি ভাই—
পড়ে যদি খাঁদু মিয়া পথের মাঝে আড়্ হ'য়ে ॥
নাক্ না রইল তা'তে কি ক্ষতি,
খেঁদী পত্নী—খাঁদা পতি,
পরস্পরে অগতির গতি,—
সবাই পড়ে' ধ'রে ঘাড়ে দেব খাঁদা-খেঁদী মিলিয়ে ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বোখারা প্রাসাদ-কক্ষ।

দানিয়েল ও জুমেলা।

দানিয়েল। পিসি মা! পিসি মা! আমাকে বাঁচাও।

জুমেলা। কি হয়েছে—বুঝিয়ে বল্।

দানিয়েল। আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব এক সঙ্গে তাল পাকিয়ে খিচুড়ি হ'য়ে গেছে। তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমাকে বাঁচাও।

জুমেলা। ব্যাপার কি না জানতে পারলে, কেমন ক'রে রক্ষা করুব।

দানিয়েল। আমার বিয়ে হ'লনা।

জুমেলা। কে বল্লে হ'লনা?

দানিয়েল। বাবা বলছে, রাজা বলছে—সবাই বলছে। বাজনা বাদ্যি বন্ধ হ'য়ে গেল, বাজিওয়ালা আর বাজি তইরি করছেনা, কারিগরে আর সহর সাজাচ্ছে না। বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে; মা ফোঁস ফোঁস কাঁদছে। পথে পথে ছোঁড়া-ছুঁড়িগুলো উল্‌টো বিয়ের গান ধরেছে। পিসি মা, আমি ম'লুম।

জুমেলা। বিয়ে হ'ল না কিরে মূর্খ!

দানিয়েল। লিরিয়ানকে না পেলে আমি এ প্রাণ রাখবনা—কিছুতেই রাখবনা। তুমিও যদি রাখতে বল, তাতেও রাখব না।

জুমেলা। থাম্ থাম্—আমায় বুঝতে দে। কে তোকে এ কথা বল্লে?

দানিয়েল। ওই শোন, নহবত বাজ্‌ছিল, বন্ধ হ'য়ে গেল। পিসিমা, বাঁচাও। নইলে তোমারই সুমুখে আমি জবাই হয়ে মরি। আমায় বাঁচাও ত এইবেলা বাঁচাও। নইলে এ প্রাণ গেল! তোমার ভাইপোর হাতেই গেল।

জুমেলা। তোর বাপকে জল্‌দি ডেকে দে। রাজা কোথায়?

দানিয়েল। খাস্‌কামরায় ওমরাওদের সঙ্গে বসে কেবল ফিসির ফিসির কর্‌ছেন। পিসিমা! রাজার মুখ এই এত বড একটা হাঁড়ীর মত হ'য়ে গেছে।

জুমেলা। জল্‌দি তোর বাপ্‌কে এখানে পাঠিয়ে দে।

দানিয়েল। আমায় বাঁচাও, পিসিমা,—বাঁচাও। লিরিয়ানকে না পেলে আমাকে দুনিয়ার কেউ বাঁচাতে পারবেনা।

[প্রস্থান।

জুমেলা। বিয়েটা তাড়াতাড়ি না দিয়ে দেখ্‌ছি অন্যায় করেছি। আমোদ-উৎসব বিয়ের পরে করলেই ছিল ভাল। বিয়েতে কি বাধা পড়ল? না—ও পাগল—কার মুখে কি কথা শুনে আমার কাছে ছুটে এসেছে। বাধা! যে কাজ আমি ভাল বুঝে করছি, সে কাজে বাধা দিতে পারে, এমন লোক এ মুলুকে আছে? রাজা আমার কথায় 'না' ক'রতে পারে না। তুচ্ছ আমীর ওমরাওয়ের মধ্যে এত বড় বুকের পাটা কার যে, আমার সঙ্গে দুসমনি ক'রতে সাহস করে?

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

হ্যাঁ ভাই! শুনছি নাকি বিবাহের আয়োজন বন্ধ হয়ে গেল।

সায়েস্তা। কে বল্‌লে?

জুমেলা। তাহ'লে যা শুনলুম, সে সব কি মিথ্যা কথা?

সায়েস্তা। তুমি কি শুনলে ?

জুমেলা। শুনলুম, রাজা নাকি উৎসব স্থগিত ক'রতে হুকুম দিয়েছেন ?

সায়েস্তা। আপাততঃ—দু'চার দিনের জন্য। তারপর আবার উৎসব—খুব বড—আরও বড়—জাঁকালো রকমের উৎসব ! যা সমরখন্দ বাসী আর কখনো দেখেনি ! সাজাদীর বিবাহ—এ ছোট খাটো উৎসব লোকের পছন্দ হচ্ছে না।

জুমেলা। এর চেয়ে আবার বেশী রকমের কি উৎসব হবে ? তোমার কথা শুনে আমার কেমন একটা আশঙ্কা হ'চ্ছে। ব্যাপারটা কি আমাকে খুলে বল দেখি। বিবাহে কি কোনও ব্যাঘাত পড়েছে ?

সায়েস্তা। ব্যাপার কিছু নয়—অতি তুচ্ছ। তোমার কানে তোলবার যোগ্যই নয়। অথচ শুনিযে তোমাব মনটা খারাপ ক'রে দেওয়া।

জুমেলা। দানিয়েলের বিবাহ হবে না ?

সায়েস্তা। তুমি বাজোশ্বরী পিসি বেঁচে থাকতে দানিয়েলের বিবাহ হবে না ! তুমি কিম্বা রাজা মনে ক'রলে আজই এখনি পরমা সুন্দরী মেয়েব সঙ্গে দানিয়েলেব বিবাহ হয়ে যায়।

জুমেলা। তা নয়, লিরিযানের সঙ্গে ?

সায়েস্তা। তা কি উচিত—তা কি হওয়া উচিত ? ভগিনী লিরিয়ান হ'চ্ছে সুলতান-নন্দিনী। আর দানিয়েল হচ্ছে—একটা তুচ্ছ উজীর-পুত্র।

জুমেলা। তুমি কি সন্দেহ কচ্চ, আমি এ বিবাহ দিতে পারব না ?

সায়েস্তা। মনে ক'রলে তুমি কি না ক'রতে পাব ! তবে কি জান

ভগিনী, মনে করবার তোমার আর যো নেই। এ কাজে বাধা পড়েছে।

জুমেলা। পড়ুক বাধা। বুঝ্তে পারছি, তোমার আমার যারা দুসমন, সেই সব ওমরাওরা বাদী হয়েছে। হ'ক বাদী। সব দুসমনকে জাহান্নমে পাঠাব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। রুমের বাদসা০ যদি বাদী হয়, তবু আমি লিরিয়ানের সঙ্গে দানিয়েলের বিয়ে দেব।

সায়েস্তা। তবে আর তোমাকে কি বলব। ওই রাজা আস্‌ছেন। আমি এই পথ দিয়ে চল্‌লুম। আমি এসেছিলুম, একথা যেন রাজার কাছে প্রচার ক'র না। যা ভাল বুঝবে—করবে। আমি যা বলবার তা বলেছি। তুমি যা বোঝবার তা বুঝেছ।

জুমেলা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। [সায়েস্তাখাঁর প্রস্থান।

(আবদুল মালিকের প্রবেশ)

আ. মা। কার সঙ্গে কথা কইছিলে রাণী ?

জুমেলা। হুজুরালী! শুনলুম নাকি আপনি বিবাহের আয়োজন বন্ধ ক'রতে হুকুম দিয়েছেন ?

আ,মা। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

জুমেলা। উত্তর না দিলে কি চল্‌বে না ?

আ,মা। তোমার ভাই এসেছিল বুঝতে পেরেছি।

জুমেলা। সুলতান যখন জানতে পেরেছেন, তখন আর গোপন করব কেন। ভাইয়ের সঙ্গেই কথা কইছিলুম।

আ,মা। কি কথা হচ্ছিল, তাও আমি অনুমান করেছি। কিছু আশ্বাস তাকে দিয়েছ ?

জুমেলা। যদি দিয়ে থাকি, তা হ'লে কি অন্যায় করেছি ?

আ,মা। ন্যায়-অন্যায়ের কথা কয়ো না। আশ্বাস দিয়েছ ?

জুমেলা। দিয়েছি।

আ,মা। কি বলেছ?

জুমেলা। লিরিয়ানের সঙ্গে দানিয়েলের বিবাহ দেব।

আ,মা। কবে দেবে?

জুমেলা। আজ বলেন আজ, কাল বলেন কাল—ছ'দিন বাদে বলেন, ছ'দিন বাদে দেব।

আ.মা। আমার বলাবলি কিছু নেই। তুমি যদি আশ্বাস দিয়ে থাক, তা হ'লে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—পারবে?

জুমেলা। অমন ক'রে ভয় দেখাচ্ছেন কেন হুজুরাণী! ওমরাওরা কি বাদী হয়েছে?

আ,মা। যদি তারা বাদী হয়?

জুমেলা। আপনার সিংহাসন পাবার সময়েও ত তারা বাদী হয়েছিল।

আ,মা। ঠিক বলেছ। তোমার বুদ্ধি-কৌশলেই সে সময় তারা হেরে গিয়েছিল। সুতরাং তারা বাদী হ'লেও তুমি পারবে। কিন্তু রাণী, যদি রুমের বাদসা বাদী হয়? চমকে উঠোনা রাণী!

জুমেলা। রুমের বাদসা! হাজার ক্রোশ পথ দূরের অন্তঃপুরচারিণী তাতারী বালিকার নাম কেমন ক'রে রুমের বাদসার কানে উঠলো?

আ,মা। যে কোনও প্রকারে উঠেছে।

জুমেলা। এমন দুসমনী কে করলে সুলতান?

আ,মা। সে সম্বন্ধে ভাববার সময় আছে। এখন রুমের বাদসা, লিরিয়ানের পানিগ্রহণ করবার জন্য আমাকে এক পত্র পাঠিয়েছে। পত্র কেন—হুকুম! বাদসা লিরিয়ানকে ইস্তাম্বুলে পাঠাতে পত্রে আমার উপর আদেশ করেছে। রাণী! সে হুকুম অমান্য ক'রতে পারবে?

জুমেলা। আপনিত তার অধীন প্রজা ন'ন।

আ,মা। না, তা নই। এখনও পর্য্যন্ত আমি স্বাধীন। বাদসার সঙ্গে এখনও আমার কোনও বাধ্য-বাধ্যকতার সম্বন্ধ নেই।

জুমেলা। তবে সে আপনাকে হুকুম কর্‌বার কে? বারংবার সমরখন্দ আক্রমণ ক'রেও যে বাদসা এই বীরজাতিকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেনি, আজ একটা ফাঁকা ভয় দেখিয়ে সে এই বীরজাতির নায়কের মাথা হেঁট করাবে?

আ,মা। তা হ'লে মাথা হেঁট করব না?

জুমেলা। সমস্ত সরদাররা কি বলে?

আ, মা। তাদের সকলেই আমাকে মাথা হেঁট করতে পরামর্শ দেয়।

জুমেলা। সেকি! যারা একদিন সমরখন্দের স্বাধীনতা রাখতে এক-প্রাণে বাদসার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, এই অল্পদিনের মধ্যেই তারা এত হীন হ'য়ে গেছে!

আ,মা। সকলেই বলে, কালিফ যখন যেচে আমাদের আত্মীয় হ'তে আসছেন, তখন মিছে একটা অভিমান নিয়ে তাঁকে শত্রু করবার প্রয়োজন কি?

জুমেলা। তারা কি করতে চায়?

আ,মা। লিরিয়ানকে তারা ইস্তাম্বুলে পাঠাতে চায়।

জুমেলা। অধীন রাজা বাদসাকে সওগাৎ পাঠায়। তারা এর চেয়ে বেশী কি হীনতা স্বীকার করে রাজা?

আ,মা। কিছুনা—এ হীনতা তার চেয়ে বেশী। তাহ'লে দূতকে উত্তর দিই?

জুমেলা। এখনি উত্তর দিতে হবে ?

আ,মা,। তিন দিনের মধ্যে দিতে হবে। যখন উত্তর হয়ে গেল, তখন মিছে বিলম্ব করব কেন ?

জুমেলা। কি উত্তর দেবেন ?

আ,মা। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পাঠাব না। সম্রাটকে সমরখন্দে এসে তাকে নিয়ে যেতে হবে।

জুমেলা। যদি কালিফ আসেন ?

আ,মা। যদি কি, নিশ্চয় আস্‌বেন। তবে বরসাজে নয়— রণসাজে।

জুমেলা। হুজুরালী। একটু অপেক্ষা করুন। আমি একবার ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে উত্তর দিচ্ছি।

আ,মা। সরদারবা তোমার মতের অপেক্ষা করছে। দূত উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে আছে।

জুমেলা। সুলতান! মেহেরবাণী ক'রে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের অপেক্ষা করুন।

আ,মা। বেশ।

[আবদুল মালিকের প্রস্থান।

জুমেলা। বাঁদী! জলদি আমার ভাইকে ডেকে আন। জলদি—জলদি।

(সায়েস্তাখাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। আছি—আছি—পালাইনি। আড়াল থেকে সব শুনেছি। সরদারদের গোড়ে গোড় দাও। সরদারদের গোড়ে গোড় দাও। বল, সাজাদীকেই ইস্তাম্বুলে পাঠিয়ে দেব।

জুমেলা। বল কি!

সায়েস্তা। ঠিক বলছি। এর পরে বুঝিয়ে দেব।

জুমেলা। তার পর? দানিয়েলের কি হবে?

সায়েস্তা। দানিয়েলের যদি অদৃষ্ট ফেরে, তাহলে এইবারে ফেরবার সুবিধা হয়েছে। এতেও যদি লিরিয়ানের সঙ্গে তার বিয়ে না হয়, তা হ'লে তোমার আর কোনও দোষ থাকবে না। ভগিনী, এখনি রাজাকে যা বলতে বলি, বলে এসো। এমন শুভ সুযোগ আর হবে না।

জুমেলা। তোমার কথা শুনে আমার বোধ হচ্ছে, তোমার মগজ ঠিক নেই।

সায়েস্তা। (হাস্য) আমার মগজ ঠিক নেই! আমি তীব্র দৃষ্টি নিয়ে তোমার সিংহাসনের দিকে বিশ বৎসর ধ'রে চেয়ে আছি, আমার মগজ ঠিক নেই! বুঝতে পারলে না? এমন বুদ্ধিমতী হয়েও বুঝতে পারলে না?

জুমেলা। কিছু বুঝতে পারলুম না।

সায়েস্তা। তবে শোন। কোথায় হাজার ক্রোশ তফাতে বাদসা— আর কোথায় লিরিয়ান। দেশেরই মধ্যে পোনেরো আনা তিনপাই লোকে তাকে চেনে না। এমন যত্নে তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছ। ইস্তাম্বুলে কে তাকে চিনবে?

জুমেলা। তুমি কি তার বদলে অন্য বালিকাকে লিরিয়ান বলে বাদসার কাছে পাঠাতে চাও?

সায়েস্তা। আবার কি! বুদ্ধিমতী! নির্ব্বোধ বাদসাকে আমি প্রতারিত করব।

জুমেলা। এ পরামর্শ ত মন্দ নয়!

সায়েস্তা। শুধু একটু রাজার সাহায্য।

জুমেলা। কালিফকে প্রতারিত করতে হবে—এমন সুন্দরী বালিকা কোথায় পাবে?

সায়েস্তা। আছে, আছে। চমৎকার—চমৎকার! যে বলেছে, সে মিথ্যা কয়না। দেখলেই কালিফ মুগ্ধ হয়ে যাবে। ইস্তাম্বুলে প্রতারণা, এখানকার লোক জানতে পারবে না। এখানে প্রতারণা, ইস্তাম্বুলের লোক জানতে পারবে না। আর যদিই জানে, ততদিনে দানিয়েলের সঙ্গে সাজ্জাদীর বিবাহ হয়ে যাবে।

জুমেলা। সে বালিকা যদি রাজি না হয়?

সায়েস্তা। গরীব—গরীব। খেতে পায়না। সে রাজি হবে না? কালিফের বেগম হবে! কি বল ভগিনী? ব্যস্ ব্যস্। আর এক লহমাও দেরি করো না।

পঞ্চম দৃশ্য।

বোখারা—লিরিয়ানের কক্ষ।

লিরিয়ান ও বাঁদী।

বাঁদী। বলেন কি সাজাদি! আপনি যে অবাক্ করলেন! এত কড়া পাহারার মধ্যে থেকেও আপনি কি করে কালিফকে পত্র লিখ্‌লেন?

লিরি। তুই জানিস, রাণীর প্রেরণায় দানিয়েল আমাকে এক প্রণয়পত্র প্রেরণ করেছিল?

বাঁদী। খোজা সরদার আমজেদকে একদিন এক পত্র নিয়ে আসতে দেখেছিলুম।

লিরি। সেইদিনই দুরাত্মার পত্র পাঠে মর্ম্মাহত হয়ে আমি কালিফের শরণ নিতে তাকে পত্র লিখি। সকলে মনে করলে, আমি দানিয়েলের পত্রের উত্তর লিখ্‌ছি। সরদারও ইতিপূর্ব্বে আমার মর্ম্ম কথা জানতো না। চিঠি লিখে যখন তার হাতে দিলুম, তখন শিরোনামা দেখে সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান সাধু একমুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হয়ে ইঙ্গিতে আমাকে আশ্বাস দিয়ে পত্র উষ্ণীষ মধ্যে পূরে চলে গেল।

বাঁদী। সরদার দানিয়েলকে কি উত্তর দিয়েছে, তার তুমি কিছু জান না?

লিরি। তারপর দু'মাস হ'য়ে গেল, কিন্তু সরদারের আর কোন খবর পাই নি।

নেপথ্যে দানিয়েল। কই কোথায় তুমি—কোথায় তুমি মেরিজান ?

বাঁদী। একি !

লিরি। চলে যা—জল্দি চলে যা! দেখছিস না এতদিন পরে খবর আস্‌ছে। তুই একটু আড়ালে থাক্। [বাঁদীর প্রস্থান।

(দানিয়েলের প্রবেশ)

লিরি। কাকে তুমি অমন মধুরস্বরে প্রিয় সম্বোধন করছিলে দানিয়েল ?

দানি। তুমি ভিন্ন এ দুনিয়ায় আর আমার কে প্রিয় আছে লিরিয়ান ?

লিরি। সাবধান উজীরপুত্র, রাজনন্দিনীকে এরূপ অমর্য্যাদার সম্বোধন কর না।

দানি। মাফ্ সাজাদী,—বড় আহ্লাদে করে ফেলেছি। দু'দিন পরেই তুমি আমার হবে জেনে তোমাকে দেখেই আহ্লাদে আমার একটু গোলমাল হয়ে গেছে। গোলামকে মাফ কর সাজাদী !

লিরি। দু'দিন পরে আমি তোমার হব, একথা তোমায় বল্‌লে কে ?

দানি। সে কি কথা সাজাদী, তুমিই ত বলেছ !

লিরি। (স্বগত) এইবারে রহস্য বোঝবার উপায় হল। কি বলেছি বলত ! আমার মনে নেই।

দানি। অমন টন্‌টনে স্পষ্ট কথা ! সেকি সাজাদী—মনে নেই ?

লিরি। কি বলেছি বল।

দানি। আমি তোমাকে যে পত্রখানা দিয়েছিলুম, সেখানার কথা মনে আছে ত ?

লিরি। খুব আছে। মর্ম্মে মর্ম্মে মনে আছে।

দানি। হুঁ! তা তো থাক্‌বারই কথা! সে কি আমি লিখেছি! পিসী-আমার কাছে বসে, আমার জবানি দিয়ে লিখিয়েছে।

লিরি। আমি কি বলেছি, শিগ্‌গির বল। বেশীক্ষণ তোমার সুমুখে দাঁড়াতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

দানি। রাগ করছ কেন—রাগ করছ কেন! নিজমুখে বলেছ—সরদার আমজেদকে দিয়ে মাথার দিব্যি দিয়ে দু'মাস পরে তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে বলেছ।

লিরি। (হাস্য করিয়া) এই কথা বলেছি?

দানি। ঠিক এই কথা নয়। তবে পাকে আর প্রকারে। আমজেদের হাতে চিঠি দিয়ে তারই হাত দিয়ে চিঠির উত্তর দিতে বলেছিলুম। আমজেদ ফিরে গিয়ে বল্‌লে, সাজাদীর শরীর মন ভাল নয়, তাই তিনি কাগজে কলমে উত্তর দিলেন না। বল্‌লেন দু'মাস পরে তিনি তোমার সঙ্গে প্রণয় সম্ভাষণ করবেন। এর ভেতরে তাকে যেন চিঠিপত্র দিয়ে কিম্বা দেখা সাক্ষাৎ করে বিরক্ত কর'না।

লিরি। বটে বটে!

দানি। কি সাজাদী, মনে পড়্‌ছে?

লিরি। একটু একটু—

দানি। তাই বল—চোখ রাঙ্গিয়ে আমাকে যে একেবারে মাঝ-দরিয়ায় হাত পা বেঁধে ডুবিয়ে মার্‌ছিলে; আমি ঝাঁকাই ঝুড়ে ডাঙ্গায় উঠতে জানি তা জান?

লিরি। তা সম্ভাষণ হবার আগে বিবাহের ডঙ্কাটা বেজে উঠল কেন?

দানি। ওকি আর তোমার আমার ইচ্ছায় বেজে উঠল! ডঙ্কা বেজে উঠল রাজা-রাণীর ইচ্ছায়। তোমার মত থাকুক আর নাই থাকুক, রাজা-রাণী আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন স্থির করেছেন। তবে যাকে নিয়ে চিরকাল ঘর করতে হবে, তার সঙ্গে অম্বরস করাটাত ঠিক নয়, এই জন্য তোমার মন জানতে পিসীর পরামর্শে তোমাকে একখানি প্রণয়পত্র লিখেছিলুম।

লিরি। আজ বুঝি তার উত্তর শুনতে এসেছ? তা, এই শোন—

(পাদুকা গ্রহণ)

দানি। ওকি! পয়জারে হাত দিচ্ছ কেন? মারবে নাকি—মারবে নাকি? (লিরিয়ান কর্তৃক দানিয়েলের প্রতি পাদুকা নিক্ষেপ) ওরে বাবারে পিসীরে গেছিরে—

(একদিক হইতে আমজেদের ও অন্য দিক হইতে বাঁদীর প্রবেশ)

আম। হাঁ হাঁ হাঁ—ভাবী সুলতান—মেরোনা মেরোনা।

লিরি। বাঁদীর বাচ্ছা, বেয়াদব মর্কট! প্রভুকন্যাকে অসহায় বুঝে গোপনে তার সঙ্গে প্রণয়-রহস্য করতে এসেছ?

আম। নিয়ে যা বাঁদী, হুজুরকে ধ'রে নিয়ে মুখে চোখে জল দে।

বাঁদী। আসুন হুজুর, লোকে না দেখতে দেখতে চলে আসুন।

[বাঁদীর সহিত দানিয়েলের প্রস্থান।

লিরি। (নতজানু হইয়া) সাধু, জীবন রাখব?

আম। ওকি মা! ভৃত্যের প্রতি একি ব্যবহার! নিজের জীবন কি, দুনিয়ার লোকের জীবন তোমাকে রাখতে হবে। বেশি কথা বলবার অবসর নেই। এই নাও (উষ্ণীশ হইতে পত্র বাহির করণ)

লিরি। কিও? পত্র? এনেছ?

আম। চুপ।

লিরি। দাও—দাও।

আম। আমার সুমুখে বসে আশ্বাস কথা যত্নে লেখা। (লিরিয়ানকে পত্র দান) বুকে লুকিয়ে রাখ—এখন নয়—নির্জ্জনে—সঙ্গোপনে একটী একটী অক্ষর দেখে দেখে প'ড়। আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না। ওই মর্কটের শরীররক্ষী হয়ে এসেছিলুম—চল্লুম। এখনি হয়ত অনেক তিরস্কার খেতে হবে—কিন্তু নির্ভয়—মহাশক্তিমান্‌ মহাপুরুষের আশ্বাস। মহাশক্তিময়ী সেই মহাপুরুষের জননীর আশ্বাস। সুলতান নন্দিনী—নির্ভয়!

[আমজেদের প্রস্থান।

লিরি। যাক্‌, আমি নির্ভয়।

(জুমেলার প্রবেশ)

জুমেলা। সকলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুগ্রহ করে আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছি, তাই বুঝি এই পুরস্কার? নীচের কন্যার মত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করেছ!

লিরি। কটুবাক্য প্রয়োগ করিনি রাণী, আমি তার মুখে পয়জার মেরেছি।

জুমেলা। বুঝতে পেরেছি, কালিফের নাম শুনে মোহে অন্ধ হয়ে তুমি লোক চিনতে ভুলে গেছ! নিজের অবস্থা ভুলে গেছ! মনের কোণেও স্থান দিওনা লিরিয়ান, রাজারাণী জীবিত থাকতে তুমি

কালিফের হারেমে প্রবেশ করবে। ওই মর্কটকেই তোমাকে বিবাহ করতে হবে।

লিরি।' অন্য কিছু যদি বলবার থাকে বল রাণী। তোমার মত নীচ স্বার্থপরার কথায় উত্তর দিতে আমার প্রবৃত্তি নেই। ধিক্ তোমাকে! সুলতানার আসন পেয়েও নাচওয়ালীর স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে না! তাই মর্কট ভ্রাতুষ্পুত্রকে কাছে বসিয়ে প্রেম শিখিয়ে আমাকে পত্র লিখিয়েছ?

জুমেলা। বটেরে কম্‌বখ্‌তি!—কোই হ্যায—

(সায়েস্তার প্রবেশ)

সায়েস্তা। আমি হ্যায়। যাও রাণী, চলে যাও—বালিকা, বালিকা! সংসারের ভাল মন্দের বিচার সে কেমন করে করবে। বাঁদী, বাঁদী!

(বাঁদীর প্রবেশ)

সাজাদীকে নিয়ে যা। জলদি নিযে যা। ঠিক বলেছ মা, ঠিক বলেছ। সত্যইত ও নাচওয়ালী। সত্যইত আমার পুত্র মর্কট।

[লিরিয়ানের বাঁদীর সহিত প্রস্থান।

সায়েস্তা। বুদ্ধিমতী হয়ে তুমি একি করছ ভগিনী! ওই দাম্ভিকার সঙ্গে কলহ করে স্বার্থহানি করছ! ঘরে প্রবল শত্রু হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে। সরদাররা সকলেই তোমাকে ও আমাকে সর্ব্বদাই অপদস্থ দেখ্‌বার সুযোগ অনুসন্ধান করছে। সুযোগ পাচ্ছে না বলে তারা মাথা তুল্‌তে পাচ্ছে না। তারা জানে সুলতান্‌জাদী স্বেচ্ছায় দানিয়েলকে বিবাহ করছে। এমন সময় কি তুমি নিজে তাদের কাছে সকল রহস্য প্রকাশ করিয়ে দিতে চাও? তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এমন জায়গায় ওকে

লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করছি যে, দিন কতক সেখানে থাকলে ওর সমস্ত দম্ভ গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে। শেষে নিজে যেচে দানিয়েলকে বরণ করতে ছুটে আসবে। নাও, চলে এস। ও যা বলে বলতে দাও, নীরবে হাসিমুখে সব সহ্য কর। আত্মহারা হলে হবে না। মনে রাখ, কালফকে প্রতারিত করতে হবে। চলে এস। সুলতান নিজে সেই সুন্দরীকে আনতে চলে গেছেন। তাঁরও প্রতিজ্ঞা, কালিফের কাছে কিছুতেই মাথা হেঁট করবেন না।

জুমেলা। ঠিক পারবে?

সায়েস্তা। সেত আর বেশী বিলম্ব নয় ভগিনী, চব্বিশ ঘণ্টা সময়—কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমার পারা না পারার মীমাংসা হয়ে যাবে। তোমাকে কটু কথা শুনিয়েছে ব'লে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ওকে উল্লাস করতে দাও।

জুমেলা। সন্ধ্যার পর?

সায়েস্তা। সন্ধ্যার পর ও যেখানে যাবে, দুনিয়া ঢুঁড়লেও কালিফ তাকে সেখান থেকে খুঁজে বার কর্‌তে পারবে না। তুমি বুদ্ধিমতী হলেও রমণী—তোমাকেও এখন সে স্থানের কথা বলব না।

জুমেলা। দেখো দেখো দেখো—ভাগ্যবশে নাচওয়ালী আজ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদসার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়েছে। যদি এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমায় জয় দিতে পার, তবেই বুঝব সমরখন্দের স্বাধীন সুলতানের তুমি যোগ্য সচিব। নইলে জেনো সায়েস্তা খাঁ, দুনিয়া বল্‌বে, আমি ভগ্নকণ্ঠ পক্ষাহতা নর্ত্তকী আর তুমি তার ভগ্নযন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত সারংদার!

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আল আমীনের কুটীর-সম্মুখ।

রক্ষি সহ আবদুল মালিক ও মমিন।

আবদুল-মালিক। কই মমিন খাঁ, বড় বিলম্ব হ'তে লাগল যে

মমিন। মেহেরবাণী করে আরও একটু অপেক্ষা করুন খোদাবন্দ! দেখতেইত পেলেন—বৃদ্ধ পিতা—চলতে—একরূপ অশক্ত! কন্যাকে খুঁজে আনতে তাঁর একটু বিলম্ব হচ্ছে।

আ, মা। সন্ধ্যা হ'লে দেখব কি?

মমিন। সন্ধ্যা হ'বে না। আর হ'লেও ভয় নেই। সন্ধ্যার সূক্ষ্মাবরণে সে রূপ ঢাকতে পারবে না।

আ, মা। এখানে বৃদ্ধ কতকাল বাস করছে?

মমিন। কতকাল তা জানি না। তবে বছর দুই ধরে আমি তাঁকে এখানে দেখছি।

আ, মা। কি সূত্রে দেখা হ'ল?

মমিন। শীকার করতে এসে হঠাৎ বালিকা আমার নজরে পড়েছিল। সেই সূত্র ধরেই বৃদ্ধের সঙ্গে আমার পরিচয়।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

প্রিয় সখি, সোনামুখী পাখীরে—

আ, মা। যাক্ ওই বুঝি তোমার সুন্দরী আসছে।

মমিন। হাঁ হুজুরালী—ওই।—বৃদ্ধ পিতা বোধ হয় খুঁজতে অন্য পথে চলে গিয়েছে।

আ,মা। একটু অন্তরালে দাঁড়াও। ওর আনন্দের ব্যাঘাত দিয়োনা। দূর থেকেও দেখব, নিকটে সুমুখে দাঁড় করিয়েও দেখব?

[অন্তরালে গমন।

(আমীরণের প্রবেশ ও গীত)

প্রিয়সখি, সোনামুখী পাখীরে—
কেন, কি আলসে নীরবে আছ বসে
তরু-পল্লব-বল্লভ কুটীরে॥
দেখা না করে সঙ্গে তোর, না হতে ভোর,
গিয়েছিনু দূরবনে তাই কি অভিমান জেগেছে মনে।
দোষ ভুলে যাও, প্রাণটী খুলে গাও—
সুধা স্বর ঢেলে দাও ধীর সমীরে।
আমি এসেছি, এসেছি—তোমারি সুরে-ঘেরা কুটীরে ফিরে॥

মমিন। দেখা শোনা দুই-ই ত হ'ল হুজুরালী?

আ,মা। (স্বগত) খুবসুরতইত বটে! এ দেখছি এক নূতন ধরণের সুন্দরী। লিরিয়ান হ'তে কোনও অংশে কম নয়।

মমিন। আমীরণ।

আমী। কেও—জনাবালী! কতক্ষণ এসেছেন? আমার বাবা কই?

মমিন। তিনি তোমাকে খুঁজতে গেছেন। বোধ হয় অন্যপথে গেছেন, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

আমী। পিতা বৃদ্ধ—একরূপ চলচ্ছক্তিহীন; আমার নাগাল পেতে বোধ হয় তার বিলম্ব হয়ে গেছে। গোস্তাকি মাফ হয় জনাবালী,

আমার বোধ হয় অনেকক্ষণ আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন।

আ,মা। ঘরে যেয়ো না, এইখানে একটু দাঁড়াও।

আমী। আসন আনব না জনাবালী?

আ,মা। প্রয়োজন নেই।

আমী। গরীবের কুঁড়ে বলেকি বসতে সরম হচ্ছে?

মমিন। সে জন্য নয় মা! আমাদেব ভাগ্যে থাকে আর একদিন তোমার পিতার গৃহে অতিথি হব। আজ নয়। আজ আমাদের অনুরোধ ক'রনা। এই মহাত্মা তোমাকে দেখতে এসেছেন।

(আমীরণের অবনত মস্তকে অবস্থিতি)

আ,মা। তোমার নাম কি?

আমী। আমীরুন্নিসা।

আ, মা। মাথা তুলে বল।

মমিন। লজ্জা কি? তোমার বাবারই মতন আমরা বৃদ্ধ।

আ,মা। তোমরা কত কাল এখানে বাস্ করছ?

আমী। সেটা পিতা বল্‌তে পাবেন। আমার যতদিন জ্ঞান, ততদিন এখানে আছি।

আ,মা। তোমার বাপের তুমিই কি একমাত্র সন্ততি?

আমী। আমার এক ভাই আছে।

মমিন। কই মা, আমিত তাকে কখন দেখিনি!

আমী। সে কোথায় আছে জানি না।

মমিন। তোমার বাপ্?

আমী। তিনিও জানেন না। বাল্যকালে তাকে চোরে নিয়ে গেছে।

মমিন। বল কি!

আমী। আমরা ভাই বোনে খেলা করতে করতে কুটীর ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে পড়েছিলুম। সেই সময় একটা চোর এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়।

আ, মা। তোমার মা?

আমী। হারাণোছেলেকে খুঁজতে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন।

আ, মা। বুঝতে পেরেছি। তুমি ফল ঘরে তুলে রেখে এস।

মমিন। ফল বরং থাক্ আমরা দাঁড়িয়ে আগলাচ্ছি। তুমি তোমার পিতাকে খুঁজে নিয়ে এস। বৃদ্ধ বোধ হয় এখনও তোমার অন্বেষণ করছেন। (আমীরণের প্রস্থান) গোলাম কি মিথ্যা কয়েছে খোদাবন্দ্‌?

আ,মা। সুন্দরী বটে—তবে লিরিয়ানের রূপের সঙ্গে এর রূপের তুলনাই হয় না।

মমিন। গোলামত তুলনা করেনি হুজুরালী?

আ, মা। তা যাহ'ক, এতেই আমার কাজ হবে। তা তুমি আবার ওকে ওর বাপ্‌কে আনতে পাঠালে কেন?

মমিন। ওর পিতার সঙ্গে আর দেখা করবেন না?

আ, মা। ওর বাপের কাছে আমার কোনও দরকার নেই। ওকেই আমার দরকার। আর এখনি দরকার। এখনি ওকে আমার প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে।

মমিন। কি জন্য প্রাসাদে এই বন্য বালিকার প্রয়োজন, গোলাম কি জানতে সাহস করতে পারে খোদাবন্দ?

আ, মা। নিয়ে এস, প্রাসাদেই কারণ জানতে পারবে মমিন খাঁ। আমি চল্লুম—নিশ্চিন্ত হয়ে চল্লুম। বাপের আসতে বিলম্ব হয়,

তুমি তার আসার অপেক্ষা করবেনা। ওর বাপ্‌কে যা বলবার, এর পরে আমি নিজে এসে বলে যাব। আর বাপ্‌ যদি এসে পড়ে, এবং কন্যাকে পাঠাতে অমত করে, তুমি (নেপথ্যে দেখাইয়া) ওই দেখ, ওরা বল প্রয়োগে নিয়ে আসবে। হুঁসিয়ার মমিন খাঁ! সাধুগিরি দেখাতে গিয়ে যেন আমার আদেশ অমান্য ক'রনা।

[আবদুল মালিকের প্রস্থান।

মমিন। তাইত এ বলে কি! আমীরণের রূপের গৌরব প্রকাশ করে তবে কি তার সর্ব্বনাশ করে বসলুম? রাজার উদ্দেশ্যত আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। এখনি বালিকাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে। কেন তা সুলতান বললে না। যদি দুরাত্মা আমীরণের পবিত্রতার হানি করতে চায়? সেত আমারই কন্যার উপর অত্যাচার!

(আল-আমীনের প্রবেশ)

আমীন। কই বন্ধু, তোমার সঙ্গীটী কোথায় গেল?

মমিন। রাজ-প্রাসাদে।

আমীন। তিনি কি সুলতানের ঘরে চাকরী করেন?

মমিন। স্বয়ং সুলতান।

আমীন। সুলতান আবদুল মালিক? এ দরিদ্রের কন্যাকে দেখতে এত দূরে? দীন আমীনের কুটীরদ্বারে—কেন?

মমিন। তা জানি না হজরত!

আমীন। কন্যাকে তিনি দেখেছেন?

মমিন। দেখেছেন।

আমীন। দেখে তুষ্ট হয়েছেন?

মমিন। তুষ্ট না হবার কারণত কিছু জানি না। তিনি দেখে আপনার কন্যাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে আমার উপর আদেশ করেছেন।

আমীন। কবে?

মমিন। এখনি। আমি আপনার অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

আমীন। অনুমতি? তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ মমিন খাঁ!

মমিন। হজরত!

আমীন। সুলতান আমার কন্যাকে নিতে এসেছে, তা এই বৃদ্ধের সম্মতির অপেক্ষা করতে তার সাহস হ'লনা! চোরের মতন নিয়ে যেতে চায়! সে কি রকম সুলতান?

মমিন। হজরৎ! গোলামকে একটা কথা বলতে অনুমতি হ'ক।

আমীন। না মমিন খাঁ। কন্যাকে আমি প্রাসাদে পাঠাব না। সুলতান যখন আমার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে সাহস করেনি, তখন নিশ্চয় তার মনে দুরভিসন্ধি আছে।

মমিন। সুলতান যদি আপনার কন্যাকে নিয়ে যাবার জেদ ধরেন, আপনি কেমন ক'রে তাকে ঘরে রাখবেন?

আমীন। তুমি সে সময় উপস্থিত থেকো, তাহলেই কেমন ক'রে রাখব জানতে পারবে।

মমিন। সে আমি আগে থাকতেই জানতে পেরেছি। সম্মুখের এই সাধু আর তার স্নেহময়ী জগজ্জ্যোতিরূপিনী কন্যা ধরণীর কলুষিত বায়ুর শ্বাস গ্রহণ-কার্য্য থেকে চিরাবসর গ্রহণ করবে।

আমীন। তা করা ভিন্ন আর উপায় কি আছে ?

মমিন। তার চেয়ে এ গোলামের একবার অনুরোধটী রেখে দেখুন না কেন ?

আমীন। কন্যাকে প্রাসাদে পাঠাবার ?

মমিন। দোষ কি ?

আমীন। তুমি না আমাকে দোস্ত বল মমিন খাঁ ?

মমিন। আপনি বলেন—আমিত বলিনি হজরত্! আমি আপনাকে গুরু বলি। আপনার উপদেশেই এই হতভাগ্য রাজ-পারিষদের অন্ধকারময় জীবন ধর্ম্মালোকের আভাস পেয়েছে।

আমীন। এই কি তার দক্ষিণা ?

মমিন। ক্রুদ্ধ হবেন না।

আমীন। তা হ'লে তুমিই এই দাম্ভিক নরপতিকে আমার অসহায়া কন্যার সমাচার দিয়েছ ?

মমিন। আমিই দিয়েছি। মুখ ফেরাচ্ছেন কেন ? আপনার উপদেশেই দিয়েছি।

আমীন। মিথ্যাবাদী ! আমার উপদেশ ?

মমিন। উতলা হবেন না। আগে আমার কথা শুনুন।

আমীন। শুনছি—শুনছি দোস্ত শুনছি। আগে শোনবার উপযোগী আয়োজনটা ক'রে নিই। সারাদিন উপবাসী। কন্যা আমার জীবন রক্ষার জন্য দূরবনে ফল সংগ্রহ করতে গি'ছল। সে আমার আহারের ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছে। আমিও তার আহারের আয়োজন করি।

[প্রস্থান।

মমিন। বুঝতে পারছি, কন্যাকে হত্যা করবার জন্য বৃদ্ধ প্রস্তুত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত হও বৃদ্ধ, আমি তোমাকে কন্যাঘাতী হ'তে দেব না।

(আল আমীনের অস্ত্র লইয়া প্রবেশ)

আমীন। বল দোস্ত, এই বারে বল।

মমিন। আপনি অস্ত্র স্বস্থানে রেখে আসুন।

আমীন। বল।

মমিন। আপনি আগে অস্ত্র রাখুন।

আমীন। বলবে না?

মমিন। বেশ, শুনুন। সুলতান আমাকে কথার ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি এ যাবত যত সুন্দরী ললনা দেখেছি, তাদের মধ্যে আমার মতে শ্রেষ্ঠ কে? তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমি তার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রসিদ্ধাসুন্দরী লিরিয়ান বেগমের নাম করব। কিন্তু আমি তা করিনি। সত্য গোপন করতে পারিনি বলে করিনি। আমার দৃষ্টিতে আপনার কন্যা অধিকতর রূপসী বলে—

আমীন। ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসের সম্মুখে আমার এই ননীর পুতুলীর নাম উচ্চারণ করেছ?

মমিন। কবে কি অন্যায় করেছি হজরত! আপনিই না একদিন আমাকে বলেছিলেন, ধ্বংস কখন সত্যের বিনিময় হয় না? আমাকে সত্যাশ্রয়ের উপদেশ দিয়ে আজ আপনি কি না নিজেই সত্য শুনতে ভয় পাচ্ছেন! তাই কল্পনায় আগে হ'তেই কন্যার বিষাদময় ছবি অঙ্কিত ক'রে, তাকে হত্যা করতে উদ্যতাস্ত্র হয়েছেন!

আমীন। (অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া) সখা! দয়া করে একবার আলিঙ্গনে

আমার অন্তরস্থ নীচতাকে নিষ্পেষিত কর। সত্যবাদিন্! তুমি কেবল একটা মিথ্যা কয়েছ। গুরু আমি নই—গুরু তুমি। আমি তোমার অযোগ্য প্রতারক শিষ্য।

মমিন। (নতজানু হইয়া) হজরত্! সূর্য্য এক একবার লীলা-চ্ছলে নিজ-মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করেন। তারই ফলে ধরণী শস্য-সম্ভারে পূর্ণ হয়।

আমীন। ওঠ ভাই! মমতার প্রহারে ভূপতনোন্মুখ এ বৃদ্ধ হত-ভাগ্যকে দাঁড় করিয়ে তুমি মাটীতে পড়ে থেকো না।

(আমীরণের প্রবেশ)

আমী। এ কি দেখলুম পিতা! বহু অস্ত্রধারী একটা পাল্কী বেষ্টন ক'রে বন-প্রান্তে চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয়ে গ্রামের সকলে যে যার কুটীর-দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে। আমিও দেখে ভয়ে পালিয়ে এলুম।

আমীন। ভয় নেই আমীরণ! তারা তোমাকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য গ্রাম-প্রান্তে প্রতীক্ষা করছে। এই ভগ্ন-কুটীর ত্যাগ করে তোমাকে রাজ-অট্টালিকায় প্রবেশ করতে হবে।

আমী। কেন?

আমীন। এখনি ওইস্থান থেকেই তোমাকে রওনা হ'তে হবে। কেন, বলবার সময় নেই। এই তোমার পিতৃতুল্য পিতৃসখা। এঁর সঙ্গে যাও। ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও। আমার মুখের পানে চেয়ো না—হুঁসিয়ার, কোনও প্রশ্ন ক'র না। বিনা বিচারে এঁর উপদেশানুযায়ী কার্য্য করবে। এই নাও সখা, আমীরণের

উপর আমার সঙ্গে তোমার পিতৃত্বের তুল্য অধিকার। সুতরাং তোমার হাতে একে সমর্পণ কর্‌বার ধৃষ্টতা করলুম না।

[প্রস্থান।

মমিন। এসো মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমরখন্দ—প্রাসাদ-কক্ষ।

(জুমেলা ও সায়েস্তাখাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। কি রকম দেখলে ভগিনী?

জুমেলা। অপূর্ব্ব!

সায়েস্তা। কেমন? বাদসাকে ঠকাতে পারব না?

জুমেলা। বাদসা কি? এমন পুরুষ কেউ নেই যে, এ রূপ দেখে মুগ্ধ না হয়। আমি নারী, আমিই মুগ্ধ হয়েছি! প্রথম দেখে রাজকন্যা ব'লেই ভ্রম হয়েছিল। কিছুতেই মনে করতে পারিনি যে এ দরিদ্রের কন্যা। একবার মনে করলুম, দাম্ভিকাটাকে পরিত্যাগ ক'রে এই বালিকাটাকেই দানিয়েলকে সমর্পণ করি।

সায়েস্তা। হাঁ হাঁ! ও রকমটা একেবারেই মনে ক'রনা ভগিনী।

জুমেলা। মনে হয়েছিল, এর পরিবর্ত্তে সেইটেকেই কালিফের কাছে পাঠিয়ে দিই। যাক্—চক্ষুশূলটো, জন্মের মতন চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাক্।

সায়েস্তা। আবার! মনে কর্‌তে কর্‌তে শেষে ছুঁড়ীটা মনের ভেতর খুঁটী গেড়ে বসে যাবে! ভগিনি, ও রূপের দিকে আমার এতটুকুও দৃষ্টি নেই। যার ওপর আমার দৃষ্টি, তার ভেতরেই রূপ গুণ—আমার বল বুদ্ধি ভরসা। সেটী রাজার অবর্ত্তমানে রাজ্য। তোমার লিরিয়ান অত রূপসী না হয়ে আমার খাঁদা দানিয়েলের মত যদি খেঁদী হত, তাহ'লে আজ আমার আহ্লাদ ধর্‌তো না। তাহ'লে রূপের গরবে তার মেজাজটা এত খেঁকি হ'তে পার্‌তো না। দানিয়েলকে তাহ'লে সে খোসামোদ ক'রে বিয়ে কর্‌তে চাইত। ও সব বাজে কথা রাখ, এখন ছুঁড়ীটাকে জল্‌দি জল্‌দি বিদেয় কর্‌বার ব্যবস্থা কর। তোমার লিরিয়ানকে বিদেয় করেছি। সে এতক্ষণ অর্দ্ধেক রাস্তা চলে গেছে। ভগিনি! মনে কর্‌লেও কিছুকালের জন্য এখন আর তাকে পাচ্ছ না। এবারে যখন পাবে, তখন নাক তোলা চোক রাঙানী সাজাদীর পরিবর্ত্তে কেঁচোর মত একটী নিরীহ পুত্রবধূকে পায়ের কাছে লুণ্ঠিত দেখ্‌তে পাবে।

জুমেলা। মনে কর্‌লেই বা কি হবে? মেয়েটা সুন্দরী বটে, কিন্তু একেবারে বুনো।

সায়েস্তা। কি রকম—কি রকম?

জুমেলা। রাজবাড়ীর আদব-কায়দা কিছু জানে না। ভাব্‌ছি, রূপে ছুঁড়ী বাদসাকে ভোলাবে বটে, কিন্তু ব্যবহারে না ধরা পড়ে।

সায়েস্তা। তবেইত তুমি আমাকে দমিয়ে দিলে দেখ্‌ছি!

জুমেলা। পোষাক্ পর্‌তে বল্‌লে বলে—"কেন? কি জন্য পোষাক পর্‌ব?" খেতে বল্‌লে বলে,—"কেন? কি জন্য খাব?" এই "কেন" আর "কি জন্য"র জ্বালায় আমি হায়রাণ হয়ে তাকে বাঁদীদের হেঁপাজাতে রেখে চলে এসেছি।

সায়েস্তা। তা হ'লে উপায়?

জুমেলা। মমিন খাঁ আছে না চলে গেছে?

সায়েস্তা। এখনও আছে। তাকে, ক্লান্ত ব'লে, পরিচর্য্যার ছলে এক রকম নজরবন্দী ক'রে এসেছি।

জুমেলা। তাহ'লে শিগ্‌গির যাও, তাকে নিয়ে এস। সে বৃদ্ধের কাছে গোপন কর্‌লে চল্‌বে না।

সায়েস্তা। এত ভয় কচ্ছ কেন?

জুমেলা। বাদসাব দূতের সঙ্গে এক বুড়ী বাঁদী এসেছে। সে সাজাদীকে দেখ্‌তে চায়। ব'লে তার দৃষ্টিতে কন্যা যদি বাদসার হারেমের যোগ্যা সুন্দরী ব'লে বোধ হয়, তবেই তাকে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যাব। নতুবা এত উদ্যোগ আড়ম্বরের কিছুমাত্র প্রযোজন নাই।

সায়েস্তা। কেন বুঝ্‌তে পেরেছ রাণী?

জুমেলা। সন্দেহ করেছে।

সায়েস্তা। কেন সন্দেহ করেছে জান?

জুমেলা। তা জানি না।

সায়েস্তা। রাজা—দূতকে বলেছেন—"কন্যা দেব, কিন্তু সমরখন্দের স্বাধীনতা দেব না। সেইজন্য আমারই সর্দ্দার রাজকুমারীকে ইস্তাম্বুলে দিয়ে আসবে। দিয়ে যখন সে ইস্তাম্বুল পরিত্যাগ কর্‌বে, তখন রাজকুমারীর সঙ্গে দেশের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ইস্তাম্বুলে পৌঁছবার পূর্ব্বে পথে বাদসার কোনও লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে না।"

জুমেলা। তাহ'লে সন্দেহ কর্‌তে তাদের অধিকার আছে।

সায়েস্তা। তাহ'লে কি হবে ভগিনি? যদি বুঝ্‌তে পারে বালিকা সাজাদী নয়?

জুমেলা। সমস্ত কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেছে। এখন আর ভয় করলে চল্‌বে কেন? তুমি জল্‌দি মমিন খাঁকে পাঠিয়ে দাও।

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। হুজুরাইন!

জুমেলা। কি খবর? পোষাক পর্‌তে চায়?

বাঁদী। না। পোষাক ত পরের কথা। সে এখন আমাদের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইতে চায় না। মুখে দু'হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। পোষাক হাতে ক'রে ধ'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এক বিন্দু জল মুখে দেওয়াতে পারিনি। মিষ্টান্নগুলো পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

জুমেলা। ভাই! মমিনখাঁকে এখনি পাঠিয়ে দাও। দেখ্‌চ কি, শেষ মুখে সমস্ত কাজ কি নিষ্ফল করে ফেল্‌বে?

সায়েস্তা। সর্ব্বনাশ করলে! গেল—ফস্‌কে গেল!

[সায়েস্তাখাঁর প্রস্থান।

জুমেলা। চল্‌ আমি যাচ্ছি।

বাঁদী। হুজরাইন্‌! ওই সে এ দিকে আসছে।

জুমেলা। তাইত! কি রূপ! দেখা দিয়ে আমাকেও দেখছি মমতায় বদ্ধ কর'লে!

(বাঁদীগণ বেষ্টিত আমীরণের প্রবেশ)

আমী। রাণী! আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন।

জুমেলা। দেখেত তোমায় বুদ্ধিমতী বলে মনে হচ্ছে। এখনকার

কথা শুনে বোধ হচ্ছে, তুমি সহবতও ত জান। তবে তুমি এমন বোকা মেয়ের মত আচরণ কেন করছ মা? আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমাকে আনিয়েছি।

আমী। তোমার ঐশ্বর্য্য দেখে আমার ভয় হচ্ছে।

জুমেলা। পাগ্‌লী! এই ঐশ্বর্য্য দেখেই যদি তোর ভয় হয়, তাহ'লে যে ঐশ্বর্য্যের মাঝে তোকে নিক্ষেপ করছি, সে ঐশ্বর্য্য দেখলে তুই কি করবি?

আমী। কেন তুমি আমাকে এত ঐশ্বর্য্য দিচ্ছ?

জুমেলা। আবার 'কেন' আরম্ভ করলি? আমি, বাপু, তোর এত 'কেন'র জবাব দিতে পারিনা।

আমী। কেন দিতে পারবে না? তুমি জান, জেনেও বলতে চাচ্ছনা।

জুমেলা। আমি তোকে ভালবেসেছি।

আমী। তুমি আমাকে কেন ভাল বাসলে? আমাকে যে রাণী—তুমি কখন দেখনি!

জুমেলা। এখনত দেখেছি। তুইও কি তোকে এত কাল দেখেছিস্?

আমী। আমি আমাকে দেখিনি?

জুমেলা। না। দেখলে এত 'কেন কেন' করতিস্ না। দেখলে তোকে কেন ভালবেসেছি জিজ্ঞাসা করতিস্ না। বেশ, আমাকে দেখ্ দেখি।

আমী। তোমাকে আবার কি দেখব।

জুমেলা। আমাতে কি দেখবার কিছু নেই?

আমী। তুমি রাণী।

জুমেলা। শুধু রাণীই?—বেশ ক'রে দেখ্। মুখের দিকে চেয়ে দেখ্। চোখের দিকে চেয়ে দেখ্—

আমী। তুমি রূপসীর রাণী।

জুমেলা। আমার গর্ভে যদি কন্যা হ'ত, সে কি রকম হ'ত?

আমী। সেও পরমাসুন্দরী হ'ত।

জুমেলা। তোর মত সুন্দরী হ'ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার পুত্র-কন্যা কিছু নেই। তাই কন্যার আক্ষেপ মেটাতে তোকে নিয়ে এসেছি। আমার কন্যা আছে মনে করে দুনিয়ার বাদসা ভিক্ষার্থী হয়ে আজ আমার দ্বারে অতিথি। তোকে দিয়ে আমি অতিথি সৎকার করবো।

আমী। (মস্তক অবনত করিয়া অবস্থিতি)

জুমেলা। এখনও কি তুই আর 'কেন কেন' করবি?

আমী। রাণী! তোমার এত দয়া?

(মমিন খাঁর প্রবেশ)

মমিন। বুঝতে পেরেছ মা আমীরণ ভাগ্যবতী, ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন ক'রে করুণাময়ীকে কুর্ণিস কর।

জুমেলা। তবে তোকে এখন থেকে আমাকে মা বলতে হবে আমীরণ!

মমিন। তুমি রাজ্যেশ্বরী। সমরখন্দবাসী সমস্ত বালক-বালিকার তুমি ত ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ মা।

আমী। আমি হীনবুদ্ধিতে বুঝতে পারি নি। মা, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার পদতলে তোমার কন্যা। (জানু পাতিয়া উপবেশন)

জুমেলা। মমিন খাঁ! তোমার দয়াতেই আমি এ কন্যা পেয়েছি!

সুতরাং তুমিই একে সঙ্গে নিয়ে বাদসাকে দান করবার ভার 'গ্রহণ কর।

[বাঁদীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১মা বাঁদী। কার মুখ ! কার চোখ ! কে দেখলে ! এ করলে আহা—হাহা ! ও করলে—আহা হাহা ! মাঝখান থেকে আমরা গোবরগণ্শী—ক'টা বাঁদী কেবল আহা-উহু করতে পড়ে রইলুম।

(বাঁদীগণের গীত)

আর না আর না আর না, পাছে কান্না, যেন্না ধরে গেল।
চোখের গুণে হাঁদী বাঁদী রূপসী হল॥
কোথায় ছিল চোখের টান, কোথায় ছিল নাক,
দেখ্‌লে কে তা, বুঝলে কে তা ; হ'ল কে অবাক !—
চুলোয় যাক পরের কথা, মিছে কেন ধরাই মাথা,
মনেতেই রইল গাঁথা, যে যার ঘরে যাই চলো॥

তৃতীয় দৃশ্য।

সমরখন্দ—সজ্জিত-কক্ষ।

জুমেলা।

জুমেলা। যাক্, সে দুঃখ ঘুচে গেছে। দীন ভিখারীর কন্যা চোখের নিমেষে কালিফের ঘরণী হবে। যে ঐশ্বর্য্য আমিও এখনো কল্পনায় আনতে পারিনি , সেই ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরী হবে ! মনে ঈর্ষা জেগেছিল, সে ঈর্ষা মুছে গেছে। যা আমীরণ ! এইবারে তুই পরমসুখে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ভোগ করগে যা। তোর মুখের 'মা' কথায় বন্ধ্যা আজ পুত্রবতী হ'ল।

(বান্দার প্রবেশ)

এসেছে?

বান্দা। এসেছে। হুকুম করুন।

জুমেলা। নিয়ে আয়।

[বান্দাব প্রস্থান।

বাঁদী! সাজানো হয়েছে?

নেপথ্যে বাঁদী। সামান্য বাকী।

জুমেলা। সামান্য বাকী? শেষ কর,—ধীরে—ব্যস্ত হবাব প্রয়োজন নেই।

(হামিদার প্রবেশ ও জুমেলাকে স্থিরদর্শন ও অভিবাদন)

(স্বগত) একি বাঁদী। যৌবন গেছে, কিন্তু যৌবনের বিপুল রূপ এখনও সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হয়নি। (প্রকাশ্যে) তুমিই কালিফের বাঁদী?

হামিদা। বর্ত্তমান নয়—ভাগ্যবশে পূর্ব্বতন কালিফের বাঁদী হয়েছিলুম। বর্ত্তমান কালিফ আমাকে জননীব মত শ্রদ্ধা করেন।

জুমেলা। হুঁ! তুমি দেখ্‌লেই কালিফেব দেখা হবে?

হামিদা। সেই বিশ্বাসেই এতদূর আস্‌তে সাহস করেছি।

জুমেলা। কিন্তু তোমার দৃষ্টি কি রাজকন্যা নির্দ্ধারণ করতে পারবে? যদি প্রতারণা করি?

হামিদা। পরীক্ষায় পরিচয়।

জুমেলা। তুমি ভুললে সংশোধন করবে কে?

হামিদা। সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। মহানুভব কালিফ তাকেই মহিষী ব'লে গ্রহণ করবেন।

জুমেলা। ঠিক?

হামিদা। কালিফকে মিথ্যাবাদী মনে করবেন না।

জুমেলা। বেশ—দাঁড়াও। শুধু দেখবে। একটীও প্রশ্ন ক'রতে পাবে না। প্রশ্ন যা করবার তা ইস্তাম্বুলে গিয়ে করবে। তোমার দৃষ্টির মূল্য সেই ইস্তাম্বুলেই নির্দ্ধারিত হবে।

হামিদা। যো হুকুম।

জুমেলা। বাঁদী! নিয়ে আয়।

(সুসজ্জিতা বালিকাকে লইয়া বাঁদীর প্রবেশ)

হামিদা। নিয়ে যাও।

[বালিকাও বাঁদীর প্রস্থান।

জুমেলা। কি দেখলে?

হামিদা। কালিফের ঘরে প্রবেশ-যোগ্যা নয়।

জুমেলা। বাঁদী! নিয়ে আয়।

(দ্বিতীয়া বালিকাকে লইয়া বাঁদীর প্রবেশ)

হামিদা। নিয়ে যাও।

[২য়া বালিকা ও বাঁদীর প্রস্থান।

জুমেলা। কি দেখলে?

হামিদা। দেখলেম সুন্দরী,—কিন্তু রাজকন্যা নয়।

জুমেলা। বাঁদী! দেখা।

(পট পরিবর্ত্তন)

(সুসজ্জিত বেদীর উপরে আমীরণ)

হামিদা। রাণী, পেয়েছি।

জুমেলা। সাবধান! একটীও প্রশ্ন ক'রনা।

হামিদা। একটী করব হাঁ রাজনন্দিনী, তুমি কি বোবা?

জুমেলা। উত্তর দাও।

আমী। না।

হামিদা। কি বললে?

আমী। বোবা নই।

হামিদা। এস মা! তোমাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদসার সর্ব্বস্ব গ্রহণ ক'রতে আবাহন করি।

(পট পরিবর্ত্তন)

(পূর্ব্ব দৃশ্য)

জুমেলা। বাঁদী! সন্তুষ্ট?

হামিদা। সন্তুষ্টি ত আবাহনেই প্রকাশ করেছি, রাণী!

জুমেলা। এরপর প্রতারণা ব'লে কোলাহল করবিনি?

হামিদা। আপনি কি মনে করেছেন, আমি রূপ দেখে প্রতারিত হয়েছি? হাঁসলেন যে রাণী?

জুমেলা। আর কেন বাঁদী প্রশ্ন করিস্? রাজনন্দিনীর আবাহনের যথোপযুক্ত আয়োজন ক'রতে, ইস্তাম্বুলে গিয়ে কালিফকে নিবেদন কর।

হামিদা। হাঁসলে যে রাণী?

জুমেলা। বাঁদী! তোর দৃষ্টিকে আমি সেলাম করি।

হামিদা। এই আমার যোগ্য পুরস্কার। [অভিবাদন ও প্রস্থান।

(সায়েস্তাখাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। কি হ'ল রাণী?

জুমেলা। বাঁদীর চোখ দিয়ে রূপের পরীক্ষা!—তাতে আবার কি হবে? যাও, ইস্তাম্বুলে রাজকন্যাকে এখনই পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

সায়েস্তা। রাজকন্যা? লিরিয়ান? এ বালিকা কি বাঁদীর মনোমত হ'ল না?

জুমেলা। মূর্খ ভ্রাতা, এই বুদ্ধিতে উজিরী কর?

সায়েস্তা। ব্যস্!—নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত! তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের আদেশ দাও।

জুমেলা। একটু অপেক্ষা। বান্দা! কালিফের বাঁদীকে আর একবার ফিরিয়ে আন্। ভাই! কিছুক্ষণের জন্য তুমি স্থান ত্যাগ কর।

(সায়েস্তাখাঁর প্রস্থান।)

(হামিদার পুনঃ প্রবেশ)

বাঁদী! আমি কে—বলতে পারিস্?

হামিদা। কার কন্যা জিজ্ঞাসা করছ?

জুমেলা। বলতে পারিস্?

হামিদা। পারলে কি বক্‌সিস দেবে?

জুমেলা। চলে যা—তুই সমরখন্দে এসে জেনেছিস্।

হামিদা। আমি ত জেনেছি, তুমি ত জাননা রাণী!

জুমেলা। আমি জানিনা!

হামিদা। না—তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি—জান না। তোমার ব্যবহারে বুঝতে পারছি, তুমি জান না, তোমার সমরখন্দবাসী জানে না, রাজা জানে না।

জুমেলা। আমি কে?

হামিদা। নাচওয়ালী! তুমিও বাদসা-কন্যা! ভয় নেই—কম্পিত হয়োনা। আরও শোন, আমি যাঁর বাঁদী, তুমি সেই মহাশক্তিমান সম্রাটের নবযৌবনের অসংযমের ফল। তুমি আমার আত্মীয়া।

জুমেলা। আপনি কে?

হামিদা। আরও শোন, এই ক্ষুদ্র সমরখন্দবাসীর শক্তিতে সে দিগ্‌বিজয়ী মহাবীরের সমরখন্দ আক্রমণ রোধ হয় নি। শুদ্ধ এ রাজ-পুরীতে তুমি অবস্থান কচ্ছ, এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তিনি জয়মুখেই ইস্তাম্বুলে ফিরে গেছেন। দেশবাসী জানে তাদের জয়, কিন্তু আমি জানি এ জয়ের অধিকারিণী একমাত্র তুমি। যে মুখচ্ছবি একসময় দিবারাত্র দেখেও আমি তৃপ্তিলাভ করতে পারিনি, তোমাতে সেই মুখের প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি। রাণী! আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে আসছে, মেহেরবাণী ক'রে আমাকে বিদায় দাও।

জুমেলা। মা! (নতজানু হওন)

হামিদা। বুদ্ধিমতি! বক্‌সিস্ পেয়েছি। এখন আয়ত্তে পেয়ে তোমার স্বামীর দেশে তোমার বিমাতাকে প্রকাশিত করনা।

[হামিদার প্রস্থান।

(সায়েস্তাখাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। কাজ হাসিল যখন হয়ে গেল, তখন বুড়ী বাঁদীকে আবার ডাকিয়েছিলে কেন ভগিনী? ও আপদ যত শীঘ্র বিদায় হয়ে যায়, ততই মঙ্গল।

জুমেলা। কি বলছ?

সায়েস্তা। বলব আবার কি! সমরখন্দে তোমার আমার শত্রুর অভাব নেই। শেষে কোন্ খান থেকে কোন সূত্রে আসল রহস্য যদি দূতের কানে ওঠে, তা হ'লে এত পরিশ্রম, এত কৌশল সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিদেয় কর—এখন যত শীঘ্র পার, ছুঁড়ীটাকে এখান থেকে রওনা ক'রে দাও।

জুমেলা। হুঁ! কি বলছ?

সায়েস্তা। একি! তুমি কি আমার এত কথার একটাও শুন্‌তে পাওনি?

জুমেলা। হাঁ ভাই! আমরা উভয়েইত নর্ত্তকীর গর্ভে জন্মেছি। মা আমাদের এক। বাপও কি আমাদের এক?

সায়েস্তা। অ্যাঁ—অ্যাঁ!

জুমেলা। বল।

সায়েস্তা। কে তোমাকে কি—কি—কি ব'লেছে?

জুমেলা। জল্‌দি বল।

সায়েস্তা। আমি—জা-জা—

জুমেলা। নিশ্চয় জান। প্রতারণা ক'রনা।

সায়েস্তা। না।

জুমেলা। যাও, এইবারে লিরিয়ানকে নিয়ে এস।

[জুমেলার প্রস্থান।

সায়েস্তা। তাইত! একি হ'ল! আভাস পেয়েছে—আভাস পেয়েছে তার পর? "লিরিয়ানকে নিয়ে এস।" শুধু "নিয়ে এস"—বিবাহের কথা আর তুল্‌লে না! নাচওয়ালী! আমিই তোকে সমরখন্দের রাণী করেছি। জন্মের আভাস পেয়ে এক দণ্ডেই তোর মুখ আজ গম্ভীর হয়ে গেছে। এক দণ্ডে ভাই-বোনে বিশ ক্রোশ তফাত। লিরিয়ানকে কোথায় পাঠিয়েছি—ভাগ্যে বলিনি! (হাস্য) লিরিয়ান—কোথায় লিরিয়ান! ভগিনি, তাকে সমরখন্দের অধিকার পার করে দিয়েছি। এখন যদি তাকে আনতে চাস্, দানিয়েলের স্ত্রী ক'রে তবে তাকে আনতে পারবি। নতুবা নয়—নতুবা নয়—নতুবা নয়।

চতুর্থ দৃশ্য।

জুম্মাবিবির উদ্যান সন্নিকটস্থ গ্রাম্যপথ।

ফলভারমস্তকে গ্রাম্য বালিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

আমরা নাগরী, পথে পথে ঘুরি, মাথায় লয়েছি মধুর ফল।
কিনিতে যে জানে, যাইগো সেখানে, তাহাকে কখনো করিনা ছল ॥
দর কসাকসি, ভাল না বাসি, দর ক'রে যেবা কেনে এ ফল।
নয়নের ঠারে, ভুমে পাড়ি তারে, ঠকে যায় শুধু সে পাগল ॥
সরলে সরলে বেচাকেনা—
তুমি দেখ ভাল, আমি দেখি তাই, বিনিময়ে শুধু চেনা শোনা ;
নয়ত তোমার আনাগোনা সার, ফেলতে আসা শুধু নয়ন-জল।
দরিয়ার জলে, সোণাটুকু ফেলে, ঘরে ফিরে আসা বেঁধে আঁচল ॥

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। এতটা পথ বৃথা এলুম দেখতে পাচ্ছি। এ পর্য্যন্ত পিতৃব্যের অস্তিত্বের কোনও নিদর্শন পেলুম না। এরূপ ভাবে খুঁজ্‌লে কৃতকার্য্য হব না। আজই এ বৃথা ভ্রমণের শেষ করব। পিতৃব্যের অনুসন্ধানের অন্য উপায় অবলম্বন করব।

(ফলভার মস্তকে জেলালের প্রবেশ)

জেলাল। কে ভাই তুমি ?

আজিজ। আমাকে কি তোমার কিছু প্রয়োজন আছে ?

জেলাল। আমার এই মাথার মোটটা যদি একবার নামিয়ে দাও।

আজিজ। তাইত ভাই, এ যে বিষম ভারী! এ ত একজনের বহন-যোগ্য নয়।

জেলাল। আঃ বাঁচালে!

আজিজ। এ ফলের মোট নিয়ে কোথায় চলেছ?

জেলাল। বাজারে চলেছি ভাই! কিন্তু কেমন ক'রে যে নিয়ে যাব, সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে পড়েছি। এ দিকে হাটের সময় বয়ে গেল।

আজিজ। হাট এখান থেকে কত দূর?

জেলাল। তোমার বাড়ী কোথায়?

আজিজ। বাজার কোথায় জানিনা ব'লে জিজ্ঞাসা করছ?

জেলাল। বিশ-পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে ওই এক বাজার। বিশ-পঞ্চাশ ক্রোশের গ্রাম থেকে এ বাজারে মালপত্র আমদানি-রপ্তানি হয়। তুমি খিজা সহর জান না?

আজিজ। তার চেয়েও দূরে আমার বাড়ী।

জেলাল। যাক্—অনেকটা সামলে নিয়েছি। কথা কইবার আমার আর সময় নেই। দাও ভাই ঝুড়িটা মেহেরবাণী ক'রে আবার আমার মাথায় তুলে দাও। হা অদৃষ্ট, এখনও ক্রোশখানেক পথ যেতে হবে। তোমার মত মেহেরবান ত আর পথে পথে আমার জন্য দাঁড়িয়ে নেই যে, বললেই মাথা থেকে এমনি করে মোটটা নামিয়ে দেবে।

আজিজ। তা একজনের পক্ষে অসাধ্য বোঝা মাথায় নিয়েছ কেন? দু'টো চারটে ফল কম ক'রে ত নিয়ে যেতে পারতে। এত লোভ কেন?

জেলাল। এ কি আর আমি নিয়েছি!

আজিজ। কে দিয়েছে?

জেলাল। সে সব কথায় কাজ নেই ভাই—সময় বয়ে যায়—নইলে তোমার সঙ্গে ব'সে ব'সে অনেক কথা কইতুম।

আজিজ। যে দিয়েছে, সে অতি নিষ্ঠুর। সে যদি তোমার বাপ হয়, তা'হলে দেখতে পেলে তাকেও আমি তিরস্কার করতুম।

জেলাল। বাপ কখন কি এত নিষ্ঠুর হতে পাবে?

আজিজ। ও—মনিব! তা হ'ক না কেন—মনিব! একটা উটের ভার যে মানুষের ঘাড়ে চাপাতে পারে, সে কখনও মানুষ নয়—সে প্রাণহীন পিশাচ।

জেলাল। না ভাই, কারও দোষ নয়। সব দোষ (ললাট স্পর্শ করিয়া) এই এর।

আজিজ। এ ভার কি শুধু আজ বহন করছ, না প্রত্যহ?

জেলাল। প্রত্যহ এই রকমই বটে! তবে আজ চরম। দাও ভাই, এই বারে তুলে দাও।

আজিজ। (ফলের ভাব উত্তোলনে চেষ্টা করিয়া) উঃ! এ কি এ! নামাবার সময় ততটা বুঝতে পারিনি! এ ভার তুমি যে মাথায় ক'রে এতটা পথ এনেছ, এই আশ্চর্য্য!

জেলাল। না আন্‌লে কি আর রক্ষা ছিল? বুড়োবুড়ী, ছেলেমেয়ে, নাতি নাত্‌নিতে পড়ে—

জেলাল। তোমাকে প্রহার করত?

জেলাল। না ভাই, অন্যায় করে ফেলেছি—মনিব খেতে পরতে দিচ্ছে, সে তার ইচ্ছামত খাটিয়ে নেবে। নসীব—নসীব!

আজিজ। তা তুমি এই নিষ্ঠুর মনিবের চাকরী ত্যাগ করনা কেন?

জেলাল। ত্যাগ! কি ক'রে করব?

আজিজ। ও! তুমি গোলাম।

জেলাল। গোলাম।

আজিজ। (স্বগত) এ দেখছি আমার রাজগর্ব্ব চূর্ণ করতে এসেছে।

জেলাল। কি ভাই, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

আজিজ। আরে ভাই, একটু ব'স।

জেলাল। ব'সব কি! আমার সঙ্গীদের হাট ক'রে ফেরবার সময় হ'ল!

আজিজ। হ'লেই বা তাতে তোমার কি! ব'স দোস্ত্—ব'স।

জেলাল। দোহাই মেহেরবান, তুলে দাও। নইলে—আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারছ না।

আজিজ। তোমার চেয়ে বুঝতে পারছি। তুমি ব'স—নির্ভয়ে ব'স।

জেলাল। (ফলভার উত্তোলনের চেষ্টা করিয়া) নাঃ! অদৃষ্টে আজ মৃত্যু আছে দেখছি!

আজিজ। একি দোস্ত! মনিবের নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছ—তখন অদৃষ্টেরইবা নিন্দা কর কেন? অদৃষ্টকে এতদিন শত্রুজ্ঞান করেছ, তাই দুঃখ পেয়েছ। অদৃষ্টকে ভাল বাস ভাই, অদৃষ্টও তোমাকে ভালবাসবে। তখন কোনও অবস্থায় তোমার আনন্দের অভাব হবে না।

জেলাল। তবে বসি?

আজিজ। সে কথা এখনও জিজ্ঞাসা করছ! বারংবার যে তোমাকে অনুরোধ কর্‌ছি ভাই? ব'স। তোমার মনিব এ সব জিনিষের নিশ্চয় একটা দর ধ'রে দিয়েছে?

জেলাল। তুমি কিন্‌বে নাকি ?

আজিজ। না কিনলে তুমি নির্ভয় হবে কিসে ?

জেলাল। তুমিত বিদেশী, দেখছি একা—এত ফল নিয়ে তুমি কি ক'রবে ?

আজিজ। যত পারি খাব—তোমাকে খাওয়াব। তার পর যে আসে তাকে দেব। তাতেও বাকী থাকে, পথে ছড়িয়ে দেব—পশুপক্ষীতে খাবে।

জেলাল। আমার জন্য তুমি এত লোকসান ক'র্‌বে ?

আজিজ। একি লোকসান ভাই! তুমিই আমার লাভ। আমি বিদেশী। এ নির্জ্জন দেশে কথা ক'বার একটীও মনের মত সঙ্গী পাইনি। ওঃ! আঙ্গুর, আখরোট, আনার, খেজুর, খোবানি, পেস্তা, খরমুজ খিরাই খাস্তা—করেছ কি দোস্ত! এ যে ঝুড়িতেই একটা হাট বসিয়েছ! বল—দর কত ?

জেলাল। বাজারে যে দিন যেমন দর। তবে তিন টাকার বেশী কোনও দিন পাইনি। আজ কিছু মালে বেশী। মনিবকে চারটে টাকা দিলেই খুসী হয়ে যাবে।

আজিজ। বেশ, আগে দামটা বেঁধে নাও। (মোহর দান)

জেলাল। একি! এ আমি নিয়ে কি করব ?

আজিজ। এর দাম ষোল টাকা। মনিবকে দিলে এত খুসী হবে যে, তোমার উপর অত্যাচার করাত দূরে থাক, উল্‌টে আজ তোমাকে আদর করবে।

জেলাল। না ভাই, এ আমি বুঝতে পারছি না, তুমি টাকাই দাও।

আজিজ। দেখি, টাকা আবার আছে কি না। আছে—ঠিক ঠিক চারটী টাকাই আছে। এই টাকাও নাও—এটাও নাও।

জেলাল। না দোস্ত, আমি এমন অন্যায় মুল্য নেব না।

আজিজ। নিতেই হবে দোস্ত। না নিলে আমি রাগ' করব। এটা তুমিই না হয় নাও।

জেলাল। আমি নেবো না। মনিব জান্‌তে পারলে চোর মনে করবে।

আজিজ। বেশ, তুমি না নাও, তোমার মনিবকেই দেবে।

জেলাল। কি পুণ্যে মনিব আজ এত টাকা পাবে ?

আজিজ। পুণ্য ? সে যে তোমাকে কিনেছে দোস্ত। এই তার পুণ্য !

জেলাল। ওঃ ! কত কাল মিষ্টি কথা শুনিনি।

আজিজ। কতকাল ভাই ?

জেলাল। ভাই ! দোস্ত বলেছ, আর জিজ্ঞাসা করনা। যদি কখন মুক্তি পাই ত বল্‌ব। নইলে নয়।

আজিজ। না কাজ নেই, বলে প্রয়োজন নেই। নাও ফলাহার কর।

জেলাল। তুমি খাও।

আজিজ। তুমি খাবে না ?

জেলাল। এক দিন খেয়ে মুখ নষ্ট করব কেন ? খেলে লোভ জন্মাবে। দেখ দোস্ত, এত অত্যাচারেও :এতকাল মনিবের কোনও অনিষ্ট করিনি। তার বাগানের একটী ফলও কখন মুখে তুলিনি।

আজিজ। তবে আর তোমাকে দোস্ত বলব কেন ? আমি কি বাজে লোককে বন্ধু করেছি !

জেলাল। তুমি দীনের বন্ধু।

আজিজ। আমি আবার তোমার চেয়েও দীন।

জেলাল। আমার চেয়েও দুঃখী আছে ?

(নেপথ্যে লিরিয়ানের গীত)

চ'লে তো গেছেরে সে দিবস-শেষে।

আজিজ। একি হ'ল বন্ধু, এ বনভূমে গায় কে ?

জেলাল। তাইত ! আমিও ত কখন শুনিনি বন্ধু ! জুম্মাবিবির বাগানে কে গাইছে !

আজিজ। জুম্মা বিবি কে ?

জেলাল। শ্রীজান বলে এক সময়ে এ দেশে এক বড় বাইজী ছিল। রাজা বাদসার মজলিসে তার গান হ'ত।

আজিজ। শুনেছি শুনেছি। জুম্মাবিবি তার কে ?

জেলাল। শুনেছি জুম্মাবিবি তার মা। সেই বুড়ী ওই বাগানে থাকে।

আজিজ। সেই কি গাইলে ?

জেলাল। সে অতি বুড়ী—তাকে ত গাইতে কখন শুনিনি।

(নেপথ্যে লিরিয়ানের গীত)

চলে তো গেছেরে সে দিবস-শেষে।
পড়ে আছে কাহিনী তার অজানা দেশে ॥
মনেতে পড়িলে তারে, জ্বালা আসে ভারে ভারে,
স্মৃতি (তার) কেন না মরে অনাহারে—
আমি ভিখারিণী সে ত জানে, তবে তার কথা কেন আনে,
এত দূরে মরু প্রবাসে ॥

আজিজ। আবার গাইছে—কি করুণ-কণ্ঠ ! বোধ হয় বড় ক্ষুধার্ত্ত, তোমার নাম কি দোস্ত ?

জেলাল। জেলাল।

আজিজ। যাও জেলাল ! কে গাইছে, সন্ধান ক'রে এস। দেখে এস, তোমার চেয়েও দুঃখী আর কেউ আছে কিনা ?

জেলাল। কেমন ক'রে যাব?

আজিজ। চেষ্টা কর। এই রুমাল নাও। এ থেকে কিছু উৎকৃষ্ট ফল নাও। নিয়ে ফল-বিক্রেতার মূর্ত্তিতে বাগানে প্রবেশ কর। দরের কথা তুলো না। যে দরে সে ফল কিন্‌তে চায়, সেই দরেই দেবে। বিনা মূল্যে দেবে। যাও।

[জেলালের প্রস্থান।

যাও ভাই, এখনকার মত বিদায়। রাজত্বের অহঙ্কারে আমি একান্ত অন্ধ ছিলুম। দুঃখীর হৃদয় দেখতে শিখিনি। তুমি আমার চক্ষু প্রস্ফুটিত করেছ।

(মুতাজেদের প্রবেশ)

মুতা। জাঁহাপনা!

আজিজ। কেও? উজীর! বুঝতে পেরেছি। আমার অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে রক্ষী রেখেছেন। অন্যায় করেছেন সাধু! আমি কি এত অশক্ত?

মুতা। শক্তির ভাণ্ডার আপনি। আপনাকে অশক্ত মনে কর্‌লেও যে মহাপাপ জাঁহাপনা!

আজিজ। তবে কেন বৃদ্ধ, রক্ষী স্বরূপে আমার পশ্চাদানুসরণ করেছ?

মুতা। প্রভু আপনি—তিরস্কারে আপনার অধিকার আছে। তবে মন্ত্রী আমি, আপনার অন্যায় কাজে অসন্তোষ :প্রকাশ করতেও আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আপনি জানেন, আমি প্রভুর জন্য ধর্ম্মত্যাগ করেছি,—এখন যদি প্রভু ত্যাগ করি, তাহ'লে এ দুনিয়ায় কি নিয়ে আমি থাকব সম্রাট? বিশেষতঃ যে প্রভু আমার পরিত্যক্ত ধর্ম্মকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সর্ব্বসম্পদ ত্যাগ ক'রে চলে এসেছেন, আমি তাঁকে পরিত্যাগ করব?

আজিজ। আপনি ধর্ম্মদ্রোহী নন—আপনি ধর্ম্মরক্ষক। আপনার এত প্রভুভক্তি!

মুতা। জাঁহাপনা, আমার অনুরোধ, আপনি এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে এখনই চলে যান।

আজিজ। কেন?

মুতা। (স্বগত) তাইত কি ক'রে সে কথা বলি! ওই সেই পূর্ব্ব কালিফের বিলাসক্ষেত্র জুম্মাবিবির উদ্যান। শ্রীজানবিবির সহিত তাঁর সে গুপ্ত প্রেমের কাহিনী ধার্ম্মিক পুত্রের নিকট কি করে ব্যক্ত করি! কিন্তু কালিফের মান রক্ষা করতে হ'লে ওঁকে কিছুতেই ও উদ্যানের দিকে যেতে দেওয়া হবে না। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা, করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌চি, এখন কোন কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না। গোলামের অনুরোধ রক্ষা করুন, আপনি এইখান থেকেই রাজধানীতে ফিরে যান।

আজিজ। আমি যে পিতৃব্যের এখনও কোনও সন্ধান পাইনি।

মুতা। পেয়েছেন বই কি জাঁহাপনা! আপনার এই অপূর্ব্ব ভৃত্য-বাৎসল্য কখন কি ঈশ্বরের কাছে উপেক্ষিত হয়। খোদা আপনার শ্রমের পুরস্কার দিয়েছেন।

আজিজ। কোথায় দিয়েছেন—কখন দিয়েছেন? হেঁয়ালীর মত কথা কইবেন না। স্পষ্ট বলুন—স্পষ্ট বলুন—কোথায় তাঁকে পেয়েছি।

মুতা। (চারিদিকে চাহিয়া) জাঁহাপনা! (করজোড়ে) তৎপূর্ব্বে এই বৃদ্ধ গোলামকে একবার ধরুন। মহাপাপ ভারে ভারে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রেছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

আজিজ। (ধরিয়া) বলুন।

মুতা। দুনিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাদশার ভাই এক হীন কৃষকের ভারবাহক!

আজিজ। ওই? জেলাল—ভাই! (উদ্যানের দিকে গমনোদ্যোগ)

মুতা। করেন কি—করেন কি! মান—দুর্জ্জয়ঃমান—আগে দুনিয়ার অজ্ঞাতসারে তাকে দাসের অবস্থা থেকে মুক্ত করুন।

আজিজ। আপনি ঠিক জেনেছেন?

মুতা। যদি ঠিক না হয়, তাহ'লে এই অকর্ম্মণ্য গোলামের স্থান ওই যুবককে প্রদান করবেন। আপনি আর এখাঁনে এক লহমাও দেরী করবেন না। এই!

(রক্ষীর প্রবেশ)

ঝুড়ি উঠাও।

(রক্ষীর ঝুড়ি উঠাইবার চেষ্টা)

মুতা। বেটা জাঁহাপনার কাছে আমাকে অপ্রস্তুত কর্‌লি! এ ঝুড়িটা তুলতে পারলিনি? এই ক্ষমতা নিয়ে জাঁহাপনাকে রক্ষা করতে এসেছ।

১ম রক্ষী। হুজুরালি! এমন লোক দেখিনি যে, এই ঝুড়িটা একা তুলতে পারে।

মুতা। দেখিস্‌নি বেটা, দেখিস্‌নি? (ঝুড়ি ধারণ)

আজিজ। হাঁ হাঁ দোহাই হুজুর—মারা যাবেন—মারা যাবেন।

মুতা। (ঝুড়ি উত্তোলন করিয়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক) প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত! ঈশ্বর! এতকাল পরে মাথার যাতনার উপশম হ'ল। এইবারে আমার বুকের যাতনা নিবারণ কর।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

জুম্মা বিবির উদ্যান।

লিরিয়ান।

লিরি। তাইত! এমন কঞ্জুষ ডাইনীর খর্পরে পড়েছি যে না খেয়ে শেষে আমাকে মরতে হ'ল! এত সুন্দর সুপক্ক ফল আমার সুমুখ দিয়ে নিত্য লোকে নিয়ে যাচ্ছে, তার একটা চোখে পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠা আমাকে দেখতেও দিলে না! আমার ঘরের পিপীলিকা পর্য্যন্ত যে পূতিগন্ধময় ঘৃণাকারজনক খাদ্য স্পর্শ করে না, পাপিষ্ঠা বৃদ্ধা নিত্য সেই খাদ্য আমার মুখের কাছে উপস্থিত করছে। আক্ষেপ আর কি করব! আমি বুঝ্‌তে পারছি, ঘৃণিতা পিশাচী-মূর্ত্তি নর্ত্তকী অনাহারে আমাকে বশীভূত করবার চেষ্টায় আছে। তাইত! কি করলুম। দারুণ বিপন্না হয়ে পিতৃশত্রুর পুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করলুম, শুধু অপমান লাঞ্ছনা উৎপীড়ন প্রাপ্তিই আমার সার হ'ল। কালিফ! দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদসার অহঙ্কার কি আজ আশ্রয়-ভিখারিণী শত্রু-কন্যার নিষ্পীড়নেই নিজ প্রতিষ্ঠা রক্ষা করলে!

(জুম্মা বিবির প্রবেশ)

জুম্মা। সাজাদী!

লিরি। পাপিষ্ঠা! আগে আমাকে খাদ্য দে।

জুম্মা। (হাস্য করিয়া) পেটের জ্বালা এই বারে অনুভব হ'চ্ছে?

লিরি। না খাইয়ে মারিস্ নি—দোহাই, আমার প্রাণ অনাহারে কণ্ঠাগত হ'য়েছে।

জুম্মা। খাদ্য তোমার চারিদিকে স্তূপাকারে সজ্জিত র'য়েছে। তুমি না খেলে তার জন্য কি দায়ী আমি? সদুত্তর দাও—উত্তর শেষ না হ'তে

হ'তে এখনি সুভোজ্য আহার তোমার সম্মুখে উপস্থিত হবে। সুলতানের দূত এখনও তোমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

লিরি। উত্তর ত বহুবার দিয়েছি।

জুম্মা। সে উত্তরের যোগ্য আহাবও বহুবার তোমার মুখের কাছে

(ফল হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ)

উপস্থিত হয়েছে। এই নাও, সম্মুখে বাদসাকন্যার মুখে তোলবার উপযুক্ত ফল। উত্তব দাও, আমি কাছে বসিয়ে তোমাকে আহার করিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

লিরি। জীবন যায়, সেও স্বীকার, তবু আমি সেই নর্ত্তকীর বংশধরকে এ দেহ স্পর্শ করতে দেব না।

জুম্মা। যা বাঁদী, ফল নিয়ে চলে যা।

লিরি। দেখ্ নর্ত্তকী, বৃদ্ধা ব'লে এখনও তোর সম্মান রাখ্‌ছি।

জুম্মা। সম্মান তোমায় রাখতে হবেনা। শুন দাম্ভিকা, এই বৃদ্ধা নর্ত্তকী হ'তে বরং সমরখন্দের সুলতান-বংশের সম্মান রক্ষা হয়েছে।

লিরি। অনন্তকাল ধরে অনেক পুরুষকে যেরূপ জগতের চক্ষে অপূর্ব্ব সম্মান দিয়ে এসেছিস্, এও কি সেই রকম সম্মান দান না কি নর্ত্তকী?

জুম্মা। তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে আসিনি। বল, উত্তর দেবে কিনা?

লিরি। উত্তর একদিন স্বহস্তে দানিয়েলকে দিয়েছি।

জুম্মা। এই বাঁদী, ফল নিয়ে যা।

লিরি। দোহাই—যেয়ো না! আমি ক্ষুধার পীড়নে মৃতপ্রায় হয়েছি।

জুম্মা। ওসব কান্না আমি শুনতে আসিনি। তুমি আমাকে কি তিরস্কার করবে? আমি নিজেই বলছি, আমি হৃদয়-হীনা নর্ত্তকী।

চোখের জল ফেলে আমাকে কাতর করবার আশা ক'র না। যদি ফল খেতে চাও, উত্তর দাও।

লিরি। তবেরে পিশাচী, দিবিনি। (ফল গ্রহণের চেষ্টা)

জুম্মা। বটে! কে আছ—এই দাম্ভিকাকে আবদ্ধ কর।

(খোজা প্রহরিগণের প্রবেশ)

আবদ্ধ কর। আমার এই নবাব-বাদসার এক সময়ের আনন্দ কানন। এখানে এ দাম্ভিকার ঔদ্ধত্য আমার সহ্য হচ্ছে না। ঔদ্ধত্যের অনুযায়ী পরিচ্ছদে এর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত কর। (নীল পরিচ্ছদে লিরিয়ানের অঙ্গাবরণ) যাও সাজাদী, এখন এই বাগানের মধ্যে মনের আনন্দে ইচ্ছামত বিচরণ কর! তোমার দম্ভের যোগ্য খাদ্য এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লিরি। শোন পাপিষ্ঠা, আমাকে আয়ত্তে পেয়ে আমার যে লাঞ্ছনা ক'রছিস্, যদি কখন দিন পাই—

জুম্মা। (হাস্য করিয়া) সকলের চেয়ে ভাল দিন পাওয়া ত কালিফের আশ্রয়? তবে শোন সাজাদী! কালিফ তোমার সমরখন্দের প্রাসাদে হয়ত এক দিন প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু এই বৃদ্ধা নর্ত্তকীর এই বাগানে তার অনুমতি বিনা তাঁরও প্রবেশের সামর্থ্য নাই। (প্রস্থানোদ্যোগ) আরও শোন। সাহায্যের প্রার্থনায় যদি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তার কি ফল হবে, তোমাকে শুনিয়ে রাখি। শুনিয়ে কেন, দেখিয়ে রাখি। দেখ সুলতান-নন্দিনী, ঐ মুণ্ড গুলি দেখ্‌তে পাচ্ছ?

লিরি। হা আল্লা, একি করেছিস্ শয়তানী?

জুম্মা। এই হতভাগ্যেরা তোমার গান শুনে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে এ বাগানে প্রবেশ করেছিল। জুম্মাবিবির বাগানে তার বিনানুমতিতে প্রবেশের এই ফল। এখন বুঝে কার্য্য কর। আয় তোরা।

[লিরিয়ান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লিরি। আক্ষেপ করবার দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর কেন লিরিয়ান চোখের জল ফেলিস? তোর হৃদয়-যাতনার উচ্ছ্বাস চোখের তারকা ভেদ ক'রে অন্ধকারে অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে উত্তপ্ত বুকে আছাড় খাচ্ছে, পড়ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। এই ঘনকৃষ্ণ পরিচ্ছদের আবরণে তুই নিজেও আর আপনাকে দেখ্‌তে পাবি না। আর কাঁদিস্‌নি লিরিয়ান, রোদনে ক্ষান্ত দে।

(জেলালের প্রবেশ)

জেলাল। তাইত! একি! একি মানুষ না প্রেত, না প্রেতিনী! এই কি খাই খাই ক'রে এ বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

লিরি। এ কি! এ আবার কোন্ হতভাগ্য মরতে বাগানে প্রবেশ করলে? ম'ল! তীব্র দৃষ্টি নিয়ে নির্দ্দয় প্রহরী বাগানের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেলেই হতভাগ্যকে এখনি দুনিয়া ছাড়তে হবে।

(ইঙ্গিতে স্থান ত্যাগের আদেশ)

জেলাল। এই বটে—এই বটে! নইলে চলে যেতে ইসারা করবে কেন? (*অগ্রগমন ও লিরিয়ানের ইঙ্গিতে নিষেধ) আমি শুনেছি। বুঝেছি—সে তুমি। কে তুমি, কেন এমন ভাবে তুমি, তা আমি জানি না। জানবার আমার প্রয়োজনও নেই। তুমি কেবল একটীবার বল— তুমিই গান ক'রে ক্ষুধার কাতরতা প্রকাশ করেছ কিনা। (লিরিয়ানের ইঙ্গিত) আমার মৃত্যু হবে? এই ভয়ের কথা বলছ? তা হ'ক, সে ভাবনা তুমি ভেবোনা। তুমি একবার বল—কথা না কও, ইঙ্গিতেই বল—তুমি ক্ষুধার্ত্ত কি না? ক্ষুধার্ত্ত? তাহ'লে এই নাও। আমি তোমারই মতন দুঃখী—না না তুমি অধিক দুঃখী। আমি খেতে পাই—পেট ভরে খেতে পাই—তুমি পাও না। আমি দুনিয়ার মূর্ত্তি দেখতে পাই, তুমি সে অধিকার থেকেও

বঞ্চিত।' নাও—নাও, না নিলে যাবনা। (লিরিয়ানের ইঙ্গিত) মৃত্যু? আসুক। তুমি এই দরিদ্রের উপহার না নিলে আমি তোমারই সুমুখে উচ্চ চীৎকারে মৃত্যুকে ডেকে আন্‌ব। নাও—নাও—না, মাটীতে রাখব না। অন্ততঃ এই ফল থেকে একটা নিয়ে আহার কর। বুঝবো তোমার জীবন রক্ষা হ'ল। বুঝ্‌ব সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ক'রে এই যে কাঁটার বেড়া পার হয়ে এসেছি, তা আমার সার্থক হয়েছে। (লিরিয়ানের ফলগ্রহণ) খোদা! আজ আমার জীবনের সমস্ত আক্ষেপ মিটে গেল।

(নেপথ্যে জুম্মা)। বাঁদী! দাম্ভিকাকে এইবাবে তার যোগ্য খাবার দিয়ে আয়।

লিরি। (ইঙ্গিতে জেলালকে স্থানত্যাগের আদেশ করিল)

জেলাল। না, আর থাকব না—আমার মনোবথ পূর্ণ হয়েছে।

[অভিবাদন ও প্রস্থান।

লিরি। তাইত! হে অজ্ঞাতকুলশীল কৃষকবেশী বান্ধব! তুমি কোথা থেকে এলে? দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তিমান সম্রাট, যার অভাগ্য রুদ্ধ গৃহদ্বাবের কবাট ভাঙতে প্রতিশ্রুত হয়েও আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে পারলেনা, তুমি, তুমি কোথা থেকে কেমন করে এক মুহূর্ত্তে তার হৃদয়-দ্বারে করুণার মৃদুকরস্পর্শে এ শতধা-ভগ্ন-হৃদয়ে শিহরণ ঢেলে চলে গেলে। হে অজ্ঞাত-কুলশীল কৃষকবেশী মৃত্যুজয়ী বান্ধব! তুমি শুধু আমার জীবন রাখলে না! অভিমানী রাজার অভিমানিনী নন্দিনীর দম্ভও তুমি আজ বজায় রেখে চলে গেলে। অপবিত্রা নর্ত্তকী-দত্ত অন্ন আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করিনি। আজ না ছুঁয়ে থাকতে পারতুম না। স্বর্গ থেকে মূর্ত্তিধরা-করুণা নেমে এসেছে। কৃষক! কথা কইতে পারলুম না—আর যদি কখন দেখা হয়, কইতে পারব কি না জানি না। এই নতজানু, সুলতান-দুহিতার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মাসুদের-গৃহ-প্রাঙ্গণ।

মাসুদী ও তাহার পুত্র কন্যাদি।

মাসুদী। আজ তোমাকে পেলে তোমাব হাড আর মাস যদি এক না করি, তা হ'লে আমার নাম মাসুদীই নয়। যা যা, খুঁজে আন্, যেখানে সয়তানকে দেখ্‌তে পাবি, গলায় রস্থুরী দিয়ে টেনে আন্‌বি।

[পুত্রগণের প্রস্থান।

আজ্ আর তার কোন কথা শুনিস্ নি। একবিন্দু দয়া দেখাস্‌নি। ম'রে যায় যাক। এমন বদ্‌মায়েস্ গোলামকে আর রাখ্‌ছিনি। (নেপথ্যে কোলাহল) হাঁ হাঁ, ঠিক হয়েছে, ধ'রে আন্।

(জেলালকে ধৃত করিয়া পুত্রগণের প্রবেশ)

সকলে। মারো, কাটো, টুক্‌রো টুক্‌রো কর। (ইত্যাদি কোলাহল)

জেলাল। আমাকে কথা কইতে দাও—কথা কইতে দাও।

(মাসুদের প্রবেশ)

মাসুদ। কি হয়েছে, কি হয়েছে ?

মাসুদী। কি তোমায় মাথা-মুণ্ডু বলবো ; পাড়ায় গিয়ে জেনে এস, কি আমাদের ক্ষতি করেছে। ফলের বোঝা মাথায় ক'রে সয়তানকে আজ হাটে পাঠিয়েছিলুম জান ? অত ফল আর কোন দিন দিই নি। সেই সমস্ত ফল রাস্তায় ছড়াছড়ি করেছে। সেই ভাল ভাল আঙ্গুর, ডেবডেবে আখরোট, জালার মত আনার, বেদানা, খোবানী, পেস্তা সব—সব—পাড়ায় সমস্ত লোক বল্‌ছে। তারা সব হাটে বেচা-কেনা ক'রে ফিরে এলো। ওকে কোথায়ও দেখতে পায়নি।

মাসুদ। বটে ?

মাসুদী। ঝুড়ি পর্য্যন্ত লোপাট। পথময় ফল ছড়াছড়ি। সব ছোঁড়া ছুঁড়িরে দু'পাঁচটা ক'রে কুড়িয়ে এনেছে।

জেলাল। না না (সকলে চোপ্‌ চোপ্‌ ইত্যাদি ও প্রহার) দোহাই, আমাকে বলতে দাও।

মাসুদ। হাঁ হাঁ, মার কেন, গরীবের ছেলেকে মার কেন ? অন্যায় ক'রে থাকে, থলের ভেতর পূরে মুখ না বন্ধ ক'রে জলে ফেলে দাও।

জেলাল। আহা হা! কর্ত্তার কি দয়া! কিন্তু দয়াময়! তা করলে যে (গেঁজে হইতে টাকা বাহির করিয়া) এ'কটাও সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়ে যাবে।

মাসুদ। ওকি! ফলের দাম ?

জেলাল। হুঁ উ-উ—ব্যস্, একটু সাম্‌লে নি।

মাসুদ। ফল বেচেছিস্‌ ?

মাসুদী। আঃ হতভাগা, তাই আগে বল্‌লিনি কেন ? আর তোদেরও ধিক্। কি বলে—আগে শুনতে হয়, না শুনেই হৈ চৈ ক'রে মর্‌ছে।

সকলে। তাই ত' রে, বেচে এসেছিস্ যে! কাজটাত অন্যায় হয়ে গেছে।

মাসুদ। ক' টাকা—দুই? বাবা! তোরা অতি পাজী, বিনা অপরাধে ছোঁড়াটাকে মারলি। আমার আসবার পর্য্যন্ত দেরী তোদের সইলো না? উঠে আয় জেলাল, উঠে আয়। আবার কি, তিন টাকা!

সকলে। তাইত! এ আবাব টাকা বাব করে যে রে! এ যে ভারী দাঁওয়ে বিক্রী করেছে দেখছি।

মাসুদী। তাই ত! জেলাল্! একবার মুখ থেকে এ কথাটা বাব করলি নি কেন, যে, বেচে এসেছি!

জেলাল। আগে কি কথা কইতে দিলে গিন্নি? বাড়ীতে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই ছেলে-পুলে, নাতি-নাতনীতে ঘাড়ে পড়ে ঠ্যাঙ্গাতে সুরু কর্‌লে, কথা বলি কখন্?

মাসুদ। ও কি! আবার টাকা! চার? কোথায় বেচলি, কাকে বেচলি, আবার—আবার ও কি?

জেলাল। দেখ না। চোখেব কাছে নিয়ে দেখ—গিন্নি দেখুন, বাবা সাহেবেরা দেখুন।

মাসুদ। তাই ত! এ যে মোহর! কোথায় পেলি জেলাল? আমার সন্দেহ হচ্ছে, চুরি করেছিস্ নাকি?

জেলাল। না না, বেচেছি, বেচেছি। যে দাম দিয়েছে, সে তোমাকে দেখ্‌তে পেলে আরও দু-পাঁচটা মোহর বক্‌সিস্ দিতো! আমার মুখে তোমার গিন্নীর আর সব ছেলে-মেয়ে-নাতীদের দয়াব কথা শুনে সে একেবারে গলে গেছে।

মাসুদী। এখনও আছে?

জেলাল। থাক্‌তে পারে।

মাসুদী। তবে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ কেন মিন্‌সে, যা না। যদি বকসিস্ দেয় ত নিয়ে আয় না।

মাসুদ। কমবখ্‌তি! এখনও তোর মোহের ঘোর ভাঙ্গল না? নির্দ্দোষকে সকলে পড়ে চোরের মার্ মার্‌লি। একটুও মনে আঁচড় লাগ্‌লো না! বক্‌সিসের কথা শুনে সব ভুলে গেলি। কোথায় যাব? বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না, এই এক টাকার মালে যে বিশ টাকা দিয়েছে, সে কি তোর ফলের বাহার দেখে দিয়েছে? এই নিরপরাধকে তোরা বিশ বৎসর ধ'রে যে যন্ত্রণা দিয়েছিস্, সেই সব অত্যাচার এর চোখের ভেতর দিয়ে কোন মেহেরবানের চোখকে দরখাস্ত করেছে। আজ তোদের পাপের ভরা পূর্ণ। যা, এখান থেকে সব দূর হ, নইলে মর্‌বি।

[মাসুদ ও জেলাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জেলাল!

জেলাল। হুজুর!

মাসুদ। তোমার উপর এরা কি আজ বড় অত্যাচার করেছে?

জেলাল। কেন হুজুর, আজ এ কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ?

মাসুদ। না জেলাল, আমাকে তুমি হুজুর ব'লো না। তুমি আমার ক্রীতদাস নও।

জেলাল। তবে?

মাসুদ। তোমার কি কিছু মনে আছে?

জেলাল। আছে, এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমাকে এখানে রেখে গিয়েছিল।

মাসুদ। সে তোমাকে এখানে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল, আমি কিন্‌তে চেয়েছিলুম, সে বেচেনি।

জেলাল। সে ত আমায় কিনেছিল।

মাসুদ। সে ম'রে গেছে। যাবার সময় সে ব'লে গিয়েছিল, তোমার দ্বারা একদিন না একদিন আমি লাভবান্ হব।

জেলাল। কই, লাভবান্ ত হওনি?

মাসুদ। আজ হয়েছি। তোমার পূর্ব্ব-জীবন কিছু জান?

জেলাল। ক্ষীণ স্মৃতি।

মাসুদ। আজ লাভবান্ হয়েছি। অতি নিষ্ঠুর সংসারের মালিক আমি। তারা তোমার উপর বড়ই অত্যাচার ক'রেছে। আমিও ক'রেছি, অথবা তারা আমাকে দিয়ে জোর ক'রে অত্যাচার করিয়েছে। অশক্ত গৃহস্বামীর যা দুরবস্থা। পুত্র-পৌত্র পরিবারের অধীন হ'য়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজ আমাকে ক'র্‌তে হ'য়েছে! আজ সেই কর্ম্মফল পেকেছে, মাটীতে পড়্‌বার উদ্যোগ ক'র্‌ছে। জেলাল! এ কালিফের রাজ্য, তোমার উপর অত্যাচারের কথা তাঁর কাণে উঠ্‌লে, কোন্ কালে জাহান্নমে যেতুম। আমি গাঁয়ের মোড়ল। এইজন্য এ কথা কাল্‌কের রাত্রি পর্য্যন্ত গ্রামের বাইরে যায় নি। আজ গেছে। ফল—মৃত্যু! জেলাল, মৃত্যুই আমার লাভ।

জেলাল। না, না বৃদ্ধ! কোন ভয় নেই। তোমাদের এ অত্যাচার নয়, করুণা। এই অত্যাচারের ফলেই আমি সেই মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি, জীবনে প্রথম শান্তিলাভ ক'রেছি।

মাসুদ। ঐ কে আস্‌ছে, তুমি শীঘ্র ঘরে যাও। তোমায় এ অবস্থায় কেউ দেখ্‌লে আমার বড়ই বিপদ হবে।

[জেলালের প্রস্থান।

(মুতাজেদের প্রবেশ)

মুতাজেদ। তোমারই নাম মাসুদ মিয়া?

মাসুদ। হুজুর! আপনি কে?

মুতা। সে পরে জান্‌তে পার্‌বে।

মাসুদ। গোলামের ঐ নাম।

মুতা। তুমিই গাঁয়ের মোড়ল?

মাসুদ। আজ্ঞে হুজুরালি!

মুতাজেদ। তোমায় মোড়োলি দিয়েছে কে?

মাসুদ। সাহান সা বাদসার লড়াইয়ের গোলামীতে এই মোড়লি পেয়েছি।

মুতা। তুমি যুদ্ধ কখনও করেছিলে?

মাসুদ। ক'রেছিলাম হুজুরালি।

মুতাজেদ। বিশ্বাস হয় না।

মাসুদ। আজ্ঞে জনাবালি, লড়াই এখনও ক'র্‌ছি। তবে দুষ্‌মনের সঙ্গে লড়ায়ে কখন হেরেছি, কখন জিতেছি। সংসারে আপনার জনের সঙ্গে লড়া'য়ে কেবল হেরে ম'র্‌ছি।

মুতাজেদ। তা হ'লে আমার কথা বুঝতে পেরেছ?

মাসুদ। পেরেছি। আজ আপনি আমার নির্দ্দয় ব্যবহারের শস্ত দিতে এসেছেন?

মুতাজেদ। কেমন ক'রে বুঝ্‌লে?

মাসুদ। মন ব'লছে। আজ আমার অত্যাচারের চরম হ'য়েছে।

মুতাজেদ। ওরে, ফলের ঝুড়ি নিয়ে আয়।

মাসুদ। আর আন্‌তে হবে না খোদাবন্দ, আমাকে শাস্তি দিন্।

মুতা। শাস্তি দিতে হ'লে শুধু তোমাকে দিলে হবে না। তোমার যে যেখানে আছে, তাদের দিতে হবে। তার পর গ্রামকে দিতে হবে। তার পর দেশের শাসনকর্ত্তাকে দিতে হবে। এতকাল ধ'রে একজন

নিরীহ যুবকের উপর এত অত্যাচার। এ কেউ দেখে একটা কথা কয় নি! গোলাম ব'লে কি সে মানুষ নয়?

মাসুদ। না খোদাবন্দ, গচ্ছিত।

মুতা। তা হ'লে তোমার আর মাপ্ নেই। এই—

(প্রহরীগণেব প্রবেশ)

এই দুরাত্মাকে বন্দী কর। (মাসুদকে বন্ধনোদ্যোগ)

(নেপথ্যে করুণ কোলাহল)

ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ও বাবা, এত চীৎকার! বেটাবেটীদের অত্যাচার যেমন, চীৎকার ততোধিক। যা! ছেড়ে চলে যা! (প্রহরিগণেব প্রস্থান) মাসুদমিয়া, তুমি মহান্ কালিফের মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ করেছ। তোমাকে, তোমার পরিবারবর্গকে, এমন কি, তোমাব গ্রামকে পর্য্যন্ত শাস্তি দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু দিলুম না। কেন দিলুম না জান? তোমাদের শাস্তি দিলে জগদ্‌বাসী এ অত্যাচারের কথা জান্‌তে পাব্‌বে। কালিফের দুর্নাম হবে। তাঁর প্রজাদের মধ্যে আর কেউ আচরণে এরূপ নীচতা দেখায় নি। কেবল তুমি দেখিয়েছ, সেইজন্য তোমাকে একবার ভাল হবার অবকাশ দিলুম। তুমি ওই যুবককে মুক্ত কর।

মাসুদ। আজ থেকে সে মুক্ত হলো খোদাবন্দ! জেলালুদ্দিন!

(জেলালের প্রবেশ)

আজ থেকে তুমি মুক্ত।

জেলাল। কি বৃদ্ধ! তুমি কি আমাকে মুক্তি দিতে এসেছ?

মুতাজেদ। আপনার মুক্তি আপনাবই হাতে, আমি দেব কেন মিয়া সাহেব?

জেলাল। কই, আমি ত এখনও নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি!

মাসুদ। না না, তুমি মুক্ত, তুমি মুক্ত। জেলালুদ্দিন! আর তোমার আমাদের সঙ্গে কোন বন্ধন নেই।

জেলাল। না না, আমি মুক্ত নই, আমি মুক্ত নই। জেলালুদ্দীন আজও তার প্রভুর করুণার বন্ধন ছিঁড়তে পারে নি।

মুতাজেদ। এ আপনি কি ব'লছেন মিয়া?

জেলাল। আমি ঠিক ব'ল্‌ছি। আমি তোমাকে কখন দেখিনি। তুমি মাঝখান থেকে এসে আমাকে মুক্ত ক'র্‌বার কে?

মুতাজেদ। এরা আপনার উপর বড় অত্যাচার ক'রেছে, তাই শুনে আপনার বন্ধু আমাকে এদের কাছে আপনার মুক্তির জন্য পাঠিয়েছেন।

জেলাল। কি হুজুর!

মাসুদ। আমি আর তোমার হুজুর নই। দোহাই জেলালুদ্দীন, ও কথা আর মুখে উচ্চারণ ক'রো না।

জেলাল। আমাকে কি তুমি পরিত্যাগ ক'র্‌তে চাও।

মাসুদ। তোমাকে আট্‌কে রাখ্‌তে আর আমার অধিকার নেই।

জেলাল। এতকাল তোমার ঘরে যে প্রতিপালিত হলুম। এতটুকু বালক থেকে এই যে তোমরা আমাকে এত বড় ক'রে তুল্‌লে? তোমরা মেরে ফেল্‌লে আজ আমাকে কে উদ্ধার ক'র্‌তে আসতো? সে ঋণ শোধ না হ'লে, আমি কেমন ক'রে মুক্ত হব?

মুতাজেদ। আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি, কত টাকা দিতে হবে, বলুন, আমি দিচ্ছি।

জেলাল। বেশ, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা যদি এই বৃদ্ধকে দিতে পার, তবেই বুঝ্‌ব, বৃদ্ধের কাছ থেকে আমি মুক্ত।

মুতাজেদ। এখনি দেব' এখনি দেব'। ওরে! এক থলে!

মাসুদ। জেলালুদ্দীন! কে তুমি? ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিস্বরূপ শক্ত

অত্যাচার সহ্য ক'রেও কে তুমি আমার ঘরে লুকিয়ে ছিলে? তাই ত! এক দিনের জন্যও ত আমরা কেউ তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'রিনি।

(মুদ্রার থলি লইয়া অনুচরের পুনঃ প্রবেশ)

ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমি চাই না। জেলাল, আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে ক্ষমা কর। তোমার মুক্তি হ'লো, কিন্তু তুমি ক্ষমা না ক'র্‌লে এ নরাধমের মুক্তি নেই, তার বংশের কারও মুক্তি নেই। ওরে, চ'লে আয়, চ'লে আয়—

(মাসুদী ও পুত্র-কন্যাদির প্রবেশ)

ক্ষমা, জেলালের কাছে ক্ষমা চা, হাঁটু গেড়ে, হাঁটু গেড়ে, নইলে তোদের মুক্তি নেই, মুক্তি নেই।

সকলে। জেলাল! আমাদের ক্ষমা কর।

জেলাল। করুণা—করুণা—তোমাদের করুণা! তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। বৃদ্ধ, এতক্ষণে আমি মুক্ত হলুম্। তুমি ফিরে যাও। গিয়ে বন্ধুকে আমার অভিবাদন দাও।

[পুত্র, পৌত্র ও মাসুদীর প্রস্থান।

মুতা। সে কি জনাবালি, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

জেলাল। তোমার সঙ্গে কোথায়? মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত স্মৃতি অনন্ত বিষাদ উপঢৌকন নিয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত। মাসুদ মিয়া! সত্য ব'ল্‌ছি, তোমাদের পীড়ন আমাকে সব ভুলিয়ে বড় সুখে রেখেছিল। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সব জেগে উঠল! যাও বৃদ্ধ! বন্ধুর কাছে ফিরে যাও—আমার অভিবাদন দাও। দিয়ে বল, আমি আমার চেয়েও একজন দুঃখীর সন্ধান পে'য়েছি। যতদিন না তাকে মুক্ত কর্‌তে পার্‌ছি, তত দিন আমার এ মুক্তি মুক্তি নয়, দৃঢ়তর বন্ধন। তবে আসি মিয়া, সেলাম।

মুতা। কোথায় যান—কোথায় যান—হুজুরালি!

জেলা। পথ রোধ ক'র না বৃদ্ধ! আমার এই কথা তাকে বল, বল্লেই বন্ধু বুঝ্‌তে পাব্‌বে। পথ রোধ ক'র না—পথ রোধ ক'র না; সেলাম্—সেলাম্—সেলাম্।

[সকলকে অভিবাদন ও প্রস্থান।

মুতা। এ কি হ'ল—এ কি হ'ল! অনুসরণ কর—অনুসরণ কর। ছুটে যা—ছুটে যা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইস্তাম্বুল—নগর-প্রান্তস্থ গৃহ।

মমিন্ খাঁ।

মমিন। যাক্—ফাঁড়া কেটে গেছে। আমার ইস্তাম্বুলে প্রবেশ সহরবাসী কেউ জান্‌তে পারেনি। সমরখন্দ থেকে একটা তুচ্ছ পাল্‌কীর ভেতরে দীনার বেশে তাদের ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বরীকে নিয়ে এসেছি, এ যদি তারা ঘৃণাক্ষরেও বুঝ্‌তে পারত, তাহ'লে এত দিনে প্রচণ্ড কোলাহলে নগর পূর্ণ হ'য়ে যেতো। কিন্তু কি কর্‌ব। এখনও যে মনকে বুঝিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিনা। দীন আল্ আমীনের কন্যার সৌভাগ্যচিন্তায় আমি আত্মহারা হয়েছি। জীবনে যে কার্য্য মনে আন্‌তেও আমার ঘৃণাবোধ হয়েছে, আমি এই বৃদ্ধ বয়সে সাধু আল্ আমীনের কাছে সৎশিক্ষা পেয়েও তারই কন্যার জন্য সেই প্রতারণাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। সে সাধু ত জানে না! জান্‌লে ত এ কার্য্যে সুখী হবে না। প্রতারণা কেন? এই অপূর্ব্ব রূপের জন্য প্রতারণার প্রয়োজন কি? সরল ভাবে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ ক'রে কালিফকে যদি এ রূপ দেখাই, তাহ'লে কালিফ কি আমীরণকে পত্নী বলে গ্রহণ কর্‌বেন না? যদি না করেন, দরিদ্র, অজ্ঞাত-কুলশীলের কন্যা বলে অবজ্ঞার সহিত মুখ ফিরিয়ে চলে যান? তাইত আমীরণ, তোর মায়াতে যে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়্‌লুম্।

(আমীরণের প্রবেশ)

আমী। আর কত দিন এখানে থাক্‌বেন জনাবালি?

মমিন। কেন মা! তোমার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে?

আমী। এ রকম গোপনভাবে থাক্‌বার প্রয়োজন কি? ইস্তাম্বুলে ত এসেছি?

মমিন। থাক্‌বার কিছু প্রয়োজন আছে।

আমী। কি প্রয়োজন?

মমিন। আমি কালিফের ইস্তাম্বুলে প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় ব'সে আছি।

আমী। কালিফ কোথায়?

মমিন। কোথায় তা জানি না। সহরের লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি, তারাও জানে না।

আমী। তাহ'লে কালিফ কবে ফিরবেন, তাও কেউ বল্‌তে পারে না?

মমিন। বেশী দিন কি রাজ্যেশ্বরের রাজধানী ছেড়ে থাকা চলে?

আমী। ছ'মাস যদি তিনি না ফেরেন, তা'হলেও কি এই অবস্থায় আমায় থাকতে হবে?

মমিন। আমার তাই ইচ্ছা।

আমী। কেন?

মমিন। এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রনা।

আমী। কেন জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব না জনাবালি?

মমিন। দোহাই মা, জিজ্ঞাসা ক'বনা। আমি কালিফের সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে বেড়াচ্ছি।

আমী। বেশ, আমি এখন কি ক'র্‌ব আদেশ করুন।

মমিন। মা, দেখ্‌তে পাচ্ছ, সহরের এক প্রান্তে নির্জ্জন উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি। অনুচরবর্গকেও দূরে রেখেছি—পাছে তোমাকে

কেউ দেখে। যতদূর সাধ্য গোপনে থাকাই তোমার পক্ষে এখন মঙ্গল-জনক।

[উভয়েব প্রস্থান।

(আমজেদের প্রবেশ)

আম। কি সব্‌দার, গরীব একবার দেখে চক্ষু সার্থক কর্‌বে, তাও তাকে ক'র্‌তে দেবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে গরীবকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে এসেছ! কইগো কোথায় তুমি, কোথায় তুমি। বা! বা! তুমিও আমাকে লুকিয়ে—তুমিও আমাকে লুকিয়ে?

(মমিন খাঁর সহিত আমীরণের প্রবেশ)

না! একি! কে তুমি?

মমিন। প্রশ্ন ক'রনা, বালিকাকে প্রশ্ন ক'র না সর্‌দার।

আম। অ্যাঁ একি মমিন খাঁ!

মমিন। যদি মর্য্যাদা রাখ্‌তে চাও, তাহ'লে আর একটীও কথা কয়োনা। যদি জান্‌তে চাও, তাহ'লে সমরখন্দে ফিরে যাও। সেখানে রাজাকে প্রশ্ন কর। রাণীকে প্রশ্ন কর।

আম। হা আল্লা, একি হ'ল! একি সর্ব্বনাশ হ'ল!

[প্রস্থান।

আমী। ব্যাপার কি জনাবালি? ও আমাকে দেখে অমন ক'রে শিউরে উঠল কেন?

মমিন। ব্যাপার ব'ল্‌বার এইবারে সময় হ'য়েছে। আর রহস্য গোপন থাকবে না। চঞ্চল হ'য়োনা, স্থির হ'য়ে শোন আমীরণ! আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না কালিফ তোমাকে গ্রহণ ক'র্‌বেন কি প্রত্যাখ্যান ক'র্‌বেন!

আমী। প্রত্যাখ্যান ক'র্‌বেন কেন? এরাতো আমাকে রাণী ক'র্‌ব ব'লে আবাহন করে এনেছে।

মমিন। তোমাকে আবাহন করেনি।

আমী। আবাহন করেছে কাকে জনাবালি?

মমিন। তোমাকে রাজনন্দিনী জ্ঞানে আবাহন করেছে।

আমী। নইলে ক'র্‌ত না?

মমিন। সন্দেহ।

আমী। আমি আপনার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

মমিন। সম্রাট, সুলতানের পরমাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রী লিরিয়ান বেগমের পানি প্রার্থনা ক'রে সমরখন্দে দূত পাঠিয়েছিলেন।

আমী। সুলতান লিরিয়ান বেগমের পবিবর্ত্তে আমাকে পাঠিয়েছেন।

মমিন। বুঝ্‌তে পেরেছ? সাজাদীকে তোমার মত ইস্তাম্বুলে পাঠালে সুলতানকে বাদসার কাছে মাথা হেঁট ক'র্‌তে হয়। সুলতান্ স্বাধীন নরপতি।

আমী। তাই এই প্রতারণা?

মমিন। কিন্তু আমি তা ক'রতে পারিনি। তোমাকে সাজাদী বলে বাদসার হারেমে পাঠাতে পাবিনি।

আমী। কিন্তু এতদূরে ত এসেছেন?

মমিন। তোমাকে বড় স্নেহ করি ব'লে এসেছিলুম। তোমাকে জগদীশ্বরী দেখবার লোভে এসেছিলুম।

আমী। এখন?

মমিন। সাধু কন্যা! এখানে এসে আমি প্রতারণা-কার্য্যে অশক্ত হ'য়েছি। তাই তোমাকে এত গোপনে রেখেছিলুম। ইচ্ছা ছিল, কালিক এলে তাঁকে সমস্ত ইতিহাস শোনাবো; শুনে যদি তিনি তোমাকে মহিষী-রূপে গ্রহণ ক'র্‌তে চান, তখন তোমাকে দেখাব।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুরালি! জাঁহাপনার প্রাসাদ থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে একজন ওমরাও এসেছেন।

মমিন। তাঁকে সেলাম দিয়ে বৈঠকখানায় আসন দাও।

[প্রহরীর প্রস্থান।

তা'ইত মা, গোপন যে রইল না! কালিফ ফিরে আসবার অপেক্ষা সইল না! কোন সংবাদ না দিয়ে সহসা এখানে ওমরাওয়ের আগমনের উদ্দেশ্য আমি ভাল বোধ কচ্ছি না।

আমী। আপনি ওমরাওয়ের সঙ্গে দেখা করুন।

মমিন। তারপর?

আমী। তারপর, আমি কি বলব? কেবল একটা কথা ব'লে যান।

মমিন। বল।

আমী। রূপে আমি শ্রেষ্ঠ, না সুলতান-নন্দিনী শ্রেষ্ঠ?

মমিন। রুচিভেদে দৃষ্টিভেদ। আমার চোখে সুলতান-নন্দিনীর রূপ তোমার চেয়ে কেমন করে ভাল হবে মা?

আমী। ওমরাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করুন।

মমিন। তুমি এখন কি করবে মা?

আমী। এসে এ কথা জিজ্ঞাসা করলেই ভাল হয় জনাবালি।

[মমিনের প্রস্থান।

বড় প্রলোভন—বড় প্রলোভন। ভিখারীর কন্যা কালিফের গৃহিনী হবে, দুর্দ্দমণীয় প্রলোভন! কিন্তু প্রতারণা করে, আমাকে এই বিপুল প্রলোভনের সামগ্রী গ্রহণ করতে হবে? তা হলে ধিক আমাকে! আমার দরিদ্র পিতার মহত্বের কাছে রাজা? যে মহানুভবের কন্যা আমি, আমার ভাগ্যের তুলনায় সুলতান নন্দিনী! আল্ আমীনের পায়ের ধূলায়

শত রাজ্যের কলেবর প্রস্তুত হয়। দূর হ প্রলোভন—দূর হ। যাও সাধু মমিন খাঁ! আমার মমতায় তুমি যে এই বয়সের শেষে কালিফের রাজ্যে প্রতারক বলে পরিচিত হবে, প্রাণান্তেও তা হতে দেব না। আমি চল্লুম—ফিরে এসে আর তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু কোথায় ইস্তাম্বুল, আর কোথায় হাজার ক্রোশ দূরের আমার পিতার পর্ণকুটীর! তবু যাব—তবু যাব। স্মরণে চরণ অবশ হচ্ছে! পিতা, পিতা! তোমার সারা দিবা-রজনীর ঈশ্বর-স্মরণ আমাকে পথে পথে রক্ষা করুক। অন্ধকে যে পথের সন্ধান দেয়, হে অজ্ঞাত অদৃশ্য শক্তি—সেই তুমি—হস্তরূপে এ অন্ধবালিকার হস্ত ধারণ কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নগর-প্রান্তস্থ গৃহের বহির্ব্বাটী।

আব্বাস, হামিদা ও আমজেদ।

হামিদা। একটু ধীরে বল, ব্যাকুল হ'য়োনা—ব্যাকুল হ'য়োনা।

আম। আর ব্যাকুল হয়োনা। যা বাঁদী, সম্মুখ থেকে সরে যা। তোকে দেখছি, আর রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলে উঠছে। আবার হাজার ক্রোশ—আর কি যেতে পার্‌বো? লিরিয়ান! এই বার্দ্ধক্যের শিথিল অঙ্গগ্রন্থী—আর কি আমি সমরখন্দে গিয়ে তোর উদ্ধার করতে পারব? আমাকে সুলতান সন্দেহ করেছিল, গ্রেপ্তার কর্‌তে ফৌজের দল পাঠিয়েছিল। লিরিয়ান! তোকে সুখী দেখ্‌বার লোভে আমি যে কাপুরুষের মত, চোরের মত পালিয়ে এসেছি!

হামিদা। তুমি কি নিজের চোখে দেখে এলে?

আম। হুঁসিয়ার বাঁদী, কথা ক'সনি। তুই-ই সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্‌। তুই যদি না দেখ্‌তে চাইতিস্‌, আমি দেখ্‌তুম। তাহ'লে পাযণ্ডেরা আর প্রতারণা ক'র্‌তে পার্‌ত না। সরে যা বাঁদী, সরে যা। তোর দৃষ্টিকে ধিক্‌! যে কালিফ তোকে দেখতে পাঠিয়েছিল, তাকেও ধিক্‌! তোর অহঙ্কার কালিফের মাথা একটা নাচওয়ালীর ভাইয়ের কাছে হেঁট ক'রে দিয়েছে। হায় লিরিয়ান, তোকে উদ্ধার ক'রতে তোর পিতৃশত্রুর শরণাপন্ন হয়েছিলুম। তারফলে শুধু অপমানই আমার সার হ'ল। লিরিয়ান! লিরিয়ান!

[প্রস্থান।

আব্বাস। তাইত! একি ক'রে এলুম মা!

হামিদা। হুঁসিয়ার সরদার! যদি এ দৃষ্টির দম্ভ ভেঙ্গে যায়, তাহ'লে

আমি বাঁদী—চিরবাঁদী! আর আমাকে রাজমাতা ব'লে সম্বোধন ক'রনা।

(মমিন খাঁর প্রবেশ)

মমিন। আদাব্ জনাবালি! এ দরিদ্র বৃদ্ধের আবাসে কি উদ্দেশ্যে পদার্পণ করেছেন? আমি সঙ্গোপনে নগর-মধ্যে প্রবেশ করেছি। সুলতানের ঐশ্বর্য্যের তুচ্ছ চিহ্নও সঙ্গে আনিনি। ওমরাওয়ের অযোগ্য গৃহে বাস কর্ছি। এমন অবস্থায় আপনি কালিফের ঘরের বাঁদীকে নিয়ে আমার এখানে প্রবেশ ক'রে কি কাজ ভাল করেছেন?

হামিদা। জনাবালি! আপনার প্রভুর রাজ্যে কি অতিথির সৎকার নেই?

মমিন। সে কৈফিয়ৎ তোকে কি দেব, বাঁদী!

হামিদা। ক্রোধে নিজের অবস্থা ভুলে যাচ্ছেন জনাবালি। আমি এখন বাঁদী নই—অতিথি। যদি ধার্ম্মিক মুসলমান বলে আপনার সামান্য মাত্রও গর্ব্ব থাকে, তাহলে আমি এখন আপনার শ্রদ্ধার বস্তু। যখন আতিথ্যে পরিতুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদান্তে আমি পথে দাঁড়াব, তখন আপনি আমাকে যোগ্য অভিধানে সম্বোধন করবেন। এখন নয়।

মমিন। (স্বগত) একি বাঁদীর কথা! (প্রকাশ্যে) মাফ্ কর বিবি সাহেব! সত্যসত্যই যদি অতিথি মূর্ত্তিতেই এ দরিদ্রের আবাসে পদার্পণ করে থাক, তাহলে এখানে ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ কর।

হামিদা। আমার সহচর ওমরাও এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আমি রমণী, আমার স্থান—আপনার অন্তঃপুরে।

মমিন। মাফ কর বিবি সাহেব, সেটী পারব না, অথবা পারলেও তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'তে দেব না।

হামিদা। জনাবালি! ভিক্ষা, একটী বার দেখব!

মমিন। দেখাবো বলেইত এনেছি বিবি সাহেব!

আব্বাস। তবে দেখাতে আপত্তি করছেন কেন?

মমিন। সরদার! অনেক প্রশ্নের উত্তর নিজে নিয়ে করে নিতে হয়। জোর ক'রে সব উত্তর অন্যের কাছে পাওয়া যায় না।

আব্বাস। আমি আপনার আচরণের মর্ম্ম কিছু বুঝতে পারছি না। বুঝিতে পারছিনা, আমাদের ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বরীকে সঙ্গে এনে এমন দীন গৃহে চোরের মতন লুকিয়ে রয়েছেন কেন। এতে সমস্ত তুর্কীজাতীয় অপমান ক'চ্চেন—তা জানেন?

মমিন। করে থাকি, আমি আমার মনিবের কাছে তার কৈফিয়ত দেব। সর্‌দার! আমারও প্রভু স্বাধীন সুলতান্। মান অপমান নিয়ে এর পরে যদি প্রশ্ন ওঠে, সে সম্বন্ধে উত্তর-প্রত্যুত্তর কালিফ আর সুলতানের মধ্যে হবে। তাতে আপনার আমার বিভীষিকা প্রকাশের কোনও প্রয়োজন নেই।

হামিদা। আপনি বালিকাকে নিয়ে সঙ্গোপনে অবস্থান ক'র্‌ছেন কেন, আমি বুঝেছি। বাঁদীকে ব'ল্‌তে হুকুম হবে জনাবালি?

মমিন। বল।

হামিদা। আপনি কালিফের প্রতীক্ষায় ব'সে আছেন।

মমিন। বিবি সাহেব! তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি।

হামিদা। কেন ব'সে আছেন ব'ল্‌ব।

মমিন। তোমার কথার ভাবে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তুমি ব'ল্‌তে পার্‌বে।

হামিদা। কালিফ রাজধানীতে এলে, আপনি গোপনে তাঁকে কন্যা দেখাবেন। কন্যা দেখে বাদসা তাকে যদি পত্নীরূপে গ্রহণ ক'র্‌তে স্বীকৃত হন, তাহ'লে তার অস্তিত্ব প্রকাশ ক'র্‌বেন। নইলে গোপনেই তাকে সমরখন্দে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কেমন, ঠিক ব'লেছি কি জনাবালি?

মমিন। ঠিক বলেছি।

হামিদা। তা হ'লে সুলতান্ প্রতারণা ক'রেছেন?

মমিন। কি রকম?

হামিদা। সুলতান্-নন্দিনীর পরিবর্ত্তে অন্য কন্যাকে প্রেরণ ক'রেছেন।

মমিন। তা ক'রেছেন। কিন্তু তাতে সুলতানের প্রতারণা প্রকাশ পায়নি। তোমাদের প্রভুর মূর্খতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তোমার মতন এক বাঁদীর দৃষ্টির উপর রাজ-নন্দিনীর রূপ পরীক্ষার ভার দিয়েছিলেন। তুমিই তাকে রাজ-নন্দিনী ব'লে গ্রহণ করেছ। তাতে সুলতানের অপরাধ কি?

হামিদা। সেই কন্যাকেই কি আপনি নিয়ে এসেছেন জনাবালি?

মমিন। তাকেই এনেছি।

হামিদা। সেকি রাজকন্যা নয়?

মমিন। না।

হামিদা। না?

মমিন। ক'বার বলব? নিজের অহঙ্কারে তোমার প্রভুকে প্রতারিত করেছ তুমি।

হামিদা। তবে তাকে গোপনে রেখেছেন কেন? এ কন্যা যে সাজাদী নয়, এ কথা ত আপনি এখানে সহজে গোপন কর্‌তে পার্‌তেন। কেউ আপনার বাক্যে সন্দেহ কর্‌ত না। সত্য নির্দ্ধারণের জন্য কালিফ কাউকেও আর সমরখন্দে প্রেরণ ক'রতেন না। তবে আপনার রাজার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আপনি কার্য্য ক'র্‌ছেন কেন?

মমিন। রাজা গোপন করেছেন। আমিও হয়ত গোপন ক'র্‌তে পার্‌তুম। কিন্তু কন্যা গোপন ক'র্‌বে না।

হামিদা। কন্যা গোপন ক'র্‌বে না ?

মমিন। কিছুতেই না। দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তার পায়ের কাছে রাখ্‌লেও সে ব'ল্‌বে না যে, "সে সমরখন্দের সুলতান-নন্দিনী।" বালিকা তার দরিদ্র বৃদ্ধ পিতাকে কালিফের চেয়েও মহত্তর জ্ঞান করে।

হামিদা। তা হলে, এর চেয়ে আর অধিক কি মহিমময়ী ললনাকে কালিফ মহিষীরূপে প্রত্যাশা করেন ? আব্বাস !

আব্বাস। হুজরাইন !

মমিন। (নতজানু হইয়া) সম্রাট্‌-জননি ! কর্‌লেন কি মা ! বাঁদী সেজে অজ্ঞান সন্তানের কাছে অমর্য্যাদার কথা শুন্‌লেন !

হামিদা। উঠুন সর্‌দার, আপনার অন্তর্গৌরবে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি। আপনি কন্যাকে নিয়ে আসুন। শুনে রাখুন, যদি কন্যা প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহ'লে কালিফ-জননী তার সঙ্গে তার দরিদ্র পিতার গৃহে, বাঁদী হ'য়ে অবস্থান ক'র্‌বে। কেবল একটা কথা ...

মমিন। হুকুম করুন হুজরাইন !

হামিদা। আপনি কি এ কন্যার সম্যক্ পরিচয় জানেন ?

মমিন। রাজকন্যা নয় কিনা, জান্‌তে চাচ্ছেন ?

হামিদা। না হয়, বালিকার তাতে কোনও ক্ষতি নেই। সে কালিফ-মহিষী হ'য়েছে, আপনি জেনে রাখুন। আমার দৃষ্টির অহঙ্কার এখনও আমাকে ব'ল্‌ছে, সে রাজ-নন্দিনী।

মমিন। বালিকার পিতার সঙ্গে আমার অল্প দিনের পরিচয়। তবে এই স্বল্প পরিচয়েও তাঁকে আমি যেরূপ বুঝেছি, তাতে কালিফ আর তাঁকে যদি কখন একসঙ্গে দেখি, তাহ'লে তাঁকে আগে অভিবাদন ক'রে পরে আমি কালিফকে অভিবাদন করি। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তাঁরে

দেখ্‌লেই মনে হয় যেন খোদা তুনিয়ার রাজৈশ্বর্য্য সমরখন্দের সেই ক্ষুদ্র কুটীরে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন।

হামিদা। কে এই—মহিমময় দরিদ্র সাধু! তার নাম কি জানেন?

মমিন। আল আমীন।

হামিদা। জল্‌দি আমার মাকে নিয়ে এস। আমার দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ। সর্ব্বশরীর মুহুর্ম্মুহুঃ প্রলয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে অবসন্ন। আমি চল্‌তে পার্‌ছি না। নিয়ে এস সর্‌দার! জল্‌দি আমার মাকে নিয়ে এস।

[মমিনের প্রস্থান।

আব্বাস। তাই ত মা! অদৃষ্টের এমন লীলাভিনয় ত কল্পনাতেও কখন আন্‌তে পারি নি।

মমিন। (নেপথ্যে) আমীরণ -আমীরণ! কোথা গেলি—কোথাগেলি?

হামিদা। চুপ! লীলাভিনয় বুঝি এখনও শেষ হ'ল না!

মমিন। (নেপথ্যে) কোথা গেলি মা, কোথা গেলি? দেখে যা, সম্রাট-জননী তোকে হৃদয়ে আবদ্ধ করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। আমীরণ! আমীরণ!

(মমিনের প্রবেশ)

কি হল মা! বালিকাকে যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

হামিদা। দেখ্‌তে পেলে না?

মমিন। অন্দরের সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করলুম। কোথাও যে তাকে দেখ্‌তে পেলুম না?

হামিদা। বালিকা কি তোমাদের ষড়যন্ত্রের কথা বিদিত ছিল?

মমিন। না—সে জানতো—আপনারই আবাহনে সে কালিফের গৃহে প্রবেশ করতে আস্‌ছে। এই খানে তার কাছে সমস্ত রহস্য কথা প্রকাশ করেছি।

হামিদা। আব্বাস, মুক্ত হ'য়েও মুক্ত হলুম না। যতদিন না লিরিয়ানের উদ্ধার সাধন ও আমীরণের সন্ধান লাভ হয়, ততদিন আমার কালিফের প্রাসাদে প্রবেশাধিকার নাই। দাও সর্দ্দার, যেমন করে পার, এই ভিখারিণী সম্রাট-জননীকে তাদের আলিঙ্গন ভিক্ষা দাও। দিয়ে আমাকে রক্ষা কর, সম্রাটকে রক্ষা কর, সাম্রাজ্যকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বস্‌ফরাস প্রণালীর তীর

আমীবণ।

আমী। ধর্ম্ম! তোমাকে আশ্রয় ক'রে চলে: এসেছি। কিন্তু বেরুতেই বিপুল বাধা—বস্‌ফরাসের প্রণালী! দুনিয়ার অস্তিত্বের সমস্যা তুমি মীমাংসা কর—আমার এ ক্ষুদ্র সমস্যা কি তুমি মীমাংসা কর্‌বে না?

(আজিজের প্রবেশ)

তুমি কে ভদ্র?

আজিজ। অসমসাহসিনী! তুমি কে? নির্ভয়ে বল—আমাকে তোমার হিতার্থী আত্মীয় জেনে বল।

আমী। বল্‌তে পারি, কিন্তু কথা এত অসম্ভব যে, বল্‌লে আপনার বিশ্বাস হবে না। আপনি দয়া ক'রে আমার গন্তব্য পথ মুক্ত করুন।

আজিজ। তা পারি না, তোমার অশেষ অনুনয়েও পারি না। এই গভীর রাত্রি। তুমি এই অসম্ভব রূপবতী রমণী। পথে বেরিয়েছ, সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত নেই। এ যদি কালিফের রাজধানী না হ'ত, তাহ'লে তোমার মর্য্যাদারক্ষা বড়ই কঠিন হ'ত। বীরধর্ম্মী আমি, তোমাকে এরূপ অসহায় দেখে আমি কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারিনা।

আমী। পরিচয় ত দিতে পার্‌ব না!

আজিজ। কেন পার্‌বে না? আমি আত্মীয়রূপে তোমাকে সম্ভাষণ কর্‌ছি, তাতেও পার্‌বে না? বেশ, তা না পার, তোমার গন্তব্য স্থানের আভাস দাও—আমি সঙ্গে যাই।

আমী। এখানে আমার আত্মীয় কেউ নেই।

আজিজ। 'এখানে' মানে কি? এ নগরে?

আমী। এ নগরে কেন—এ দেশে। এ দেশে কেন—কালিফের রাজ্যে।

আজিজ। (স্বগত) তাইত! এ পাগলিনী নাকি! কিন্তু কথাতে ত তা বোধ হচ্ছে না!

আমী। মিয়াসাহেব! এইবারে আমার পথ মুক্ত করুন।

আজিজ। এ কথা বিবি সাহেব, আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস কবতে পার্‌ছি না!

আমী। পূর্ব্বেইত বলেছি মিয়াসাহেব, বিশ্বাস হবে না।

আজিজ। বিশ্বাস হবে না কেন, সত্য বল্‌লেই বিশ্বাস হবে।

আমী। আপনি আত্মীয় বল্‌লেন না?

আজিজ। এখনও ত বলছি।

আমী। ঠিক?

আজিজ। ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে যদি বল্‌তে বল, তাও করতে প্রস্তুত আছি।

আমী। না, আর শপথ করতে হবে না। আমার বিশ্বাস হয়েছে।

আজিজ। বেশ বিবি সাহেব, এইবারে আমার আত্মীয়তার মূল্য নির্দ্ধারণ কর।

আমী। ওই যে একজন লোক ওই পথ ধ'রে ছুটে যাচ্ছে, ও কোথায় যাচ্ছে বল্‌তে পারেন?

আজিজ। ওদিকে ত যাবার অন্য স্থান নেই। বোধ হয়, ও প্রণালীর তীরে চলেছে।

আমী। ওই যে আর একজন এদিকে চল্‌লো?

আজিজ। ওদিকে কেল্লার পথ। কালিফের কোন সেপাই বোধ হয়

সহরে এসোছল। সহরে রাত্রি ন' ঘড়ির পর কারও বাইরে থাক্‌বার হুকুম নেই। তাই বোধ হয়, যে যার স্থান-অভিমুখে ছুটেছে।

আমী। না।

আজিজ। হাঁ কি না, তুমি কেমন ক'রে বুঝলে?

আমী। ওই একজন এ দিকে আস্‌ছে।

আজিজ। ওরা কি তোমাকেই খুঁজতে ছুটাছুটি কর্‌ছে?

আমী। আপনি এগিয়ে জেনে আসুন।

[আজিজের প্রস্থান।

দেখে বোধ হচ্ছে, খোদা যোগ্য আত্মীয়ই মিলিয়ে দিয়েছেন। বস্‌ফোরস প্রণালীতে ডুবে মর্‌বার যে ভয় ছিল, এতক্ষণে সেটা ঘুচে গেল। এর সাহায্যে যদি একবার কোনওক্রমে প্রণালীটা পার হ'তে পারি, তাহ'লেই পিতার কাছে ফিরে যাবার আশা। পরপারে আবার আত্মীয় জোটে, খুব ভাল; না জোটে, খোদার নাম সম্বল ক'রে পথ চল্‌ব। তার পর নসীবে যা থাকে। এখন সে কথা ভাববার প্রয়োজন নেই।

(আজিজের পুনঃপ্রবেশ)

আজিজ। (অভিবাদন করিয়া) সুলতান-নন্দিনী!

আমী। (হস্তকম্পনে) না।

আজিজ। 'না' বল্‌লে আমিত শুন্‌ব না।

আমী। না আত্মীয়, আমি সুলতান-নন্দিনী নই।

আজিজ। আপনি ত সমরখন্দ থেকে এসেছেন?

আমী। এসেছি।

আজিজ। যে জন্য আপনি ইস্তাম্বুলে আবাহিতা, তা'ত আপনি জানেন?

আমী। জানি। আমি কালিফের মহিষী হ'তে এসেছিলুম।

আজিজ। তার পর?

আমী। এখানে এসে জান্‌লুম, আমাকে আবাহন করেনি। আমাকে রাজকন্যা মনে ক'রে আবাহন করেছে। কিন্তু আমি রাজকন্যা নই।

আজিজ। তাই বুঝি, বাদসার লোকে তোমাকে গ্রহণ কব্‌লে না?

আমী। তারা এখনও জানে না। তারা যে জানে না, এ বোধ হয় আপনিও বুঝতে পেরেছেন। নইলে ফিরে এসে আপনি আমাকে স্থলতান-নন্দিনী বল্‌বেন কেন?

আজিজ। বুঝ্‌তে পেরেছি, এখনও কালিফের লোকে এ কথা জানে না।

. আমী। তাদের এ প্রতারণার কথা জান্‌বার পূর্ব্বেই আমি ইস্তাম্বুল পরিত্যাগ ক'রব।

আজিজ। এ প্রতারণা কর্‌লে কে?

আমী। আর যে করুক, আমি করিনি—কর্‌ব না।

আজিজ। স্থলতান-নন্দিনী এ কথা জানেন?

আমী। আমি তাঁকে কখন দেখিনি।

আজিজ। স্থলতানের বাড়ী দেখেছ?

আমী। সেইখান থেকেই ত আমি আস্‌ছি।

আজিজ। প্রতারণার ব্যাপারটা কি একটু অনুমানও কব্‌তে পারনি?

আমী। কেমন ক'রে কর্‌ব, আর কখন্ করব? এখান থেকে পূর্ব্ব কালিফের এক বাঁদী গিছল। সমরখন্দের রাণী তাকে আমাকে দেখান। বুড়ী— দেখেই কালিফের ঘরণী হবার জন্য আমাকে আবাহন করেছিল।

আজিজ। তবে তুমি চলে যাচ্ছ কেন? কালিফের ঘরণী হ'তে এক-মাত্র ত তোমারই অধিকার।

আমী। তাহ'লে সুলতান-নন্দিনীর কি হবে?

আজিজ। তার কি হবে না হবে, তোমার জান্‌বার প্রয়োজন কি?

আমী। তা কি হয়! আমি এখানে এসে শুন্‌লুম, সে মহিষী হবার জন্য ব্যাকুল-প্রত্যাশিনী হ'য়ে বসে আছে।

আজিজ। না না, এ রকম পাগলের মত ব্যবহার ক'র না। তুমি ফেরো।

আমী। না আত্মীয়, আমি ফিরব না।

আজিজ। তোমার এ একগুঁয়েমীর মানে আমি বুঝতে পার্‌ছি না।

আমী। সুলতান-নন্দিনীর মতন ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব ত আমার নিশ্চয়ই নেই। আমি দরিদ্র ভিখারীর কন্যা। এর ওপর সুলতান-নন্দিনীর মত যদি আমার রূপ না থাকে?

আজিজ। এর চেয়ে রূপ যে কেমন ক'রে বেশী থাকৃতে পারে, তা'ত আমার ধ্যানেও আমি আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌ছি না।

আমী। আপনার ধ্যান ত আর কালিফের নয়।

আজিজ। তা যা বলেছ, আমার এ পথচারীর চক্ষু। নৈশ প্রকৃতির মাদকতা-মাখা ফুৎকারে দৃষ্টি আমার কিছু অধিক উল্লাসময় হয়েছে। তোমার এ অপরূপ মূর্ত্তি সেই দৃষ্টির সম্মুখে এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় রূপকথার মত আবছায়ার আবরণ ভেদ ক'রে সহসা দিব্য রূপে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাতেই বা কি সুন্দরী!

আমী। আত্মীয়া বলুন।

আজিজ। আত্মীয়া দেখতে কুৎসিতও হয়, সুন্দরীও হয়।

আমী। কি বলছিলেন,— বলুন।

আজিজ। আমি ঐ লোকগুলোর মুখে শুন্‌লুম, ওরা কালিফ-জননীর আদেশে তোমার অনুসন্ধান কচ্চে। কালিফকে তার প্রজারা মাতৃ-ভক্ত

ব'লেই বিশ্বাস করে। কালিফ-মাতা তোমাকে গ্রহণ ক'র্‌লে, কালিফ তোমাকে গ্রহণ না ক'রে থাকতে পার্‌বেন না। মাথা হেঁট ক'রে ভাববার আর প্রয়োজন নেই। এস, তোমাকে কালিফ-জননীর হাতে উপঢৌকন দিয়ে আসি। দানের সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মীয়তাব মূল্য নিরূপিত হ'ক।

আমী। আপনার আত্মীয়তা অমূল্য।

আজিজ। প্রশংসাবাক্য ওষ্ঠাধরে চেপে কিছুক্ষণ নীরবে আমার অনুসবণ কর। চল, আবার দাঁড়িয়ে বইলে কেন?

আমী। ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

আজিজ। আর ইতস্ততঃ কব্‌ছ কেন? শোন,—আমার এ আত্মীয়তা যদি তোমার হৃদ্‌গত বলে বিশ্বাস হয়, তা'হলে শোন,— আমি স্থির বল্‌ছি, মাতৃভক্ত কালিফ তোমাকে নিশ্চয় মহিষীরূপে গ্রহণ করবেন।

আমী। তা বিশ্বাস হয়েছে। তবে গিয়ে লাভ কি?

আজিজ। লাভ কি! কালিফের মহিষী হবে, দুনিয়ার ঈশ্বরী হবে, এর চেয়ে এ দুনিয়ায় আর কি লাভের প্রত্যাশা কব?

আমী। তা ঠিক! কিন্তু দুনিয়ার ঈশ্বরী হ'লে কি আমি সর্ব্বসুখেরও ঈশ্বরী হ'ব?

আজিজ। ও! তুমি কালিফকে চাও না।

আমী। কালিফকে চায় না, বিশেষতঃ বর্ত্তমান সর্ব্বগুণবান কালিফকে চায় না, এমন উন্মাদিনী দুনিয়ায় আছে?

আজিজ। তবে?

আমী। আমার অত ভাগ্যে প্রয়োজন নাই আত্মীয়! আপনি আমাকে প্রণালী পারের সাহায্য করুন।

আজিজ। যাবে না?

আমী। না

আজিজ। বেশ, চল। তাহ'লে শুধু প্রণালীপারের কথা কেন - কোথায় যেতে হবে বল।

আমী। সে যে অনেক দূর আত্মীয়।

আজিজ। অনেক দূর কেন অসীম দূর। সমরখন্দ —এখান থেকে প্রায় হাজার ক্রোশ। তুমি কি পাব হ'য়ে সেই অসীম পথ একা যেতে চাও ?

আমী। যাবার জন্য ত এই একা বেরিয়েছি। বেরুতে না বেরুতে খোদা পথে আপনার মত মহৎ আত্মীয় দিয়েছেন। পার ক'রে দিন। আবার আত্মীয় জোটে ভালই, না জোটে একা যাব।

(সহসা চন্দ্রোদয়)

আজিজ। (স্বগত) তাইতো—এ কি! এ কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! এ যে জেলাল অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী রমণী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে চখের সামনে ফুটে উঠ্‌লো! চির-রহস্যময়ী মায়া-প্রকৃতি ধীরে ধীরে তার আঁধার অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে অপাঙ্গের ইঙ্গিতে সহসা এ কি অপূর্ব্ব সত্যালোকের আভাসে আমার ভবিতব্যতা প্রদীপ্ত ক'রে তুল্‌লে! এ আলোক-প্রহার যে আমার আঁখি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছে না! আমি যে মস্তিষ্ক স্থির রাখ্‌তে পার্‌ছি না!

আমী। এ কি আত্মীয়! আপনাকে বিচলিত দেখ্‌ছি কেন?

আজিজ। আর আমাকে আত্মীয় ব'ল না শক্তিময়ি! আমাকে গোলাম বল্‌লেই আমার যোগ্য অভিধান হয়। তবে যদি মেহেরবানী ক'রে আমাকে এখনও তোমার আত্মীয় বল্‌তে অভিরুচি হয়, তাহ'লে আমার আত্মীয়তা কাণাকড়ির মূল্যে বিক্রয় কর' না। আমাকে দিয়ে এই তুচ্ছ প্রণালীটি পার করিয়ে, আমাকে দূর ক'রে দিয়ো না। আমি সম্মুখস্থ

এই অনন্ত পথে তোমার সঙ্গ-স্বর্গ উপভোগ ভিক্ষা করি, তোমার নাম কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

আমী। আমীরণ।

আজ। আমীরণ! প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, দৃষ্টি ভূমি-সংলগ্ন ক'রব। গোলামের যে ব্যবহার তার প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ হয়, সারা পথ: তোমার সঙ্গে সেই ব্যবহার কর্‌ব। তুমি করুণা ক'রে তোমার দরিদ্র পিতার পদপ্রান্ত-সমীপে আমাকে উপস্থিত কর।

আমী। এস করুণাময় পরমাত্মীয়, আমি তোমার অভিভাবকত্বে আত্ম-সমর্পণ করি।



চতুর্থ অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

সমরখন্দ—প্রাসাদ-কক্ষ।

বাঁদী ও জুমেলা।

বাঁদী। এ কি রকম হ'ল বাণী? সহসা রাজার মতির এমন পরিবর্ত্তন হ'ল কেন?

জুমেলা। সাতদিন রাজা আমার মহলে আসেননি ব'লে কি এ কথা ব'লছিস্?

বাঁদী। রাজকার্য্য ক'র্‌তে ক'র্‌তেও দিনের মধ্যে পাঁচবার যিনি আপনাকে দেখে যেতেন, তিনি আজ সাতদিন আপনার সঙ্গে দেখা করেন নি। রাজার এ রকম ভাব ত আমরা স্বপ্নেও মনে কর্‌তে পারিনি।

জুমেলা। তোদের কি মনে হয়? আমি কি রাজার প্রীতি হারালুম?

বাঁদী। সেটা মনে কর্‌তেও বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু কার্য্যতঃ ত তাই দেখ্‌ছি, শুনলুম, রাজা প্রমোদাগারে নর্ত্তকীর মোহে আবদ্ধ হয়ে সাত-দিন সেখানে অতিবাহিত কর্‌ছেন।

জুমেলা। তা সত্য।

বাঁদী। এ সমস্ত জেনেও আপনি এই রকম নিশ্চিন্ত! হাস্‌ছেন কি হুজুরাইন—মস্তিষ্কের বিকার না হ'লে ত মানুষে এরূপ দুর্দ্দশায় হাস্‌তে পারে না।

জুমেলা। বিকারই বল্ আর যাই বল্, আমার এ কথা শুনে কেবল হাসিই পাচ্ছে। শুধু আমি কেন, সমরখন্দবাসী সকলেই আমার এই অবস্থায় হাস্‌ছে। বাঁদী, একটা প্রশ্ন কর্‌ব—সাহস ক'রে তার সত্য উত্তর দিতে পার্‌বি?

বাঁদী। দোহাই রাণী, কি প্রশ্ন কর্‌বেন, বুঝতে পেরেছি,—এ বাঁদী সুখী হয়নি।

জুমেলা। তা'হলে একজন—সমরখন্দে শুধু একজন অসুখী। আর সব সুখী, কিন্তু একা তোর অসুখী থাকা ত উচিত নয়, সখি! তুইও আনন্দ কর্। আজ এক নর্ত্তকীর একায়ত্ত স্বামী-সম্পত্তি আর এক নর্ত্তকীতে কেড়ে নিয়েছে, তুইও আনন্দ কর্।

বাঁদী। আনন্দ কর্‌ব?

জুমেলা। নিশ্চয়। আমি আনন্দ কর্‌ছি, তুই কর্‌বি না?

বাঁদী। আপনি কেমন ক'রে আনন্দ কর্‌তে পারেন, আমি ত ধারণাতে আন্‌তে পার্‌ছি না।

জুমেলা। ইস্তাম্বুল থেকে সেই যে এক বাঁদী এসেছিল, দেখেছিস্? সেই বাঁদীই আমাকে, যাবার সময়, এই আনন্দ দিয়ে গেছে। বাঁদী! ঠিক বল্—আমার মনঃক্ষোভের ভয়ে মিথ্যা বলিস্‌নি, একটা জন্ম-গৌরবহীনা নর্ত্তকী যদি সমরখন্দের রাজান্তঃপুর চিরদিনের জন্য অধিকার ক'রে থাকে' সেটা কি সুলতানবংশের গৌরবের কথা?

বাঁদী। না।

জুমেলা। এ তোরা জান্‌তিস্‌?

বাঁদী। জান্‌তুম।

জুমেলা। এখন তোদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম যে দিন তোরা আমার কাছে মাথা হেঁট করেছিলি, সে দিন তোদের দুঃখের অবধি ছিল না।—উত্তর দে।

বাঁদী। দোহাই রাণী—আমি তুচ্ছ বাঁদী।

জুমেলা। একজন তুচ্ছ বাঁদী—আব একজন তার চেয়েও তুচ্ছ, নর্ত্তকী। ভয় কি? উত্তব দে।

বাঁদী। যা বলছেন সত্য। যে দিন আপনি রাণীর বেশে এ প্রাসাদে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন আমার মর্ম্মজ্বালার অবধি ছিল না। রাণী! আমি ক্রীতদাসী বটে, কিন্তু আমাবও পিতৃ-পরিচয় দেবার সাহস আছে।

জুমেলা। সমরখন্দবাসীব সেই মর্ম্মজ্বালার অবসানের দিন এসেছে। তাই আমার আনন্দ।

বাঁদী। না রাণী, এখনত আমার সে মতি নেই! এখন আমি আপনাকে দেখে উল্লাসে মস্তক অবনত করি। আপনার সঙ্গের তুল্য এখন আমার প্রিয়তর বস্তু আর নেই।

জুমেলা। কিন্তু সখি, উপায় নেই। তোদের প্রতি করুণা করে খোদা এক বাদসাজাদীকে এ নর্ত্তকীর মুণ্ডপাত করতে পাঠিয়েছেন।

বাঁদী। বাদসাজাদী?

জুমেলা। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদসা কালিফ—তাঁর কন্যা, করুক সই—এ নাচওয়ালীর মুণ্ডপাত হ'তে যে কটা দিন বাকি আছে, সে কটা দিন আর একটা নর্ত্তকী রাজসঙ্গ-সুখ ভোগ করুক। মুখ ম্লান ক'রে এ আনন্দের বিরোধী হ'স্‌নি।

বাঁদী। তাহ'লে তোমার কি হবে রাণী?

জুমেলা। তাইত, আমার কি হবে! মনে ছিল না সই,মনে ছিল না। বাদসাজাদী যেই আস্‌বে, অমনি রাজার চুলের মুটি ধ'রে, তাঁকে এই প্রাসাদে এনে উপস্থিত কর্‌বে। তাহ'লে এ নাচওয়ালী কোথায় যাবে? (নেপথ্যে সায়েস্তা খাঁকে দেখিয়া) চুপ্‌, নাচওয়ালী কোথায় যাবে. তার মীমাংসা হবাব সময় এসেছে। বাঁদী, একটু অন্তরালে অপেক্ষা কর।

[বাঁদীর প্রস্থান।

(সায়েস্তাখাঁর প্রবেশ)

জুমেলা। সেলাম উজীর সাহেব!

সায়েস্তা। সেলাম—সেলাম। মাফ্‌ কর রাণী! আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। তোমাকে দেখ্‌তে পাইনি—সেলাম সেলাম।

জুমেলা। হঠাৎ আজ এমন অসময়ে গরীব বোনটিকে মনে পড়ে গেল কেন ভাই?

সায়েস্তা। তুমি কি আমাব গরীব বোন! ছিলুম বটে এক সময় তুটী গরীব ভাই বোন। কিন্তু রাণী, মেহেরবান খোদা আর ত তোমার সে অবস্থা রাখেন নি। এখন তুমি মুলুকের মালিকনা। গরীব বটে আমি। তোমাব কৃপায় উজিরী, পেয়েও আমার দৈন্য ঘুচলো না. কি জানি, নসাবেব কি দোষে তোমার মত স্নেহের বোনটি আমার পর হয়ে গেছে।

জুমেলা। কি জন্য এসেছ বল।

সায়েস্তা। বল্‌ছি বল্‌ছি,আমার ওপর ক্রোধ ক'র না ভগিনি। রাজা তোমার সম্বন্ধে একটু উদাসীন হয়েছেন বলে আমি একেবারে ম'রে আছি। কেমন ক'রে তোমাকে মুখ দেখাব, তাই ভেবে এখানে আস্‌তে পারিনি।

জুমেলা। রাজার কথা তুল্‌ছ কেন ভাই? আমি ত তার কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিনি।

সায়েস্তা। তুমি জিজ্ঞাসা না কর্‌লেও তোমার ভেতরে কি হচ্চে, আমিত তা বুঝতে পার্‌ছি!

জুমেলা। তুমি কিছুই বুঝ্‌তে পার নি।

সায়েস্তা। খুব বুঝতে পেরেছি। মর্ম্মভেদ হ'য়ে যাচ্ছে ভগিনি! তোমার মতন সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা স্ত্রী পরিত্যাগ ক'রে রাজা কি না—কতকগুলো কি—না জানে নাচতে, না জানে গাইতে—আরে আল্লা—মর্ম্মভেদ হ'য়ে যাচ্ছে!

জুমেলা। মর্ম্মভেদ হয়নি সায়েস্তা খাঁ! তবে আমার মর্ম্মভেদ কর্‌বার জন্যই তুমি এই সমস্ত কথা আমাকে শোনাচ্ছ। তোমার এবং তোমার বংশের মঙ্গলের জন্য আমি তোমাকে যে সত্‌পদেশ দিয়েছি, তুমি সে কাজটা আমার শত্রুতা মনে ক'রে, রাজাকে আয়ত্ত করবার জন্য গোপনে গোপনে এই নীচ উপায় অবলম্বন করেছ। আমোদপ্রিয় রাজাকে কতকগুলো কুহকীর বেষ্টনে ফেলে আমা হ'তে বিচ্ছিন্ন করেছ। তা বেশ করেছ। তবু শোন—এখনও যদি আমাকে আত্মীয়া ব'লে সামান্যমাত্রও তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহ'লে শোন—

সায়েস্তা। আত্মীয়া! তা হ'লে শোন রাণী—এখানে যাদের কাছে কস্মিন্ কালেও আত্মীয়তার প্রত্যাশা করিনি, তারাও আমাকে আত্মীয়তা দেখাচ্ছে।

জুমেলা। কেবল শত্রুতা করছি—আমি?

সায়েস্তা। রাজ-কন্যার সঙ্গে দানিয়েলের বিবাহে আমার চিরশত্রু ওমরাওরা পর্য্যন্ত মত দিলে! এক তুমি—মত দেওয়া দূরে থাক্, যাতে কোনওক্রমে এ বিবাহ না হয়, কেবল তারই ষড়যন্ত্র ক'রছ।

জুমেলা। কেউ মত দেয়নি সায়েস্তা খাঁ! এক মুগ্ধ রাজা ছাড়া আর কেউ এ হীন বিবাহ সম্বন্ধে মত দেবে না। ওস্তাদ, সারেং ছেড়ে

উজিরী করতে এসে তুমি তোমার প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছ। তোমার সে পূর্ব্ববুদ্ধির ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও তোমাতে আর অবশিষ্ট নেই। থাক্‌লে—আমার প্রকৃতি, আমার শক্তি জেনেও—তুমি সান্ত্বনার ছলে আমাকে তীব্র রহস্য করতে আস্‌তে না।

সায়েস্তা। আর তুমিও যদি নিজের অবস্থা সম্যক্‌ বুঝতে, তাহ'লে কার মুখে কি একটা জন্ম সম্বন্ধে বাজে কথা শুনে এতটা আত্মহারা হ'তে না। তুমি সে দিনের কথা সব ভুলে গেছ।

জুমেলা। ভুলে যাব কেন, সব মনে আছে।

সায়েস্তা। আমি তোমাকে এখানে সঙ্গে ক'রে না আন্‌লে—

জুমেলা। সমরখন্দের সিংহাসন আমার লাভ হ'ত না। সে কথা-সব আমার মনে আছে। যদিও জানি, তুমি নিঃস্বার্থ ভালবাসার জন্য আমাকে সমরখন্দে আন নি, আর আমাকে আনবার জন্য তুমি আশাতিরিক্ত লাভবান ভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত হওনি, তথাপি আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভুলতে পারিনি।

সায়েস্তা। (হাস্য করিয়া) কৃতজ্ঞতা?

জুমেলা। কৃতজ্ঞতা। শুধু সেই জন্যই আমি তোমাকে এবং তোমার পুত্রকে রক্ষা ক'রতে তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি।

সায়েস্তা। তাহ'লে বাধ্য হ'য়ে আমাকে সত্য কথা কইতে হ'ল। জুমেলা! আমাকে রক্ষা করতে হবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষার চেষ্টা কর। শোন, এবারে যেদিন রাজা এ প্রাসাদে প্রবেশ করবেন, সে দিন জান্‌বে—আবার তুমি পথে পরিত্যক্তা নর্ত্তকী। কালিফ-জননী রাজাকে পত্রে জানিয়েছেন, রাজা যেমন তাঁকে অপূর্ব্ব রাজকন্যা পুত্রবধূ দিয়েছেন, তিনিও তেমনি তাঁর এক কন্যা রাজাকে দান করতে প্রস্তুত আছেন।

জুমেলা। কি বল্‌লে?

সায়েস্তা। বুঝতে পারলে না? এবাবে কালিফ-কন্যা হবেন—সমরখন্দের সুলতানা। রাজা সম্মতি জানিয়ে দূত পাঠিয়েছেন।

জুমেলা। তাহ'লে তোমার অবস্থা কি হবে? সে ত নর্ত্তকীর পুত্রকে উজীর রাখবে না।

সায়েস্তা। না রাখে, আমি আবার হব নাচওয়ালীর সারংদার।

জুমেলা। তাহ'লে মূর্খ সায়েস্তা! আর দেরি কর্‌ছ কেন, এখনি ঘরে গিয়ে জীর্ণ পরিত্যক্ত যন্ত্রের সংস্কার কর। তাহ'লে বিভাসের ঝঙ্কারে নিদ্রিত সমরখন্দের হৃদয়ে করুণ-রসের প্রবাহ ঢেলে দিয়ে প্রভাতের পূর্ব্বেই দুটী ভাই বোন যেখানে দু'চোখ যায়—চলে যাই। আভিজাত্যের মর্ম্ম তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

সায়েস্তা। সেটা নাচওয়ালীই বুঝি বিলক্ষণ বুঝেছে।

জুমেলা। বিলক্ষণ বুঝলে কি, নাচওয়ালীর ভেড়ুয়া আজ তুমি আমার সম্মুখে এমন ক'রে মাথা তুলে অমর্য্যাদার কথা কইতে পারতে?

সায়েস্তা। মাফ্‌ কর রাণী, মাফ্‌ কর। অন্যায় করেছি।

জুমেলা। যাও—মাফ্‌ নয়। তীব্র রহস্য ক'রতে গিয়ে তুমি আজ আমাকে যে আনন্দ দিয়েছ, তাতে তোমাকে পুরস্কৃত করাই আমার কর্ত্তব্য। আজ যাও—অসম্পূর্ণ আনন্দে তোমাকে আজ কিছু দিতে পারলুম না। যে দিন রাজা কালিফ-কন্যার হাত ধ'রে সগর্ব্বে এই গৃহে প্রবেশ ক'রে নাচওয়ালীর মুণ্ডপাত করবে—নিমন্ত্রণ করলেম ওস্তাদ! সেই দিন তোমার এই পূর্ব্ব প্রিয় ভগিনীকে একবার দেখতে এস।

সায়েস্তা। ক্ষেপে গেছে—ক্ষেপে গেছে, কেন—কিসের জন্য কস্‌বীর কন্যার সহসা এত পরিবর্ত্তন—কিসে হ'ল? যার জন্যই হ'ক, নাচওয়ালী ক্ষেপে গেছে। [প্রস্থান।

জুমেলা। মূর্খ উজীর বুঝতে পারলে না যে এ কালিফ-কন্যা কে? তা না বুঝুক, আমি ওর উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। বুঝেছি, উজীরও আমার জন্ম-রহস্য জানে না। যাক্ দেখ্‌ছি—মা ইস্তাম্বুলে ফিরে গিয়েও এ অভাগিনী কন্যাকে ভোলেন নি। জুমেলা! আজ বড় আনন্দের দিন বাদ্‌সা-জাদীর জন্ম দিন---আনন্দ কর---আনন্দ কর।

গীত।

আঁখির ছলনা নিয়ে এসেছিলি দূরদেশ।
ভুলাতে নাগরে তোর আপনি ভুলিলি শেষ॥
গেয়ে নে বিহগী আজ বিদায়ের শেষ গান,
ফুটেছে প্রভাতী ফুল, মোহ-নিশা অবসান;
ঘর হ'ল বাসা বাড়ী, বাসা তোর হল ঘর,
পর হ'ল আপনার, আপনি সে হ'ল পর;
যারে জ্বালাময়ী স্মৃতি, লয়ে তোর কোলাহল।
রেখে যা রেখে যা শুধু দুই ফোঁটা আঁখিজল॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

আজিজ ও মুতাজেদ।

আজিজ। উদ্ধার কর্‌তে পারেন নি?

মুতা। উদ্ধার করেও উদ্ধার করতে পারিনি। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এত দ্রুত যুবক সেস্থান ত্যাগ করলে যে, দেখতে দেখতে সে আমাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে চলে গেল।

আজিজ। তার পর?

মুতা। তার পর আবার কি?

আজিজ। কোথায় চলে গেল খোঁজ কর্‌লেন না?

মুতা। খোঁজ করবার প্রয়োজন বুঝলুম না।

আজিজ। প্রয়োজন বুঝলেন না?

মুতা। না। আমার অনুরোধ সত্বেও যখন যুবক ফিরলো না, তখন তার অনুসরণ আমি যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। তার মনে যদি বংশ-যোগ্য বীরত্বের অভিমান থাকে, তাহ'লে তার অনুসরণ ধৃষ্টতা। আর যদি তাতে বীরত্বের লেশ না থাকে, তাহলে তার অনুসরণ বিড়ম্বনা।

আজিজ। বা! বা! কি সুন্দর যুক্তি!

মুতা। সুন্দর যুক্তি নয় জাঁহাপনা?

আজিজ। অপূর্ব্ব! এখন বুঝছি, যেটুকু আপনার বুদ্ধি ছিল, পিতার রাজ্যকালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেটুকু শেষ হয়ে গেছে।

মুতা। এইটেই বুঝি আপনার বুদ্ধিতে স্থির হয়ে গেল?

আজিজ। কিছুমাত্র ভ্রম হয় নি। জেলাল মুক্ত হয়েছে স্থির বুঝে আমি আপনার একান্ত আগ্রহে এ স্থান ত্যাগ করেছিলুম।

মুতা। বুদ্ধিহীন জানলে আর তা করতেন না?

আজিজ। এখন বুঝছি, আপনার কথায় স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যায় করেছি।

মুতা। বেশ, আপনি যখন এসেছেন, তখন আপনিই তাকে মুক্ত করুন।

আজিজ। নিশ্চয় কবব। যখন জেনেছি, তখন কি তাকে অমুক্ত রেখে চলে যাব? কিন্তু—

মুতা। আর কিন্তু করবেন না জাঁহাপনা! আপনি বল্লেন এক বালিকাকে সঙ্গে রেখে আপনি আবদ্ধ। যে সরাইয়ে তাকে রেখে এসেছেন, সেখানে আমি যাচ্ছি। যতক্ষণ আপনি না ফেরেন, ততক্ষণ আমি তার ভার গ্রহণ কচ্ছি।

আজিজ। কোথায় যুবক আছে আপনি জানেন?

মুতা। আমার চেয়ে আপনি বেশী জানেন। সে যাবার সময় বলে গেছে, আমার চেয়েও দুঃখী একজনকে আমি মুক্ত করতে চল্লুম। যতদিন সে অমুক্ত থাকবে, ততদিন আমারও মুক্তি নেই। আর এই কথা আপনাকে বলতে সে অনুরোধ করে গিয়েছে। বলে গিয়েছে, এই কথা বল্‌লেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।

আজিজ। বুঝেছি। তা হ'লে এখনি সেই বালিকার ভার গ্রহণ করুন।

মুতা। বেশ, যতক্ষণ না ফেরেন, ততক্ষণ আপনার সঙ্গিনীর ভার গ্রহণ করবো। আর যদি না ফেরেন, সে যেখানে নিয়ে যেতে বলে, সেই খানেই নিয়ে যাব।

আজিজ। না ফেরেন বলছেন, ব্যাপার কি?

মুতা। এখন আপনি গিয়ে নিজে ব্যাপার বুঝুন। আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

আজিজ। বেশ, তাই চল্লুম্। [প্রস্থান।

(আব্বাসের প্রবেশ)

মুতা। এ কি আব্বাস, তুমি এখানে! এই যে জাঁহাপনার কাছে শুনলুম, তিনি একা তার সঙ্গিনীকে নিয়ে এখানে এসেছেন।

আব্বাস। কালিফ-জননী ও আমি তাঁর সঙ্গিনীর অনুসরণ করেই এখানে এসেছি। জাঁহাপনা এ কথা জানেন না। মায়েরও ইচ্ছা নয় যে তিনি এ কথা এখন জানতে পারেন। বোধ হয় ওঁদের প্রেমের গভীরতা পরিমাণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু হুজুরালি! আপনি এ কি ক'রে বসলেন! একটা সামান্য কথায় ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে আপনি জাঁহাপনাকে একলা জুম্মাবিবির বাগানের দিকে যেতে দিলেন! আপনার এত চেষ্টায় রক্ষিত পরলোকগত মহান্ কালিফের প্রতিষ্ঠা দেখছি আপনা কর্ত্তৃকই নষ্ট হ'ল। বাদ্সা আজ নিশ্চয়ই জুম্মাবিবির বাগানে প্রবেশ করবেন। তার ফল কি হবে উজীর সাহেব?

মুতা। ভয় কি আব্বাস! এ কাজ খোদা ক'রেছেন, নইলে আমার মনে আজ হঠাৎ অভিমান জেগে উঠবে কেন? তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর, আমি জাঁহাপনার সঙ্গিনীর ভার নিতে চল্লুম। [প্রস্থান।

আব্বাস। এ বিপদ থেকে জাঁহাপনাকে মুক্ত ক'রতে হ'লে স্বয়ং সম্রাট্-জননীকে আজ কস্‌বির গৃহে প্রবেশ করতে হয়। সন্ধান পেয়েছি, লিরিয়ান বেগমকে দুরাত্মারা এইখানেই আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। এস্থান থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে এক কালিফ-জননী ভিন্ন আর কারো সাধ্য নয়। তাইতো কি করি! মহাত্মা কালিফের এ অপূর্ব্ব যশ-প্রতিষ্ঠা এক দিনে এ বন-ভূমে সমাহিত হয়ে যাবে! যাই, কালিফ-জননীকে এ সংবাদ দিইগে। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জুম্মাবিবির উদ্যান-পার্শ্ব।

জেলাল ও আজিজ।

জেলাল। ঠিক—ওইখানে—ওই বেড়ার ও পারে। রোজ এমনি সময়ে তাকে দেখতে পাই। কাল আমি কেবল দেখিনি। আস্‌তে পারিনি, তাই দেখিনি।

আজিজ। কই, আজত সে আসেনি!

জেলাল। আসেনি—আস্‌বে।

আজিজ। ঠিক আস্‌বে?

জেলাল। ঠিক আস্‌বে। তুমি এই চুব্‌ড়ী হাতে নিয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমি একবার বেড়া পার হ'য়ে দেখি।

আজিজ। রোজ রোজ পরের বাগানে লুকিয়ে লুকিয়ে ঢুকছ, তোমার সাহস ত কম নয়!

জেলাল। আমি ত আর চুরি কর্‌তে ঢুকি না।

আজিজ। চুরি কর্‌বার মতলবে ত ঢোক। চুরি কর্‌তে পারছ না, তাই চুরি কর্‌ছ না।

জেলাল। (সক্রোধে) কি ব'ললে?

আজিজ। চট্‌ছ কেন? নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করনা। তুমি কি রোজ রোজ সখ্‌ ক'রে এই কাঁটার বেড়া পার হও? যাকে ফল দিচ্ছ, তাকে পাওয়া কি তোমার উদ্দেশ্য নয়?

জেলাল। দোস্ত—দোস্ত, জীবন দিয়েছ—মুক্তি দিয়েছ—দিয়ে উৎ-পীড়নে আমাকে মেরে ফেলনা। আমি রাখাল,—আমি রাখাল!

আজিজ। এখন যদি কেউ তোমাকে বলে,—তুমি রাখাল নও?

জেলাল। কে বলবে—কে বলবে?

আজিজ। যে বলবে, আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। ওকি! পালাবার চেষ্টা করছ কেন—ভয় কি! দোস্ত বলেছ, তাই বল। বেশ দোস্ত না হই—দুষমন ত নই! আমি কি তোমাকে বিপদে ফেলব?

জেলাল। আমি কারও কাছে যাব না।

আজিজ। না যাও, তাকে তোমার কাছে এনে দিচ্ছি।

জেলাল। (অন্যমনস্কভাবে) কি বলছ—কি বলছ? কাকে—কোথা থেকে—কেন? (মুহুর্মুহু উদ্যানাভিমুখে দৃষ্টি)।

আজিজ। বুঝতে পেরেছি—বুঝতে পেরেছি। সে আসেনি—সে এখনও আসেনি। এলে আমিও দেখতে পাব। দেখতে পেলেই তোমাকে বলব। নাও, আমার দিকে চেয়ে কথা কও। আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দাও।

জেলাল। বল।

আজিজ। কতদিন তোমাদের দু'জনের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে?

জেলাল। (হাস্য করিয়া) দেখা সাক্ষাৎ?

আজিজ। হাস্‌লে যে?

জেলাল। সাক্ষাৎ হয়েছে—দেখা হয়নি।

আজিজ। মিথ্যাবাদী।

জেলাল। মিথ্যাবাদী! মুক্তিদাতা। অন্যে এ কথা বললে তখনি তাকে শাস্তি দিতুম।

আজিজ। বিশ্বাস হ'লনা যে বন্ধু! শুধু আমি কেন, এ কথা দুনিয়ার কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না।

জেলাল। ' না ক'রে—আমার বয়ে গেল। আমি যা সত্য, তাই বলছি।

আজিজ। দেখনি?

জেলাল। ক'বার বলব?

আজিজ। কথা?

জেলাল। না।

আজিজ। তুমি কওনি, না সে কয়নি?

জেলাল। সে কয়নি। আমিও কইনি। প্রথম দিন দু'একটা কথা কয়েছিলুম।

আজিজ। তা'হলে ইসারাতেই প্রেম চালাচালি হয়েছে?

জেলাল। তুমি মূর্খ! শুনছ, আমি তার মুখ-চোখ এপর্য্যন্ত দেখিনি। তখন তার ইসারা দেখব কেমন করে? দেখেছি, কেবল একটা কাপড়ে ঢাকা জন্তু, আর তার একখানা হাত—তাও আবাব দস্তানা দিয়ে ঢাকা। কিন্তু ভাই, শুধু তারই জন্যে এখানে আট্‌কে আছি। লোকের বাড়ী মজুরী ক'রে তার ফল জোগাচ্ছি। কারণ বুঝেছি—সে আমার চেয়েও

আজিজ। বটে! এ রকম অসাধারণ প্রেম ত কখন দেখিনি!

জেলাল। প্রেম! সে কি দোস্ত, প্রেম কি? দুঃখীর সঙ্গে দুঃখীর যাতনার বিনিময়। এই কি প্রেম?

আজিজ। তা ভাই জানিনা। যাতনার বিনিময়, কি যাতনার নিমন্ত্রণ—তা বলতে পারিনা, তবে তোমাতে যে সব লক্ষণ দেখছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে, তুমি তাকে ভালবেসে ফেলেছ।

জেলাল। ভালবেসে ফেলেছি?

আজিজ। কিন্তু জেলাল! এ ভালবাসা বিচিত্র! সে কে—কি—কি

রকম বস্তু-- কিছুই তুমি জানলে না, অথচ ভাল বাসলে! বন্ধু! তোমার এ অবস্থায় আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারলুম না। এর চেয়ে, পূর্ব্বে যে অবস্থায় তোমাকে দেখেছিলুম, সে অবস্থা তোমার ছিল ভাল।

জেলাল। বল কি? তাহ'লে কি আর আমি ফল নিয়ে তার কাছে যাবনা?

আজিজ। কাপড়-ঢাকা জন্তুটীর ক্ষুধা নিবারণই যদি তোমার এক-মাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে যাও। যদি জন্তুটীকে দেখবার সাধ সেই সঙ্গে মনে জেগে থাকে, তাহ'লে যেয়ো না।

জেলাল। বন্ধু! তাকে দেখতে বড় ইচ্ছা হয়েছে।

আজিজ। যদি সে নিতান্ত কুৎসিত হয়? তাহ'লে তাকে ফল দেবার এ আগ্রহের এক আনাও আর তোমাতে থাকবে না। তোমার এত কালের করুণার কার্য্য এক দিনের অবজ্ঞায় পণ্ড হয়ে যাবে।

জেলাল। আর যদি সুন্দরী হয়?

আজিজ। 'যদি হয়' কেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জন্তুটী পরমাসুন্দরী। তুমি তাকে না দেখেই যখন এত অস্থির, তখন দেখলে আত্মবিস্মৃত হয়ে যাবে। তাকে পাবার জন্য প্রচণ্ড লালসা হবে। কিন্তু জেলাল, সে যদি তোমাকে না চায়?

জেলাল। না চায়, আমিও অমনি তাকে পিছন ক'রে চ'লে আসব।

আজিজ। পারবে? (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) আচ্ছা, তোমার সে বস্তুটী কি নীল আবরণে ঢাকা?

জেলাল। সে এসেছে—সে এসেছে! দোস্ত—চল্লুম—

[বেগে প্রস্থান।

আজিজ। বন্ধু, দাঁড়াও—দাঁড়াও— [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

জুম্মাবিবির উদ্যান।

বস্ত্রাচ্ছাদিতা লিরিয়ান শিলাখণ্ডে উপবিষ্টা।

লিরি। বুঝি আর তার সঙ্গে দেখা হ'লনা। ফল দিয়ে এতদিন জীবন রক্ষা মান-রক্ষা যে করে গেল—তাকে একটা ধন্যবাদের কথাও কইতে পারলুমনা! সেইত পিতৃব্যের শাসনে আমাকে মাথা হেঁট করতে হল, তখন একজন গরীব চাষার ফল খেয়ে তার কাছে মিছে দেনদার হলুম কেন? আজই হয়ত নিষ্ঠুর পিতৃব্যের সম্মুখে আমাকে উপস্থিত হতে হবে। তার পর? তার পর সেই অপ্রিয়দর্শন পশু। দূর ছাই। কি করলুম? আরও দু'দিন চুপ ক'রে থাকতে পারলুম না। না, পারলুম না। থাকলে ওই নিরীহ কৃষক-পুত্রের জীবন থাকতো না। পাপিষ্ঠা আমাকে অপরাজিত দেখে সন্দেহ করেছিল। বুঝেছিল, কেউ গোপনে নিত্য আমাকে আহার জুগিয়ে যাচ্ছে। তার নিষ্ঠুর অনুচরেরা চোরের অনুসন্ধান দুই একবার করেছে। ঈশ্বরের কি অনুগ্রহে যুবককে দেখতে পায়নি। আর দু দিন চুপ করে থাকলে, আমার জীবন-রক্ষার বিনিময়ে ওই যুবককে জীবন দিতে হত। শুধু তারই প্রাণ-রক্ষার আকিঞ্চনে আমি হীনতা স্বীকার করেছি। ঈশ্বর! তুমি অন্তর্য্যামি! তুমিই জেনেছ, এতে আমার কোনও অপরাধ নেই। সুলতান-পুত্রী হয়েও আমি ভাগ্যহীনা। আমার সঙ্গে এক সাধুর ভাগ্যও কেন জড়িত হবে! ওই ওই সে আসছে; ঠিক আসছে। আসুক —আজ নির্ভয়ে আসুক আজ এস্থান প্রহরী শূন্য। আয়ত্তে এনে নিষ্ঠুরা কসবী আনন্দে আমাকে আজ মুক্তি দিয়েছে।

(ফলপাত্র হস্তে জেলালের প্রবেশ এবং লিরিয়ানের সম্মুখে পাত্ররক্ষা পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত)

লিরি । তাইত—কি বলব ! (অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া) চলে যায় যে ! আর ত দেখা হবে না !

(কণ্ঠস্বরের ইঙ্গিত। জেলালের পশ্চাতে নিরীক্ষণ। নিকটে আসিতে জেলালকে লিরিয়ানের ইঙ্গিত। শিলাসন ত্যাগ করিয়া জেলালের অলক্ষ্যে অবগুণ্ঠন উন্মোচন ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মুখ পুনরাবৃত করণ)—তোমার নাম কি ?

জেলাল। (বিস্ময়-ভাব প্রকাশ)

লিরি। নাম বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ ?

জেলাল। তুমি কথা কহিলে !

লিরি। তোমার সদ্ ব্যবহারে কথা না কয়ে থাকতে পারলুম না। তুমি কাল আসনি কেন ?

জেলাল। কাল—কাল আমি আসতে পারিনি।

লিরি। বুঝতে পেরেছি—আসা তোমার বিরক্তিকর বোধ হয়েছে।

জেলাল। না—না, আমি আস্তুম। শুধু হাতে—তাই পারিনি।

লিরি। আমি তোমার ফলের মূল্য দিতে পারিনি।

জেলাল। পেয়েছি, পেয়েছি, ঢের পেয়েছি—তুমি কথা কয়েছ।

লিরি। মূল্য চাইলেও দিতে পারব না—এ জেনেও আমি তোমার ফল গ্রহণ করেছি। গ্রহণ করে ধর্ম্মতঃ আমি তোমার কাছে ঋণী।

জেলাল। ওসব কথা কয়োনা। তুমি কথা কয়েছ, এইতে তোমার কাছে ঋণী।

লিরি। ও কথা বলনা। ও কথা বল্‌লে, আমাকে রহস্য করা হয়।

তুমি গরীব কৃষকপুত্র। তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছি মনে করে, আমার মর্ম্মবেদনা হচ্ছে। আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে তোমাকে আমি সন্তুষ্ট করতে পারি।

জেলাল। মনে আমার আনন্দ ধরছে না! ফল যখন পাব, এনে দেব। যতদিন তুমি দয়া করে খাবে, এনে দেব। দামের কথা তুলোনা। তুললে মনে বড় কষ্ট হবে।

লিবি। তোমার নাম কি?

জেলাল। জেলালউদ্দীন!

লিরি। তোমার কে আছে?

জেলাল। সে কথা জিজ্ঞাসা করনা বিবি সাহেব। কবলে—তোমার সঙ্গে কথাব সুখ নষ্ট হয়ে যাবে।

লিরি। বেশ, জিজ্ঞাসা করবনা। থাক কোথায়?

জেলাল। নদী পারের এক ভেড়িওয়ালার বাড়ীতে।

লিরি। সেখানে কর কি?

জেলাল। কখন মাঠে ভেড়ী চরাই, কখন বাজারে ফল বিক্রী করি।

লিরি। এ সব ফল তা হলে তার? চুপ ক'রে রইলে কেন? বলতে লজ্জা কিসের?

জেলাল। তারই বই কি।

লিরি। তাহ'লে শুধু হাতে ফিরে যাও—সে কিছু বলে না?

জেলাল। তার অনেক :ফল, তা থেকে বেচে দু'একটা নিয়ে আসি।

লিরি। চুরি করে নিয়ে এস? কথাটা অন্যায় হয়েছে,—ক্রোধ ক'র না।

জেলাল। তাকে বলে নিয়ে আসি। দাম দেব বলে নিয়ে আসি।

লিরি। কিন্তু দাম ত দিতে পার না।

জেলাল। দিতে পারিনি, দেব।

লিরি। কেমন ক'রে দেবে? আমার কাছে ত পাবে না।

জেলাল। আমার মাহিনা থেকে কাটান দেব।

লিরি। তাকে আমার কথা বলেছ?

জেলাল। না বিবি সাহেব, তা বলিনি। কিন্তু মনিব একটা বুঝেছে।

লিরি। কি বুঝেছে?

জেলাল। সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না।

লিরি। বল না– আমি জানতে চাচ্ছি—দোষ কি?

জেলাল। সে বলে, আমি আমার পিয়ারীকে ফল দিতে আসি।

লিরি। তুমি কি বল?

জেলাল। আমি—আমি—আমি কিছু বলি না। চুপ করে থাকি।

লিরি। তা হ'লে কথাটা স্বীকার করে নাও বল? ভাল, আমাকে তুমি ফল দিতে এসেছিলে কেন? আমাকে কি তুমি দেখেছ?

জেলাল। না।

লিরি। তবে এখানে কেন এসেছিলে?

জেলাল। তোমার গান শুনে এসেছিলুম। তারপর তোমার কথা শুনে ছিলুম। তুমি ক্ষুধায় কাতর বুঝেছিলুম।

লিরি। বুঝেছি। আজ তুমি ফল উঠিয়ে নাও।

জেলাল। কেন বিবি সাহেব?

লিরি। তোমার পূর্ব্ব ফলেরই মূল্য দিতে পারিনি।

জেলাল। আমি ত বলেছি বিবিসাহেব, আমি মূল্য নেবো না।

লিরি। নিতেই হবে।

জেলাল। নিতেই হবে!

লিরি। না নিলে, তোমার দত্ত খাদ্য শূলের মত আমার পেটে বিঁধ্‌বে।

জেলাল। বেশ, একদিন উপহার নাও।

লিরি। আজ আমি ক্ষুধার্ত্ত নই। সুভোজ্যে পরিতৃপ্ত হয়েছি।

জেলাল। নেবে না?

লিরি। নিয়ে যাবার উপায় নেই। এ ফল অন্যে দেখলে তোমার বিপদ হবে। জেলাল! মনে ক্ষোভ ক'র না। যে বুড়ীর আশ্রয়ে আছি, সে বড় নিষ্ঠুর।

জেলাল। তোমার কথা কি মিষ্টি! তুমি সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে থাক কেন বিবিসাহেব?

লিরি। আমি থাকি না। সেই বুড়ীই আমাকে ঢেকে রাখে। তুমি এই ধূকড়ীর ভেতরে কি আছে মনে কর?

জেলাল। আমার জান আছে।

লিরি। তোমার ফলের মূল্য দিচ্ছি— নাও।

জেলাল। আমার কথায় কি রাগ করলে বিবিসাহেব?

লিরি। দোষ তোমার নয়, দোষ আমার! রাখালের কাছে আমার এতটা বাচালতা ভাল হয় নি। ফলের মূল্য দিচ্ছি, নাও, নিয়ে চলে যাও।

জেলাল। এই যে বললে, "আমার হাতে পয়সা নেই"?

লিরি। পয়সা নেই বলে কি দেবার অন্য কিছুও নেই! (হস্তাবরণ উন্মোচন)

জেলাল! ইস্‌!

লিরি। আংটীর জলুষ দেখে বিস্মিত হচ্ছ? এই পাথর বদাক্‌সনের পদ্মরাগমণি। অতি দুর্ম্মূল্য। এ এক রাজকন্যার হাতের আংটী।

জেলাল। আংটী দেখতে কে চায়? আমি তোমার হাতের আঙ্গুলের জলুষ দেখছি। ওই আঙ্গুলে থেকে তোমার আংটীর গুমোর বেড়ে গেছে। তাইত বিবি সাহেব, তোমার এত রূপ!

লিরি। নিয়ে যাও।

জেলাল! কি?

লিরি। আংটী।

জেলাল। কেন?

লিরি। এই তোমার ফলের:মূল্য।

জেলাল। দু'পয়সার ফল দিয়ে, বিনিময়ে এই অমূল্য আংটী নেব? তা নেব না।

লিরি। তা হ'লে?

জেলাল। বিবিসাহেব!

লিরি। কি? বল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব্যাপার কি, জলদি বল—আমি আর দাঁড়াতে পারব না।

জেলাল। তোমার মুখখানি—

লিরি। তা হয় না। আমি মর্য্যাদা নাশ করতে পারি না। পুরস্কার দিচ্ছি, গ্রহণ কর।

জেলাল। বিবিসাহেব! আমি তোমাকে ভালবেসেছি।

লিরি। (অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করিয়া) ওই পুরস্কার দিলুম, তুলে নাও। নিয়ে এখনি উদ্যান পরিত্যাগ কর। হুঁসিয়ার! আর এখানে এস না। (জেলালের প্রস্থানোদ্যোগ) তুলে নাও। (স্বগত) তাইত! কি করি! ও যে রকম উন্মত্ত, মুখ দেখালে ওকেত আর ফেরাতে পারব না। দেখলেই সঙ্গ

নেবে। অমনি সেই সব দুর্দ্দান্ত হাবসীর নজরে পড়বে। এখনি গরীবের প্রাণ যাবে। (অঙ্গুরীয় উঠাইয়া প্রকাশ্যে) মূল্য নেবেনা ? নেবেনা ? এই ভেড়ীওয়ালা—দাঁড়া। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদসা কালিফ যে মুর্খ-দর্শন-ভিখারী, ক্ষুদ্র নগণ্য-চাষা, তুই সেই মুখ দেখতে সাহস করিস ?

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। আমি করি বিবি সাহেব! চাষাকে মুখ দেখাতে কুণ্ঠা বোধ কর, আমাকে দেখাও। গরীব চাষা সেই সঙ্গে দেখে চক্ষু সার্থক করুক।

লিরি। তুমি আবার কে ?

আজিজ। আমি ওই চাষার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

নেপথ্যে। কোন হ্যায়—কোন হ্যায়—

লিরি। চলে যাও, হতভাগ্যেরা চলে যাও—নইলে এখনি মৃত্যু—ভীষণ-মৃত্যু—পালাও পালাও, নইলে কেউ রক্ষা করতে পারবে না,—কালিফ পারবে না।

[প্রস্থান।

আজিজ। দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি জেলাল ? এখনি দাম্ভিকার অনুসরণ কর।

জেলাল। করব ?

আজিজ। এখনি—

জেলাল। তার পর ?

আজিজ। তার পর আবার কি ? মৃত্যুভয়ে যদি ভালবাসার বস্তুর অনুসরণে পশ্চাৎপদ হও, তা'হলে পালাও কাপুরুষ, আমি তোমার হ'য়ে সুন্দরীর অনুসরণ করি।

জেলাল। কাপুরুষ কখন নই, ও আমাকে মুখ দেখাতে ঘৃণা করেছে।

আজিজ। মুখ দেখাতে ঘৃণাবোধ করেছে—তুমি গিয়ে সুন্দরীর পাণি-প্রার্থনা কর।

[জেলালের বেগে প্রস্থান।

(খোজা প্রহরিগণের প্রবেশ)

১ম, প্র। ওই একটা পালাচ্ছে। ধর্ ধর্—ভাগলো—জলদি—জলদি।

[১ম প্রহরী ব্যতীত অন্যান্য প্রহরিগণের প্রস্থান।

কে তুই ?

আজিজ। এই ভাই—পথিক।

১ম, প্র। এই কি পথ ?

আজিজ। তা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় ? যে পাহাড়ে অবলীলায় আরোহণ কর্‌তে পারে, পাহাড়ই তার পথ। যে সমুদ্র অনায়াসে পার হ'তে পারে, সমুদ্রই তার পথ। নে—পথ ছেড়ে দে। ওই ক'টা পশু আমার বন্ধুর পেছনে ছুটেছে। এখনি আমাকে রক্ষা করতে হবে।

১ম, প্র। আগে তুই-ই বাঁচ, তার পর তাকে রক্ষা করবি। নে, আল্লাকে স্মরণ কর্।

আজিজ। আমি সর্ব্বদাই স্মরণ কর্‌ছি।

১ম, প্র। তবে আর দেরি কর্‌ছি কেন ?

আজিজ। হুঁসিয়ার উল্লুক ! যদি বাঁচতে চাস, অস্ত্র কোষবদ্ধ কর্। সামান্য তলবের গোলাম, তুই মলে দুনিয়ার কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না—

১ম, প্র। কে আপনি হুজুরালি ?

আজিজ। ওই খানে জানতে পারবি, আমার সঙ্গে চলে আয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

জুম্মাবিবির উদ্যানমধ্যস্থ কক্ষ।

লিরিয়ান।

লিরি। তাইত, কি কবে এলুম! এসেই বা কি করলুম! ছিলুম কোথায়? আছি কোথায়? এখান থেকে আবার যাব কোথায়? এ দুনিয়ায় আমাব কে আছে? আত্মীয় বিরূপ, শত্রু প্রতারক, দুনিয়া—নিশ্চেষ্ট দর্শক। একজন—কেবল একজন—এ দুনিয়ায় আমাকে মমতা দেখিয়েছে। তবে আমি কেন তার সঙ্গে মমতার বিনিময়ে কার্পণ্য কর্‌লুম! নিয়তি এতকাল পরিহাস কর্‌ছে, আমি কেন একদিন নিয়তিকে পরিহাস করলুম না।

নেপথ্যে। ওই দিকে—ওই দিকে (কোলাহল)

লিরি। এ কি! কি হ'ল—দুর্দ্দান্ত হাবসী তাকে দেখতে পেয়েছে না কি! ঠিক পেয়েছে! আবাব নিয়তি বিকট পরিহাসে আমাকে পাগল করতে আস্‌ছে না কি?

(জেলালের প্রবেশ)

ওদিকে সেদিকে কি দেখছ—আমাকে চিনতে পারছ না? আমাকে চিন্‌তে পারছ না?

জেলাল। আবার কথা কও।

লিরি। এই যে অনেক কথা কয়ে এলুম জেলাল!

জেলাল। তুমি—তুমি—এত সুন্দর!

লিরি। মুখের দিকে চেয়ে থাকবার সময় নয়—কৃষক-পুত্র! এখনি জীবন যাবে—যাবে কি—গেল—গেল! চলে এস।

জেলাল। আর জীবনে প্রয়োজন কি। রাখালের যা প্রাপ্য, তা সে পেয়েছে। আর আমার বাঁচবার প্রয়োজন নাই।

লিরি। তোমার নেই, আমার আছে। জলদি তুমি আমার ওই মশারি ঢাকা শয্যার মধ্যে প্রবেশ কর।

জেলাল। আর কেন, মর্‌তে দাও।

লিরি। মৃত্যু আপনি আসছে—এখনি আস্‌ছে। তোমাকে আর আমাকে এক সঙ্গেই গ্রাস করতে আসছে। তবে একটু লুকোচুরী খেলতে দাও। মনের কথা কইতে সময় নেই—যাও, যাও।

[জেলালের প্রস্থান।

নেপথ্যে। কই—কোথায়?

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

লিরি। কিরে, কি হয়েছে? কিসের গোলমাল?

১ম, প্র। তাইতরে! কোথায় গেল?

সকলে। তাইত—কোথায় গেল?

লিরি। কি গেল—কি গেল?

১ম, প্র। চোকে ধুলো দিয়ে গেল নাকি?

লিরি। আরে মর্, কি হয়েছে—খুলে বল্,—দেরি করিস্‌নি।

১ম, প্র। একটা লোক বাগান থেকে এই বাড়ীর ভেতরের দিকে ছুটে এসেছে। আমরা বরাবর পিছন নিয়েছি। এই খানটায় গোল-মাল হয়ে গেছে।

লিরি। লোক!—কি রকম দেখতে?

১ম, প্র। তা কি দেখেছি!

লিরি। চোর না, সাধ?

১ম, প্র। চোর। সাধ কি আর লোকের বাড়ী না বলে ঢোকে

লিরি। পুরুষ না স্ত্রীলোক?

১ম, প্র। তাইতরে, পুরুষ না স্ত্রীলোক (সকলে হাঁ করিয়া অবস্থিতি) সেটা ত হিসেব করা হয়নি!

লিরি। বা! মাতব্বর বা! এমনি করে বুড়ীর সম্পত্তি তোমরা চৌকী দিচ্ছ?

১ম, প্র। চলে আয়—চলে আয়! গোলমাল হয়ে গেল!

লিরি। ধর্‌তে পার্‌লি কি না খবর দিবি।

১ম, প্র। দেব—দেব।

লিরি। আমি উৎকণ্ঠায় রইলুম।

১ম, প্র। দেব—দেব।

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

লিরি। (ভিতর হইতে জেলালকে আনিয়া) আর :আমাদের কথা ক'বার সময় নেই। জেলাল! তোমাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করবার জন্য আমি তীব্র তিরস্কার করেছিলুম। তুমি শুনলে না! মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌তে উন্মত্তের মত আমার অনুসরণ করলে। যখন করেছ, তখন মৃত্যুর দ্বারে তোমাকে দাঁড় করিয়ে, মৃত্যু-ভবনের প্রথম সোপানে পা দিয়ে আমি তোমাকে যা বলি, শোন। কৃষক-পুত্র! আমি ছিলুম—সমরখন্দের সুলতান-নন্দিনী। এখন, এই মুহূর্ত্তে আমার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—সব অন্ধকারে ডুবিয়ে এক :প্রান্তর-বিচ্যুত ভাসমান তৃণ অবলম্বন ক'রে দরিয়ায় ঝাঁপ দিলুম। যে অদৃষ্ট, দিবারাত্র আমাকে উৎপীড়ন ক'রেও তৃপ্ত হচ্ছে না, (অঙ্গুরীয় লইয়া ও জেলালের অঙ্গুলিতে পরাইয়া) আজ তার মুখে নিজহাতে এই আমি অগ্নি সংযোগ কর্‌লুম। জয়যুক্ত কৃষক! তোমার সাহায্যে এতদিন যে জীবন রক্ষা করেছিলুম,

এই নাও, সে জীবন তোমারই প্রাপ্য, গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য কর। নাও, এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

জেলাল। চাষা! সত্যই আমি চাষা। যে কথায় তোমার এই অদ্ভুত আচরণের উত্তর দেবো, তা আমার ভাষার পুঁজিতে নেই। মৃত্যু—তোমার? সে ত হয়ে গেল! আমার? দেখি দেখি—ডাকলেও সে আমার কাছে আসে কি না। আস্‌বে না—আস্‌বে না! আমি মাটী দিয়ে বেহেস্ত কিনেছি। দেবদূতের কৃপায় নিশ্বাস আমার কল্‌জে স্পর্শ করছে—মৃত্যু আস্‌বে না। এই—এই—তোরা এদিকে আয়, আমি এখানে আছি।

(হাবসীগণের প্রবেশ)

১ম হাব্‌সী। মিলেছে—কোথায় পালাবে। ধর্ কমবখ্‌তকে। ছিঃ সাজাদী! তোমারই ঘরে!

লিরি। চোপ্‌রাও উল্লুক, ইনি আমার স্বামী।

সকলে। ধর—ধর—স্বামীকে ধর্।

(আজিজ ও সরদারের প্রবেশ)

আজিজ। হুঁসিয়ার! অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করেছিস্ কি মরেছিস্। বলে দাও সরদার।

সর্। সরে দাঁড়া—সরে দাঁড়া—সেলাম ক'রে সরে দাঁড়া।

(জুম্মাবিবির প্রবেশ)

জুম্মা। সরে দাঁড়াবে কেন—গ্রেপ্তার কর্।

আজিজ। একটু বিলম্ব বৃদ্ধা, ব্যস্ত কেন? এর মধ্যে পালিয়ে যাবার কেউ নেই।

জুম্মা। কে তুমি?

আজিজ। মৃত্যু পরিচয়ের খাতির রাখে না। রাজাপ্রজা, বালক-

বৃদ্ধ—সকলকেই ইচ্ছামত গ্রহণ করে। তুমি কে? আর কি সাহসে তুমি কালিফের রাজ্যে এই রাক্ষসীর আচরণ দেখাচ্ছ?

জুম্মা। কালিফ হ'লে, আমি এ কথার উত্তর দিতুম।

আজিজ। নইলে?

জুম্মা। ওই যুবকের সঙ্গে তোমারও মৃত্যু।

আজিজ। মারবে কে?

জুম্মা। এই যে—দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

আজিজ। বৃদ্ধা! এরূপ শত অভাগ্যের মুণ্ড ভক্ষণেও এ তরবারির ক্ষুধা নিবারণ হবে না।

জুম্মা। আরও আছে, শত আছে, সহস্র আছে, লক্ষ আছে। কালিফের ফৌজদার আছে, সুবেদার আছে—স্বয়ং কালিফ আছেন।

আজিজ। যদি কালিফ হই?

জুম্মা। সত্যই আপনি কালিফ?

আজিজ। যদি হই?

জুম্মা। যদি নেই। সত্যই যদি আপনি ছদ্মবেশে দুনিয়ার মালিক আল আজিজ, তাহ'লে এ বৃদ্ধার কাছে গোপন ক'রবেন না।

আজিজ। আমিই আল আজিজ।

(সকলের সবিস্ময়ে অভিবাদন করণ)

জুম্মা। জাঁহাপনা! মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করুন। তোরা চলে আয়। জাঁহাপনার বাক্যই তাঁকে অবদ্ধ-রাখা-প্রহরী।

[জুম্মা ও প্রহরিগণের প্রস্থান।

জেলাল। তাইত—জাঁহাপনা! সুলতান কন্যা,—মৃত্যু ফিরে গেল।

আজিজ। (স্বগত) সুলতান-কন্যা! তাই তো, রহস্য যে ক্রমে ঘনী-

ভূত হ'য়ে আস্‌ছে। (প্রকাশ্যে) একটু অপেক্ষা কর ভাই! আমি অবস্থা এখনও বুঝ্‌তে পারছি না। কথা ক'বার সময় আসুক।

লিরি। জাঁহাপনা! আমি কেবল একটা কথা কইব—একটা কথা! বুঝ্‌তে পেরেছেন, অভাগিনী—সমবখন্দের সুলতান-কন্যা। চিত্তের সে আবেগের আবেদন জাঁহাপনার কি মনে আছে?

আজিজ। সে কথা জান্‌তে চাচ্ছ কেন?

লিরি। জান্‌তে আর চাচ্ছি না। আমি মহাপুরুষের কাছে ক্ষমা চাই।

আজিজ। চেয়ো না। লজ্জিত হয়ো না সুলতান-নন্দিনী! মন—তুমিও বুঝ্‌তে পারনি—আমিও পারিনি। আমি আকাশে ঘর বাঁধতে দুনিয়া থেকে মসলা সংগ্রহের জন্য পথে বেরিয়েছিলুম। এসে এই জন-বিরল ক্ষুদ্র পল্লীতে দেখি, আকাশ তার চন্দ্রতারকা-রত্নরাজি দিয়ে দুনিয়ার পৃষ্ঠে আগে হ'তেই মন্দির রচনা করে রেখেছে! এক-দিকে দেখে, অন্য দিকে পেয়ে—আমি ধন্য! তুমি অজ্ঞাতসারে তোমার প্রিয় পেয়েছ। আমিও অজ্ঞাতসারে আমার প্রিয়া পেয়েছি। নির্ভয় হও রাজনন্দিনী, আমি তোমার প্রিয়ের সখা।

(জুম্মাবিবির পুনঃ প্রবেশ)

জুম্মা। জাঁহাপনা, এইখানা পাঠ করুন। (ফারমান দান)

আজিজ। (ফারমান মস্তকে স্পর্শ করিয়া) এত আমার পিতারই স্বাক্ষরিত ফারমান।

জুম্মা। পাঠ করুন।

আজিজ। (পাঠান্তে) একি—একি নিষ্ঠুর আদেশ! যে পুরুষ তোমার বিনা অনুমতিতে এ গৃহে প্রবেশ করবে, তারই শিরশ্ছেদ হবে? এ অদ্ভুত কঠোর আদেশের কারণ ত আমি বুঝ্‌তে পারছি না।

জুম্মা। সে কথা বোঝাতে আমাব সাহস নেই জাঁহাপনা।

আজিজ। বেশ, মহান্ পিতার আদেশ আমি পালন কব্ছি। আমাকে বন্দী কবতে চাও—বন্দী কব হত্যা কবতে চাও—হত্যা কর। আমি সামান্য মাত্রও বাধা দেব না। এ যুবককে মুক্ত কব।

জুম্মা। জাঁহাপনাব কি কোনও আদেশ করবাব অধিকার আছে?

আজিজ। এ ফাবমান দেখে ত বুঝতে পারছি, নেই। ববং পিতাব সুজাত পুত্র বলে যদি আমাকে গর্ব্ব করতে হয়, তাহ'লে যুবককে মৃত্যু-দণ্ড দিতে তোমাকে আমাব সাহায্য কবতে হবে। আদেশের অধিকাব নেই;—ভিক্ষাব ত অধিকাব আছে।

জেলাল। কেন? কিসের ভিক্ষা? এই তুচ্ছ চাষাব প্রাণেব জন্য আপনাকে এই নগণ্য স্ত্রীলোকেব কাছে হীন হতে হবে জাঁহাপনা! এই বুড়ী, ওই শয়তানগুলোকে ডেকে আন্। আমাব প্রাণ এখনি নিতে বল।

লিরি। নে কসবী, সেই সঙ্গে আমারও প্রাণ নে।

জুম্মা। না রাজকুমারী, তোমাব প্রাণ নেবো না। তোমার পিয়া-রের প্রাণ নেব। তোমার সুমুখেই নেব। তুমি আমাকে বড় ঠকিয়েছ। গোপনে গোপনে এই চাষার সঙ্গে প্রেম ক'রে, এরই সাহায্যে জীবন রক্ষা করেছ। তাতেই আমার সকল কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। তোমার সুমুখে এই কম্‌বখ্‌তকে মেরে তোমাকে সমরখন্দে পাঠিয়ে দেব। সেখানে দানিয়েল তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছে।

আজিজ। তাইত! রণস্থলের বিপদ যে এর চেয়ে তুচ্ছ! বিবি-সাহেব! যুবকের প্রাণভিক্ষা চাই।

জুম্মা। না জাঁহাপনা, আমি হৃদয়হীনা বারাঙ্গনা।

আজিজ। তাহ'লে আগে আমাকে হত্যা কর।

জুম্মা। সাহান সা! রাক্ষসীও নিজের সন্তানকে পালন করে। আপনি রাজ্যেশ্বর। আপনি প্রজার সমস্ত সম্পর্কেরও মালিক। আমি আপনার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারব না।

আজিজ। আমি এক রাজ্য পুরস্কার দিচ্ছি।

জুম্মা। এই বৃদ্ধকালে রাজ্য নিয়ে আমি কি করব জাঁহাপনা?

আজিজ। তাইত জেলাল, তোমার প্রাণ যে রক্ষা করতে পারি না।

জেলাল। শুনে বড়ই খুসী হয়েছি জাঁহাপনা! নে বুড়ী, শিগ্‌গির আমার প্রাণ নে।

লিরি। নে বৃদ্ধা, সর্ব্বাগ্রে আমার প্রাণ নে।

জুম্মা। বান্দা, অস্ত্র নিয়ে আয়।

(তরবারি-হস্তে বান্দার প্রবেশ)

এই বেয়াদব চাষাকে এখনি কোতল কর। (বান্দাকর্ত্তৃক জেলালের মস্তক-ছেদনের উদ্যোগ)

(হামিদা ও আব্বাসের প্রবেশ)

হামিদা। সাবধান! সুলতান-নন্দিনি, কার সাধ্য তোমার পিয়ারের অঙ্গস্পর্শ করে!

আজিজ। একি বিবি সাহেব, তুমি এখানে!

হামিদা। সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। আত্মগোপন কেন? মা বল সম্রাট! এরা সব আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে—মা বল।

আজিজ। মা, তোমাকে এ অপবিত্র স্থানে দেখার চেয়ে, এই বৃদ্ধার হাতে আমার মৃত্যু হওয়াও ছিল ভাল।

হামিদা। অপবিত্র! কে তোমাকে এ কথা বল্‌লে? না আজিজ! তোমার প্রতিষ্ঠা হানি হবে, এমন কাজ তুমি স্বপ্নেও আমার কাছে

প্রত্যাশা ক'র না। এ বটে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর গৃহ, কিন্তু তোমার তীর্থ। উজীর এখানে প্রবেশ করতে পারেনি। বর্ত্তমান সম্রাটেরও এখানে প্রবেশাধিকার নাই। আর কোনও স্থানে লুকিয়ে রাখলে, এই বালিকাকে কালিফের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেনা বলে, ধূর্ত্ত সমরখন্দের উজীর একে এইখানে লুকিয়ে রেখেছে। তোমারই প্রতিশ্রুতি পালন করতে আমি এই বন্দিনীকে উদ্ধার করতে এসেছি। দাঁড়িয়ে থেকো না বৃদ্ধা, তোমাকে যাতে আনন্দে মা বলে সম্বোধন করতে পারি, সত্বর তার ব্যবস্থা কর। নইলে তোমার সঙ্গে, তোমার এই রহস্যপূর্ণ আশ্রয়-ভূমি আমি ভূমিসাৎ করে চলে যাব। কালিফ তাঁর পিতার আদেশপালনে তোমার কাছে মাথা হেঁট করতে পাবেন, আমি ত ক'রবনা। আমি তোমার এই ফারমান দেখে আমার স্বামীর মসীলিপ্ত চিত্রের সম্মুখে পঙ্গুর মত নিশ্চল থাকবো না।

জুম্মা। মা, তোমার আগমন কখনো নিষ্ফল হ'তে পারে না। বুঝলুম, এতদিন পরে খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন—এই হীন বৃদ্ধার মুক্তির উপায় করেছেন। যে রহস্য গোপন কর্‌তে গিয়ে, এতদিন হৃদয়-ভারে প্রপীড়িতা হয়েছি, আজ তা প্রকাশ করবার শুভ সুযোগ উপস্থিত। জাঁহাপনা! ঐ দেখুন—

পট পরিবর্ত্তন।

(যুগল মূর্ত্তির প্রকাশ)

আজিজ। একি! পিতার প্রতিমূর্ত্তি!

হামিদা। শুধু তাই নয়, পার্শ্বে তোমার বিমাতা।

জুম্মা। এই আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীজান! জাঁহাপনা, আপনার পিতা যখন যুবরাজ, তখন গোপনে একে মুটামতে বিবাহ করেছিলেন। দোহাই ঈশ্বর, হজরত সম্মুখে কন্যা আমার সাধ্বী। একমাত্র কন্যা প্রসব ক'রে মা আমার স্বামী-অদর্শনে শোকে দেহত্যাগ করেছিল। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা—উজীর সায়েস্তাখাঁর জননী—তাকে প্রতিপালন করে।

হামিদা। আর বলতে হবে না। যাও মা, আমার আগমন সার্থক হয়েছে। আমার স্বামীর উপর যে যৎসামান্য অশ্রদ্ধার ভাব ছিল, তা দূর হ'য়ে গেল। শোন সম্রাট, তোমার সেই অপরিচিতা ভগিনীই সমরখন্দের সুলতানা। পুত্র, যদি পিতৃবৎসলতার বিন্দুমাত্রও অভিমান তোমাতে থাকে, তাহ'লে তোমার এই বিমাতৃ-জননীকে আমারই মত অভিবাদন কর।

আজিজ। সেলাম জননি! এতদিন কেবল মাটীর রাজ্য জয় করেছি। আজ পিতৃচরিত্রের বিমলতার প্রতিষ্ঠায় মাটীতে দাঁড়িয়ে স্বর্গ-রাজ্য জয় করলুম।

জুম্মা। জাঁহাপনা, এ আপনার মহৎ ঔরসেরই প্রকৃষ্ট পরিচয়। আপনার মহান্ পিতার এই জীর্ণ আদেশ-পত্র-খণ্ডের জোরে কস্‌বী আজ

সম্রাট-জননীর গৌরব লাভ করলে। (ফারমান ছিন্ন করণ) এই আমার শাসন শেষ হ'ল, এইবারে এখানে আপনার শাসন।

আজিজ। (জেলালের প্রতি) মুগ্ধনেত্রে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? শুধু আমিই এ আনন্দের পূর্ণাধিকারী নই। তুমি তার অর্দ্ধেকের অংশীদার। এই নাও সাজাদী, তোমার আত্মদান নিষ্ফল হয় নি। তোমার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। তোমার এই প্রেমাস্পদ আমারই পিতৃব্য—অর্দ্ধ মোসলেম রাজ্যেশ্বর—কালিফ আল আমীনের পুত্র—আল জেলাল।



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আল আম'নের কুটীর।

মমিন।

মমিন। কই, কুটীরে ত জন-মানবের অস্তিত্ব বুঝতে পারলুম না। হজরত কি ঘরে আছেন? না—কেউত নেই। থাকলে কি বৃদ্ধ আমার এত সম্বোধনেও উত্তর দিতেন না! কুটীর যেন পরিত্যক্তের মত বোধ হচ্ছে। তাইত! কন্যার অদর্শন বৃদ্ধের সহ্য হ'ল না না কি! না—এই যে—এই যে হজরত বেঁচে আছেন!

(আল আমীনের প্রবেশ)

আমীন। তোমার কি মনে আশঙ্কা হয়েছিল যে, আমি জীবিত নেই?

মমিন। সেই আশঙ্কাই হয়েছিল হুজুরালি!

আমীন। না মমিন খাঁ, আমি মরিনি। আমি তোমার মুখে কন্যার মৃত্যু-সংবাদ শোন্‌বার প্রত্যাশায় বেঁচে আছি। বলত মমিন খাঁ,

কন্যা আমার কেমন ক'রে মরেছে। দূর থেকে তোমার মুখ বিমর্ষ দেখেছি। দেখে তোমার কাছে এসেছি। মুখ প্রফুল্ল দেখ্‌লে কাছে আস্‌তুম না— তোমাকে দেখা দিতুম না।

মমিন। এর মানে কি?

আমীন। কেন, মানে ত তুমি জান। কন্যার শোচনীয় মৃত্যু আশঙ্কা ক'রে এক দিন আমি তোমারই সম্মুখে কন্যার গৌরবকব মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছিলুম। তুমি আমাকে সেই দিন জীবনে প্রথম তিরস্কার করেছিলে। তুমি মানে জান না? রাজা প্রতাবণায় কন্যা নিয়ে গেছে। রাণী প্রতারণায় তাকে কালিফের কাছে উপঢৌকন পাঠিয়েছে। হত-ভাগিনী কন্যা কালিফের ঐশ্বর্য্যের মোহে তার পিতার নাম গোপন করেছে! আপনাকে স্থলতান-নন্দিনী বলে পরিচয় দিয়ে কালিফের গৃহিণী হয়েছে! সে কন্যা আমার চক্ষে মৃতা। তোমার মুখ দেখে অনুমান করেছি, তুমি এ হীন প্রতারণায় যোগ দিতে পার নাই। বল মমিন খাঁ, আমি তোমার সঙ্গে আবার দুটো আনন্দের আলাপ করি।

মমিন। এই তার মৃত্যু?

আমীন। এ ত হীনার মৃত্যু! যদি জান্‌তে পারি, আমার কন্যা যথার্থ পিতৃ-পরিচয় দিয়ে কালিফের পত্নীত্ব স্বীকার করেছে, তথাপি সে আমার চক্ষে মৃতা।

মমিন। তাহলে নিশ্চিন্ত হ'ন হজরত, আপনার কন্যা মরেনি। কালিফ-বংশধরী নিজের অস্তিত্ব না জেনেও বংশের তেজস্বিতা রক্ষা করেছে।

আমীন। কালিফ-বংশধরী—কে তোমাকে এ কথা বল্‌লে!

মমিন। মহান্ কালিফ—আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য, দাস। আমাকে আর গোপন ক'রে আপনার মহত্ত্ব নষ্ট করবেন না।

আমীন। মান—মান—মমিন খাঁ, দুর্জ্জয় মান! যখন জেনেছ, তখন শোন। আমি দেশ ভুলেছি, নাম ভুলেছি, আমার মহিমান্বিতা সাধ্বী পত্নীর শোক ভুলেছি, একমাত্র অপহৃত পুত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত চিন্তার ঘর থেকে দূর করে দিয়েছি, তবু এ মানকে জীর্ণ করতে পারিনি।

মমিন। সে মান আপনার কন্যা অটুট রেখেছে, আপনি নিশ্চিন্ত হন; কিন্তু হজরত—

আমীন। আবার কিন্তু কেন মমিনখাঁ? সে কি বস্‌ফোরসে ডুবে গেছে? যাক। অনাহারে জীবন দিয়েছে? দিক। হিংস্র জন্তুর উদরস্থ হয়েছে—হ'ক। যাক ডুবে, দিক্ জীবন অনাহারে, প্রবেশ করুক জন্তুর উদরে, তবু সে আমার চক্ষে জীবিত। সে নিজের অজ্ঞাতসারে কালিফ কন্যার হৃদয়-পঞ্জরে পূরে নিয়ে গেছে। জলে, স্থলে, জন্তুর উদরে—যেখানেই তার সমাধি হ'ক না কেন, আমি এ জীবনের শেষাংশ সেই পবিত্র সমাধির স্মরণেই অতিবাহিত করব।

মমিন। তবে তাই করুন। এই যদি আপনার কন্যার জীবন হয়, তাহলে আমীরণ জীবিতা। কিন্তু কোথায় সে, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারব না।

আমীন। কখন জিজ্ঞাসা করব না সখা। তবে এস—এস আমার সঙ্গে এই কুটীর-মধ্যে। হর্ষবিষাদে আমার জীবনের সমস্ত আশ্রয় সন্ধিস্থল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। জীবন এখন আকাশচারী—শ্রান্ত পক্ষীর ক্ষণেকের বিশ্রামের জন্য যেন দেউল-শিরে অবস্থান। তার মন্দির-গাত্রের বাসা একটা ঝঞ্ঝার অনিয়মিত স্পন্দনে ভেঙ্গে গেছে। এস সখা, জীবিত থাকতে থাকতে তোমাকেই আমার ইতিহাস শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আমীরণ ও আজিজের প্রবেশ)

আমী। দেখলেন ?

আজিজ। দেখলুম। যেন ভূকম্প-ভগ্ন কোন আকাশস্পর্শী মিনাবের স্বপ্নশোভন নিদর্শন।

আমী। আসুন আত্মীয়, পিতার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করিয়ে দিই।

আজিজ। আমীরণ!

আমী। কি আত্মীয় ?

আজিজ। এইবারে আমাকে বিদায় দাও।

আমী। আমাদের ঘবে যাবেন না ?

আজিজ। যেতে ইচ্ছা থাক্‌লেও যাওয়া এখন আমার পক্ষে যুক্তি-যুক্ত মনে হচ্ছে না।

আমী। কেন ?

আজিজ। আমি জীবনে প্রথম শুধু তোমার জন্য কালিফের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করলুম। এ স্থানের মৃত্তিকা আমার চরণ বিদ্ধ করছে।

আমী। তাহ'লে আপনাকে থাক্‌তে অনুরোধ করব না। আপনি মুখ তুলুন।

আজিজ। কেন ?

আমী। আমি একবার মাত্র ইস্তাম্বুলে দেখেছিলুম—সে উজ্জ্বল করুণার দৃষ্টি। আর দেখিনি। আপনি অতি সাবধানে চক্ষু, আমার চোখের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছেন। বিদায়-মুখে একবার দেখব—দেখে দৃষ্টি সার্থক করব।

আজিজ। না আমীরণ, তুমি কালিফ-নিবেদিতা।

আমী। কালিফ—কে কালিফ ? তিনি কত মহান্‌, আমি জানি না।

ক্ষুদ্র দীন রমণী আমি। আমি এই কুটীর-দ্বার থেকেই তাঁকে অভিবাদন করি। কিন্তু শুনুন আত্মীয়,-আমি কথার কৌশল জানি না—আমি আপনাকে যা বলছি, আপনি তা প্রণিধান করুন। পিতা আমার অতি বৃদ্ধ। আমার আর কেউ আপনার বলবার নেই। পিতার অভাবে এ দুনিয়ার মধ্যে আপনিই আমার একমাত্র আত্মীয়। আত্মীয়—অভিভাবক—সব।

(আল আমীন ও মমিনের পুনঃ প্রবেশ)

মমিন। হজরত! এ বিষাদ-সিন্ধুর উত্তরাধিকার দিয়ে আমাকে এ বয়সে ব্যাকুল কর্‌লেন কেন? উঃ! স্ত্রী-পুত্র—দুনিয়ার অর্দ্ধ অধিকার—এক ধর্ম্মের মুখ চেয়ে সব বিসর্জ্জন দিয়েছেন! অবশিষ্ট এক কন্যা—অদৃষ্ট কি তা থেকেও আপনাকে বঞ্চিত কর্‌লে!—না—না—এ কি! হজরত! আপনার প্রতি অদৃষ্টের এখনো মমতা আছে।

আমীন। দাঁড়াও মমিন খাঁ, ব্যস্ত হয়ো না।

আমী। পিতা!

আমীন। সঙ্গে ও কে আমীরণ!

আমী। জনাবালির মুখে বোধ হয়, সমস্ত কাহিনী শুনেছেন?

আমীন। শুনেছি। তুমি কালিফকে পরিত্যাগ ক'রে চলে এসে আমার মুখ রক্ষা করেছ। কিন্তু সঙ্গে তোমার ও কে আমীরণ?

আমী। আমি ওঁরই কৃপায় কালিফের রাজধানী থেকে ইজ্জত বাঁচিয়ে এক হাজার ক্রোশ পথ চ'লে এসেছি।

আমীন। তুমি যে সময় এই কুটীরে ছিলে, সে সময় যদি আমার মৃত্যু হ'ত, তখন কি এই যুবক এসে তোমার ইজ্জত রক্ষা ক'রত?

আজিজ। আমার সঙ্গে এসে কি আপনার কন্যার ইজ্জত নষ্ট হয়েছে?

আমীন। বল আমীরণ?

আজিজ। নিরীহ কন্যাকে উৎপীড়িত কর্‌বেন না। আমাব কথার উত্তর দিন।

' আমীন। বল আমীবণ!

আজিজ। ইনি সাধু।

আমীন। সাক্ষী ত তুমি?

আজিজ। আমি সাক্ষীই যথেষ্ট। আপনার ইজ্জত নষ্ট বোধ হয়, এই মহাপুরুষের হস্তে আমাকে দান করুন। এরূপ মহৎ আমার দৃষ্টিতে আব কখন পড়েনি।

আমীন। তা হ'লে, যুবক শুধু তোমার পথের সঙ্গী নয়,—জীবনেরও সঙ্গী ক'রে এনেছ বল।

আমী। তাই করেছি পিতা।

আমীন। মমিন খাঁ! আমার সেই পরিত্যক্ত অস্ত্রটা এনে দাও ত।

আমীন। কন্যাকে কি হত্যা কর্‌বেন?

আমীন। তুমি অস্ত্র আন—তার পর প্রশ্ন কর। আন মমিন খাঁ, নইলে আমাকে তোমার গুরু সম্বোধন—রহস্য বলেই আমি মনে করব।

[মমিনের প্রস্থান।

আজিজ। (স্বগত) তাহ'লে ত আত্মগোপন চলে না।

(মমিনের প্রবেশ ও আমীনের হস্তে অস্ত্র প্রদান)

আমীন। আমীরণ! ঈশ্বর স্মরণ ক'রে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

আমী। আমি কোনও অপরাধ করিনি পিতা!

আমীন। কোনও অপরাধ করনি? এ যুবক কে—জেনেছ?

আমী। জানবার প্রয়োজন বোধ করিনি।

আমীন। কতরাত্রি একজন অজ্ঞাতকুলশীলের সঙ্গে বাস ক'রে এলে—অপরাধ করনি?

মমিন। মিয়াসাহেব! অদত্ত পরিচয়ে এই দীনবৃদ্ধের বিপুল বংশ-মর্য্যাদা নষ্ট ক'র না। তোমার পরিচয় দাও।

আজিজ। আমি মুসলমান—এই আমার পরিচয়।

আমীন। মুসলমান কেমন ক'রে বুঝব? তুমি এই বালিকাকে পাবার লোভে এই দীর্ঘপথ তার সঙ্গী হয়েছ। বালিকার কল্যাণ-কামনায় হও নাই।

আমী। না। মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে আমিই এই মহাত্মাকে প্রার্থনা করেছি।

আমীন। কি মুসলমান, বালিকা যা বলছে—তা কি সত্য?

আজিজ। না। আমি আপনার এই অপূর্ব্ব কন্যার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পারিনি। কথার কৌশলে সরলাকে মুগ্ধ করেছি। কথার কৌশলে তাকে আপনার ক'রে নিয়েছি।

আমীন। বরাবর আত্মগোপন ক'রে এসেছ?

আজিজ। করেছি।

আমীন। শুন্‌ছ আমীরণ?

আমী। এ কথা এই আমি প্রথম শুনলুম।

আমীন। মমিন খাঁ! সম্রাট-জননী কি এতই হীনা যে, একটা বন্য বালিকাকে এতদুর থেকে আবাহন ক'রে নিয়ে গিয়ে তাকে ইস্তাম্বুলের পথে নিক্ষেপ করলে! বালিকাটা মল কি বাঁচলো, একবার খোঁজও করলে না?

মমিন। না হজরত, সে মহীয়সী এখনও পর্য্যন্ত ব্যাকুল-হৃদয়ে আপনার কন্যার অনুসন্ধান করছেন।

আমীন। তবে কালিফ-শক্তি কি এত হীন হয়েছে, তার সদা-জাগরিত অসংখ্য প্রহরী—সকলেই কি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে? এই অজ্ঞাত-কুলশীল যুবক আমার এই পরমা সুন্দরী কন্যাকে তার বিশাল-সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে নির্ব্বিবাদে নিয়ে এল, কেউ দেখতেও পেলে না? যুবক! তা হলে কি বুঝব, তুমি কালিফ-শক্তির হীনতার সাক্ষী?

আজিজ। না হজরত!

আমীন। তা হ'লে বল, তুমি কে?

আজিজ। আমীরণ! তুমি যে কালিফকে গ্রহণ করবে না বলেছ—

আমী। তুমি ভিখারী হও—আমার স্বামী ভিখারী। তুমি কালিফ হও, আমার স্বামী কালিফ। আমি কালিফ, ভিখারী জানি না,—আমি জানি শুধু তোমায়।

আজিজ। হজরত! আমিই কালিফ।

আমী। জাঁহাপনা! (নতজানু হওন)

আমীন। আমীরণ! তোমার ধর্ম্ম আজ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদসাকে তোমার পিতার কুটীর-দ্বারে উপস্থিত করেছে।

মমিন। হজরত! এ কি বিচিত্র সম্মিলন সংঘটন!

আমীন। তুমিই তার কারণ মমিন খাঁ। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমা হতেই আমি কন্যার চিন্তা হ'তে নিষ্কৃতিলাভ করলুম। কিন্তু মমিন খাঁ!—

মমিন। 'কিন্তু' বলে চুপ করলেন কেন?

আমীন। না, থাক্—বালক—ও কি জানে? পরম প্রিয় শিশু নবাবতার বস্‌রাই গোলাপটির মতন যখন কালিফের স্বর্গতুল্য উদ্যানে প্রথম

প্রস্ফুটিত হয়েছিল, তখন আমিই তাকে প্রথম বুকে তুলে নিয়ে আঘ্রাণ করি। আমার দত্ত নাম 'আজিজ'—রেখেছে কি না, তা জানি না।

আজিজ। মহান্ পিতৃব্য! হৃদ্‌গত অনন্ত যাতনার স্তর ভেদ ক'রে আমার এ সম্বোধন কথা বেরিয়ে এসেছে। বলুন, আজিজের এ সম্বোধন ব্যর্থ নয়। আমি তীর্থান্বেষণে হাজার ক্রোশ পথ থেকে আপনার পবিত্র আশ্রয়ে মস্তক রক্ষা করতে এসেছি।

আমীন। ব্যর্থ নয়, জাঁহাপনা! আমীরণ! পিতার শ্রেষ্ঠ স্নেহের নিদর্শন—দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উপহার—তোমাকে দান করলুম। গ্রহণ কর।

আজিজ। আমীরণ, তোমার জন্য দুনিয়া পেলুম, বেহেস্ত পেলুম; তবে আর আমি ধর্ম্মে পতিত থাকি কেন? হজরত! আমার সমস্ত সাম্রাজ্য নিয়ে পিতাকে আমার মহাপাপ থেকে মুক্ত করুন।

আমীন। আর সাম্রাজ্য নিয়ে আমি কি করব আজিজ? সাম্রাজ্য আমার কুটীরদ্বারের রেণু সর্ব্বাঙ্গে মেখে উল্লাসে বিশাল হয়েছে। আমার সাম্রাজ্যের আর প্রয়োজন নেই।

(জেলালের হস্ত ধরিয়া হামিদার প্রবেশ)

হামিদা। আপনার নেই, আপনার পুত্রের আছে,—এই নিন্ আপনার পুত্র।

আমীন। এ কি! হুজুরাইন? এতদিন পরে সুদে আসলে আমার সমস্ত প্রাপ্য মাথায় ক'রে তুমি এলে। এর চেয়ে বিশালতর সাম্রাজ্য-জয় কাকে বলে, আমি জানি না। জেলাল—জেলাল! আনন্দের প্রচণ্ড নিষ্পীড়নে আমার কথা অবরুদ্ধ হয়ে এল।

মমিন। হজরত! একদিন কম্পিত-হৃদয়ে বলেছিলুম,—আজ স্ফীত-বক্ষে তার পুনরুচ্চারণ করি,—ধ্বংস কখন সত্যের বিনিময় হয় না

(মুতাজেদের প্রবেশ)

আমীন। উত্তর করি আব সাধ্য নেই। এস উজীর, অবনত মস্তকে থেকো না। এস সখা—বহুকাল পরে—বহুকাল পরে। থাকুক পড়ে হারানিধি—তুমি এস—তুমি এস—বাল্যের সমস্ত সৌহার্দ্দ সম্পত্তি নিয়ে তুমি এস।

মুতা। একদিন কর্ত্তব্য-জ্ঞানে প্রেমেব বন্ধন ছিন্ন ক'রে যে আপ-নার এই কুটীরবাসের কারণ হয়েছিলুম, সেই আমি - সেই আমি—মহাত্মা আল্ আমীন! এই কালিফ—এই কালিফ-জননী এঁদেব সম্মুখে শুনুন। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করতে আসিনি। পূর্ব্ব-ভ্রম স্মরণ ক'বে, সর্ব্ব কার্য্য শেষে আমি আপনার ওই প্রিয় কুটীরটি ভিক্ষা কব্‌তে এসেছি।

আমীন। আমি তোমায় খুব জানি মুসলমান! কর্ত্তব্যের অনু-রোধে এই প্রেমাকর্ষণ ছিঁড়তে তুমি যত ক্লেশ পেয়েছ, এত আমি পাইনি। এস সখা—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমর-খন্দ—প্রাসাদ-কক্ষ

জুমেলা।

জুমেলা। তাইত! মূল্যহীন পরিচয় মাত্রই কি আমার সার হ'ল! সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে আর কোনও ত খবর এলো না। আর ত আমি উৎকণ্ঠায় থাক্‌তে পারি না। একটা বাণী,—হয় আশা—নয় নিরাশার।—একটা আয়। এ আশা-নিরাশার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আর নরক-যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে পারি না। কে তুমি?

(মমিন খাঁর প্রবেশ)

মমিন খাঁ। কখন্ এলেন সরদার?

মমিন। এই সন্ধ্যার পর রাজগৃহে প্রবেশ করেছি—সেখানে মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা ক'রে তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি—প্রাণের ব্যাকুলতায় দেখ্‌তে এসেছি। কিন্তু এসে এ কি দেখ্‌লুম রাণি? আমার ইস্তাম্বলে যাওয়া আসা—এরই মধ্যে রাজার এত পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে!

জুমেলা। নাচওয়ালী—নাচওয়ালী! মমিন খাঁ, সহোদর সারংদারের সঙ্গে নৃত্যকলা দেখাতে কোন্ দূরদেশ থেকে সমরখন্দে এসেছিলুম। এসে ফরাসে রুমাল বাঁধা তুচ্ছ আস্‌রফী বক্‌সিস কুড়ুতে গিয়ে একটা স্বাধীন রাজার সিংহাসন কুড়িয়ে পেয়েছি। এখন আবার নাচওয়ালীর ব্যবসা আর স্বভাব ত্যাগ করতে গিয়ে সেই সিংহাসন হারাতে বসেছি।

মমিন। তাইত মা, তোমার এরূপ অবস্থা হবে, এ যে স্বপ্নের অগোচর!

জুমেলা। তবে কি জান মমিন খাঁ, এ অবস্থা আমি নিজেই ইচ্ছা ক'রে এনেছি। মমিন খাঁ, দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীর গৃহ থেকে আমার উদ্ভব। এখনও জীবিত নর্ত্তকীকুলের মধ্যে নৃত্যকলায় আমার তুল্য

পারদর্শিনী কেউ নেই, এ অহঙ্কার আমি রাখি। আমি এখনই ওই হতভাগ্য রাজার প্রমোদ-সভায় উপস্থিত হ'য়ে সমাগতা সমস্ত নর্ত্তকীর মুখে পদাঘাত ক'রে রাজার চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে আস্‌তে পারি।

মমিন। তবে তাই কর না কেন মা!

জুমেলা। না, মমিন খাঁ,—আর তা করব না।

মমিন। রাণি! স্বামীকে হারাবে?

জুমেলা। কি করব মমিন খাঁ, আমার অদৃষ্ট। সাধু! খোদার কৃপায় এক বিচিত্র শুভক্ষণে নর্ত্তকীর চির অপ্রাপ্য এক অমূল্য ধন আমি লাভ করেছি। সেই ধন লাভের পর থেকে মনে মনে সঙ্কল্প ক'রে আমি নর্ত্তকীর ব্যবহার পরিত্যাগ করেছি। যদি আমি এর পর স্বামী কর্ত্তৃক অপমানিত লাঞ্ছিত হই, এমন কি, আমার মৃত্যুর আশঙ্কা হয়, তবু আমি নাচওয়ালীর চাতুরীর সাহায্যে স্বামীকে বশ করতে চাই না।

মমিন। ধন্য রাজ্ঞি! এ আপনার বংশগৌরবেরই উপযুক্ত কথা।

জুমেলা। বংশগৌরব! সাধু! এ নাচওয়ালীর আবার বংশগৌরব আছে?

মমিন। নিশ্চয় আছে। মা! তুমি শুধু রত্নের আভাস পেয়েছ। আমি তোমার জন্য সে রত্ন উষ্ণীষে বেঁধে এনেছি।

জুমেলা। কি মমিন খাঁ—কি?

মমিন। এই নাও মা, তোমার পিতার প্রতিমূর্ত্তি। তোমার জগদীশ্বরী মা, তোমাকে উপহার দিয়েছেন।

জুমেলা। হা খোদা, এই অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি হজরতের প্রতিনিধি আমার পিতা! (বারংবার চুম্বন) দেখ—দেখ সাধু, এ মহাপুরুষকে যে একবার হৃদয় সমর্পণ ক'রেছে, দুনিয়ার আর কোন পুরুষের কি সাধ্য আছে, সে হৃদয় কর দ্বারা স্পর্শ ক'র্‌তে পারে?

মমিন। না মা, ঠিক ব'লেছ—পারে না।

জুমেলা। তাহ'লে কে আমাকে ব'লে দেবে, ওই নরাধম বিশ্বাস-ঘাতক সায়েস্তা যে পাপগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে, সে গর্ভে আমাব কখন' স্থান নয়।

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। আমিই বলে দেব ভগিনি! আমার বংশের মর্য্যাদার কথা, আমি ভিন্ন অন্যে কে বলবে?

জুমেলা। কি বলে সম্বোধন ক'রব, বলে দাও—বলে দাও মমিন খাঁ।

আজিজ। ভাই বল—তুমি আমার পূজনীয়। আমি তোমার কনিষ্ঠ আজিজ।

জুমেলা। সম্রাট!

আজিজ। ভাই বল। সম্রাট বল্‌তে আমার অগণ্য কোটী প্রজা আছে। ভাই বলতে এক তুমি।

জুমেলা। ভাই!

আজিজ। জীবন ধন্য হ'ল। দিদি, এই নাও তোমার লিরিয়ান।

(লিরিয়ানের প্রবেশ)

এইবাব তুমি নিজে আমার ভগিনী-পতিকে বিবাহোৎসব দেখ্‌বার নিমন্ত্রণ কর। আসুন মমিন খাঁ, এখনো অনেক কাজ বাকি।

[আজিজ ও মমিন খাঁর প্রস্থান।

লিরি। মা! না জেনে দম্ভে তোমাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেছিলুম। অবোধ জেনে কন্যাকে ক্ষমা কর।

জুমেলা। মহাত্মা রহমান-নন্দিনি! নাচওয়ালীর তিরস্কারে একদিন জর্জ্জরিত হয়েছিলি, আজ একবার মায়ের আদরের বাহু-বেষ্টনের উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হ। (লিরিয়ানকে আলিঙ্গন)

(আবত্বল-মালিক ও সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

আব-মা। আর এ অপরাধীর প্রতি কি আদেশ রাণি?

জুমেলা। স্থলতান! বন্দিনী অপরাধিনী, তাকে শাস্তি দিন।

আব-মা। অপরাধ তোমার এত যে, সে সকলের হিসাব ক'রে শাস্তি দিতে গেলে, এ ক্ষুদ্র জীবনে কুলায় না। এ অভাগ্যের চক্ষু তোমার আগেই প্রস্ফুটিত করা উচিত ছিল। কালিফ-কন্যা, তোমার এ অপরাধের শাস্তি আমি সমরখন্দের আইনে খুঁজে পাই না। তুমি সমরখন্দের মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা। তোমাকে দেখে তোমার পিতা একদিন সমরখন্দকে জয়দান ক'রে নিজের প্রচণ্ড বাহিনীকে দিয়ে পরাজয়-ভার বহন করিয়ে ইস্তাম্বুলে ফিরে গিয়েছিলেন। আর আজ তোমারই অস্তিত্বে বর্ত্তমান কালিফ, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে আমার ঘরে বন্দী। বাদসাজাদী! অন্ধ মূর্খ স্বামীকে তুমি রক্ষা কর।

জুমেলা। যদি কালিফ-নন্দিনী ব'লে আমার অভিমান করতে হয়, তাহ'লে স্বামীর দাসীত্ব ভিন্ন আমার অন্য অস্তিত্ব নাই।

আব-মা। উজীর! এই রত্ন তোমা হ'তেই আমি পেয়েছি। এ হ'তেই সমরখন্দে তোমার মর্য্যাদা চির অক্ষুণ্ণ। এর অধিক লোভ পরিত্যাগ কর।

সায়েস্তা। আবার জাঁহাপনা! মোহ টুটেছে। স্থলতান্! এতদিন পরে বুঝ্‌লুম। কোহিনুর ভস্মাচ্ছাদিত হলেও, স্থযোগের ফুৎকারে যখন তার আবরণ-ভস্ম উড়ে যায়, তখন সে আবার যে কোহিনুর—সেই কোহিনুর।

জুমেলা। ভাই, তুমি আমার চিরশ্রদ্ধার সহোদর—তোমার আমি চিরকৃতজ্ঞ ভগিনী।

আব-মা। তার পর শোন,—লিরিয়ানের বিবাহ হবে ইস্তাম্বুলে। এখানে তুমি আমীরগণের বিবাহের ব্যবস্থা কর। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সমরখন্দ—রাজসভা।

আল আমীন, আবদুল মালিক, আজিজ, জেলাল, মুতাজেদ প্রভৃতি।

আমীন। সুলতান! শেষজীবন তোমারই আশ্রয়ে আমি শান্তিতে অতিবাহিত করেছি। আজ আমার সৌভাগ্যের চরম। এ সৌভাগ্যও তোমার আশ্রয়ে থেকে আমার লাভ হয়েছে। সুতরাং তুমি আমার পরম আত্মীয়। তোমার সঙ্গ আমি আর পরিত্যাগ কর্‌তে পারব না।

আ, মা। জাঁহাপনা! সমস্ত দুনিয়া একদিকে, আর আপনার সঙ্গ এক দিকে। আমি দুনিয়ার চেয়ে আপনার সঙ্গই অধিক মূল্যবান্ মনে করি।

আমীন। কিন্তু সম্রাট আমাকে দুনিয়ার বাদসাদাবী দান করেছেন।

আ, মা। আপনি এইখান থেকেই তা গ্রহণ করুন।

আমীন। কি উজীর-শ্রেষ্ঠ, গ্রহণ কর্‌ব?

মুতা। জাঁহাপনা! আপনার কুটীরের এক কোণে আমি আমার উজিরী কম্বল চাপা দিয়ে রেখে এসেছি। আপনি আর কারুকে উজির বলে সম্বোধন করুন।

আমীন। প্রিয়সখা মুতাজেদ, তা'হলে শোন। যে মহদুদ্দেশে তুমি আমার সখ্যকেও একদিন অম্লানবদনে পরিত্যাগ ক'রেছিলে, আমি বৃদ্ধবয়সে তোমার সে উদ্দেশ্য পণ্ড কর'তে পারি না। শোন সুলতান, শোন সরদারবর্গ! তোমাদের সম্মুখে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি। আমার সমস্ত সাম্রাজ্য আমার মহান্ ভ্রাতুষ্পুত্র আজিজকে প্রত্যর্পণ করলুম। সম্রাট! কেবল ভিক্ষা, তুমি এখন থেকে আমার এই পুত্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ কর। সুলতান! আমি আবার তোমার যে প্রজা, সেই প্রজা।

(হামিদার প্রবেশ)

হামিদা। হজরত! ঈশ্বর স্মরণ ক'রে কালিফ-গৃহিণী একদিন বাঁদীর বেশে সমরখন্দে এসেছিল। আজ সেই বাঁদী, ভিক্ষার্থিনী-বেশে সমরখন্দের রাজসভায় আবার উপস্থিত। মহাত্মা আল-আমীন! এই সমস্ত মহাত্মার সম্মুখে একবার বলুন—আমার পরলোকগত স্বামী আজ পাপমুক্ত।

আমীন। সম্রাজ্ঞি!

হামিদা। একবার বলুন—একবার বলুন, মমতার কথা নয়, ধর্ম্মের কথা। সম্রাজ্ঞী নই—বাঁদী, ভিখারিণী—স্বামীর স্বর্গ করযোড়ে আপনার কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি। বলুন হজরত, আমার স্বামী পাপমুক্ত।

আমীন। পাপমুক্ত—

হামিদা। উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার। মা—

(লিরিয়ান ও আমীরগণের প্রবেশ)

আজিজ, এইবারে নবোচ্ছ্বসিত আনন্দধারায় তোমার পবিত্রা মহিষীকে অভিসিঞ্চিত কর।

সখীগণের প্রবেশ ও গীত।

মধুময়ী যামিনী, মধুময়ী চাঁদিনী, মধুময় তাহে মধুমাস।
মধুময় শিশিরে, মধুময় সমীরে,
উল্লাসে মিশে ফুলবাস।
সরসী পেতেছে ফাঁদ, জলে ওই ঢলে চাঁদ,
হিল্লোলে হিল্লোলে মধুর বিকাশ।
মধুর মধুর আজ—সকলি যে মধুগো—
মধুকরে মধুর পিয়াস।

যবনিকা-পতন।